সূরা ২৬ ঃ শু'আরা, মাক্কী ٢٦ – سورة الشعراء مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২২৭, রুকূ ১১) (اٰيَاتُهَا : ٢٢٧، رُكُوْعَاتُهَا : ١١)

মালিকের (রহঃ) রিওয়ায়াতকৃত তাফসীরে এই সূরার নাম দেয়া হয়েছে 'সূরা জামিআহ'।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। তা' সীন মীম।	١. طسٓمٓ
২। এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	٢. تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ
৩। তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বে।	٣. لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ
৪। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি।	٤. إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ
৫। যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٥. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهُ مُعْرِضِينَ

৬। তারাতো মিথ্যা জেনেছে, সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে।	٦. فَقَدْ كَذَّبُوا۟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৭। তারা কি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেনা? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট জিনিস উদগত করেছি।	٧. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
৮। নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	٨. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
৯। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٩. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

কুরআন থেকে যে অবিশ্বাসীরা পালিয়ে বেড়ায়, আল্লাহ চাইলে তারাও ঈমান আনতে বাধ্য হত

হুরূফে মুকাত্তাআতের আলোচনা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ এগুলি হল সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত যা খুবই স্পষ্ট, সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দের মধ্যে ফাইসালা ও পার্থক্যকারী। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ তারা ঈমান আনছেনা বলে তুমি দুঃখ করনা এবং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলনা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا

তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং অন্যান্যরা لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ এখন তুমি নিজেই নিজকে হত্যা কর। (তাবারী ১৯/৩৩০, দুররুল মানসুর ৬/৩৬০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করার ইচ্ছা করলে আমি এমন জিনিস আকাশ হতে অবতীর্ণ করতাম যে, তা দেখে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হত। কিন্তু আমিতো তাদের ঈমান আনা বা না আনা তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছি। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। তাহলে তুমি কি মানুষের উপর যবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনেই? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮) দীন ও মাযহাবের এই বিভিন্নতাও আল্লাহ তা'আলারই নির্ধারণকৃত এবং এটা তাঁর নিপুণতা প্রকাশকারী। তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করেছেন, অতঃপর তিনি মানুষকে ঈমান আনা বা না আনার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এখন যে পথে ইচ্ছা সে চলতে থাকুক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ

যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা দয়াময় হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) তিনি আরও বলেন ঃ

يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই কোন জাতির নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৪) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ তারাতো অস্বীকার করেছে; সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে। যালিমরা অতিসত্বরই জানতে পারবে যে, তাদেরকে কোন পথে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২২৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের শান-শওকত, ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ যাঁর কথা এবং যাঁর দূতকে তোমরা অবিশ্বাস করছ তিনি এত বড় ক্ষমতাবান ও চির বিরাজমান যে, তিনি একাই সারা যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রাণী ও নিস্প্রাণ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। ক্ষেত, ফল-মূল, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি সবই তাঁর সৃষ্ট।

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, শা'বী (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যমীনের উৎপন্নদ্রব্য স্বরূপ। তাদের মধ্যে যারা জান্নাতী তারা বিনয়ী ও ভদ্র এবং যারা জাহান্নামী তারা ইতর ও ছোটলোক। (দুররুল মানসুর ৬/২৮৯)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً এতে সৃষ্টিকর্তার বিরাট ক্ষমতার বহু নিদর্শনাবলী রয়েছে যে, তিনি বিস্তৃত যমীন ও উঁচু আসমান সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা। বরং উল্টা তারা নাবীদেরকে অস্বীকার করে। আল্লাহর কিতাবসমূহকে তারা স্বীকার করেনা, তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ করে থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ হে নাবী! তোমার রাব্ব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে তাঁর সৃষ্টজীব সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম। অপর দিকে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণাময় ও অনুগ্রহশীল। তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেননা, বরং শাস্তি দিতে তিনি বিলম্ব করেন, যাতে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। কিন্তু তবুও যদি তারা সৎ পথে ফিরে না আসে, তখন তিনি তাদেরকে অতি শক্তভাবে পাকড়াও করেন এবং তাদের থেকে পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আবুল আলিয়াহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করে তাদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর এবং তাঁকে রুখতে পারে এমন কেহ নেই। (তাবারী ৩/২৬০, ৫/৫১১) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ যারা তাওবাহ করে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসে তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়াবান।

১০। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট চলে যাও -	١٠. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
১১। ফির'আউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করেনা?	١١. قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ

১২। তখন সে বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।	١٢. قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ
১৩। এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্বাতো সাবলীল নয়, সুতরাং হারূণের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান।	١٣. وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ
১৪। আমার বিরুদ্ধে তাদের এক অভিযোগ রয়েছে, আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।	١٤. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ
১৫। আল্লাহ বললেন ঃ না কখনই নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি শ্রবণকারী।	١٥. قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ
১৬। অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আউনের নিকট যাও এবং বল ঃ আমরা জগতসমূহের রবের রাসূল।	١٦. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১৭। আমাদের সাথে যেতে দাও বানী ইসরাঈলকে।	١٧. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
১৮। ফির'আউন বলল ঃ আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন পালন	١٨. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا

করিনি? এবং তুমিতো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ।	وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ
১৯। তুমিতো তোমার কাজ যা করার তা করেছঃ তুমি অকৃতজ্ঞ।	١٩. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ
২০। মূসা বলল ঃ আমিতো এটা করেছিলাম তখন যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম।	٢٠. قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ
২১। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম; অতঃপর আমার রাব্ব আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল করেছেন।	٢١. فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
২২। আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ তাতো এই যে, তুমি বানী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।	٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা এবং রাসূল মূসা কালীমুল্লাহকে (আঃ) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তূর পাহাড়ের ডান দিক হতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডাক দেন, তাঁর সাথে কথা বলেন এবং তাঁকে নিজের রাসূল ও মনোনীত বান্দারূপে নির্বাচন করেন। তাঁকে তিনি ফির'আউনের নিকট প্রেরণ

করেন, যে ছিল চরম অত্যাচারী বাদশাহ। তার মধ্যে আল্লাহর ভয় মোটেই ছিলনা। মূসা (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট স্বীয় দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেন এবং তা তাঁর পক্ষ থেকে দূর করে দেয়া হয়। যেমন সূরা তা-হা'য় তাঁর প্রার্থনায় বলা হয় ঃ

قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى. وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى. وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى. يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى. وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى. هَٰرُونَ أَخِى. ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى. وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى. كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ

মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজকে সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে। আমার ভাই হারূণ, তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশী করুন। যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর। এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। আপনিতো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। তিনি বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ২৫-৩৬) এখানে তিনি তাঁর ওযর বর্ণনা করে বলেন ঃ আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আমার জিহ্বায় জড়তা রয়েছে। সুতরাং (আমার বড় ভাই) হারূনকেও (আঃ) আমার সাথে নাবী বানিয়ে দিন। وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون আর আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন কিবতীকে বিনা দোষে মেরে ফেলেছিলাম। ঐ কারণে আমি মিসর ছেড়েছিলাম। তাই এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা হয়তো আমাকে হত্যা করে ফেলবে। জবাবে মহান আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার ভাইকে আমি তোমার সঙ্গী বানিয়ে দিলাম এবং তোমাদেরকে উজ্জ্বল দলীল প্রদান করলাম। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ

তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবেনা। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ

৩৫) সুতরাং তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা জয়যুক্ত হবে।

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ তোমরা আমার নিদর্শনগুলি নিয়ে তার কাছে যাও এবং তাকে বুঝাতে থাক। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

আমি তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৬) আমার হিফাযাত, সাহায্য-সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা তোমাদের সাথে রইলো। فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আউনের কাছে গিয়ে বল, আমরা জগতসমূহের রবের রাসূল রূপে তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ

অবশ্যই আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৭) আল্লাহ তাদেরকে আরও বলতে বললেন ঃ

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ বানী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। তারা আল্লাহর মু'মিন বান্দা। তুমি তাদেরকে তোমার দাস বানিয়ে রেখেছ এবং তাদের অবস্থা করেছ অত্যন্ত শোচনীয়। তুমি তাদের মাধ্যমে লাঞ্ছনা ও অপমান জনক সেবার কাজ করিয়ে নিচ্ছ এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিচ্ছ। এখন তুমি তাদেরকে আযাদ করে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। মূসার (আঃ) এ পয়গাম ফির'আউন অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞানে শুনল এবং তাঁকে ধমকের সুরে বলল ঃ

أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে প্রতিপালন করিনি? এবং তুমিতো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। আর তুমি আমাকে এর প্রতিদান এই দিয়েছ যে, আমাদের একটি লোককে হত্যা করেছ। তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ। তার এ কথার জবাবে মূসা (আঃ) তাকে বললেন ঃ

فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ আমিতো এটা করেছিলাম তখন যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম এবং ওটা ছিল আমার নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা। মূসা (আঃ) আরও বললেন ঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ঐ যুগ চলে গেছে, এখন অন্য যুগ এসেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে রাসূল করে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। এখন যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও তাহলে তুমি শান্তি লাভ করবে। আর যদি আমাকে অবিশ্বাস কর তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি যে ভুল করেছিলাম সেই কারণে তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমার প্রতি আল্লাহ এই অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং এখন পুরাতন কথার উল্লেখ না করে আমার দা'ওয়াত কবূল করে নাও।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ জেনে রেখ যে, তুমি আমার একার প্রতি একটা অনুগ্রহ করেছিলে বটে, কিন্তু আমার কাওমের উপর তুমি যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করেছ। তাদেরকে তুমি অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। আমার সাথে তুমি যে সদাচরণ করেছ এবং আমার কাওমের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করেছ দু'টি কি সমান হবে?

২৩। ফির'আউন বলল ঃ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি?	٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
২৪। মূসা বলল ঃ তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।	٢٤. قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ
২৫। ফির'আউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল ঃ তোমরা শুনেছ তো!	٢٥. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا

	تَسْتَمِعُونَ
২৬। মূসা বলল ঃ তিনি তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও রাব্ব।	٢٦. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ
২৭। ফির'আউন বলল ঃ তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি নিশ্চয়ই পাগল।	٢٧. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ
২৮। মূসা বলল ঃ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা বুঝতে।	٢٨. قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

ফির'আউন তার প্রজাবর্গকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল এবং তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, পূজনীয় ও রাব্ব শুধু সে'ই, সে ছাড়া আর কেহই নয়। ফলে তাদের সবারই বিশ্বাস এটাই ছিল। মূসা (আঃ) যখন বললেন যে, তিনি জগতসমূহের রবের রাসূল তখন সে বলল ঃ

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? তার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, সে ছাড়া কোন রাব্বই নেই। সুতরাং মূসা (আঃ) ভুল বলছেন। এর কারণ এই যে, সে তার লোকদেরকে বলত ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮)

فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ

এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৪) তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে তাদের

সৃষ্টিকর্তা হিসাবে অস্বীকার করত এবং ফির'আউন ছাড়া আর কেহ রাব্ব আছে এ কথা বিশ্বাস করতনা। মূসা (আঃ) যখন বললেন ঃ 'আমিই এই পৃথিবীর মালিকের (রবের) রাসূল' তখন ফির'আউন তাঁকে বলল ঃ আমি ছাড়া এই পৃথিবীর অন্য কেহ রাব্ব আছে বলে তুমি যে দাবী করছ সে কে? সালাফগণ এবং পরবর্তী সময়ের ইমামগণ এ আয়াতের এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি হচ্ছে নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ. قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ

ফির'আউন বলল ঃ হে মূসা! কে তোমাদের রাব্ব? মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৯-৫০)

এখানে এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন কোন তর্কশাস্ত্রবিদ এখানে হোঁচট খেয়েছেন। তারা বলেছেন যে, ফির'আউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ তা'আলার মূল বা প্রকৃতি সম্পর্কে। কিন্তু এটা তাঁদের ভুল ধারণা। কেননা মূল সম্পর্কে সে তখনই প্রশ্ন করত যখন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হত। সেতো আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতনা। সে তার ঐ বিশ্বাসকেই প্রকাশ করত এবং প্রত্যেককে এই বিশ্বাস নামের গরল ঢোক পান করাত, যদিও ওর বিপরীত দলীল প্রমাণাদি তার সামনে খুলে গিয়েছিল। তাই সে যখন প্রশ্ন করল যে, রাব্বুল আলামীন কে? তখন মূসা (আঃ) উত্তর দেন যে, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا যিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, সবারই মালিক এবং যিনি সব কিছুর উপরই সক্ষম তিনিই রাব্বুল আলামীন। তিনি একাই পূজনীয়/ইবাদাতের যোগ্য, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। ঊর্ধ্বজগত আকাশ এবং ওর সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু আর নিম্নজগত পৃথিবী এবং ওর সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু সবারই তিনি সৃষ্টিকর্তা। এতদুভয়ের মধ্যস্থিত জিনিস যেমন সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, পশু-পাখি, ফুল-ফল, বাতাস ইত্যাদি সবই তাঁর সামনে নত এবং তাঁর ইবাদাতে লিপ্ত। তিনি বলেন ঃ

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ হে ফির'আউন! তোমার অন্তর যদি বিশ্বাসরূপ সম্পদ হতে শূন্য না হত এবং তোমার চক্ষু যদি উজ্জ্বল হত তাহলে তাঁর এসব গুণাগণ

তাঁর সত্তাকে মানার পক্ষে যথেষ্ট হত। মূসার (আঃ) এ কথাগুলি শুনে ফির'আউন কোন উত্তর দিতে না পেরে কথাগুলিকে হাসি-তামাশা করে উড়িয়ে দেয়ার জন্য তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

أَلَا تَسْتَمِعُونَ দেখ, এ লোকটি আমাকে ছাড়া অন্যকে মা'বূদ বলে বিশ্বাস করছে, এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! মূসা (আঃ) তার এ মনোভাবে হতবুদ্ধি হলেননা, বরং তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের আরও দলীল প্রমাণ বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের মালিক, সৃষ্টিকর্তা ও রাব্ব। তিনি ফির'আউনের লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি ফির'আউনকে রাব্ব বলে স্বীকার করে নাও তাহলে একটু চিন্তা করে দেখ যে, ফির'আউনের পূর্বে জগতবাসীর রাব্ব কে ছিল? তার অস্তিত্বের পূর্বেও আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব ছিল, তাহলে এগুলির স্রষ্টা কে ছিল? সুতরাং আল্লাহই আমার রাব্ব, তিনিই সারা জগতের রাব্ব। আমি তাঁরই প্রেরিত রাসূল। ফির'আউন মূসার (আঃ) কথাগুলির কোন সদুত্তর খুঁজে পেলনা। তাই সে উত্তর খুঁজে না পেয়ে তার লোকদেরকে বলল ঃ

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের এ রাসূলটি নিশ্চয়ই পাগল। তা না হলে আমাকে ছাড়া অন্যকে কেন সে রাব্ব বলে স্বীকার করবে? মূসা (আঃ) এর পরেও তাঁর দলীল বর্ণনার কাজ চালিয়ে গেলেন। তার বাজে কথায় কর্ণপাত না করে তিনি বললেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুরই রাব্ব। হে ফির'আউনের লোকেরা! ফির'আউন যদি তার নিজকে আল্লাহ দাবী করার ব্যাপারে সত্যবাদী হয় তাহলে এর বিপরীত দেখিয়ে দিক। আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে নক্ষত্রগুলি উদিত করেন, আর পশ্চিমে তারকারাজি অস্তমিত হয়। ফির'আউন এগুলির রাব্ব হলে সে এর বিপরীত করে দেখিয়ে দিক। আল্লাহর খলীল ইবরাহীমও (আঃ) এ কথাই তাঁর সময়ের বাদশাহকে তর্কে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ۘ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ

তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে ইবরাহীমের সাথে তার রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। ইবরাহীম বলেছিল ঃ আমার রাব্ব তিনিই যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। সে বলেছিল ঃ আমিই জীবন ও মৃত্যু দান করি। ইবরাহীম বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন করেন, কিন্তু তুমি ওকে পশ্চিম দিক হতে আনয়ন কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৮) অনুরূপভাবে মূসার (আঃ) মুখে ক্রমান্বয়ে এরূপ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল শুনে ফির'আউনের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। কিন্তু সে বুঝতে পারে যে, তার মত একটি লোক যদি মূসাকে (আঃ) না মানে তাহলে কি আসে যায়? এসব স্পষ্ট দলীল প্রমাণতো তার লোকদের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে যাবে। এ জন্যই সে তার শক্তি ও ক্ষমতার আশ্রয় নিল এবং মনে করল যে, ওভাবেই সে মূসাকে (আঃ) পরাস্ত করতে সক্ষম হবে, যে বর্ণনা সামনে আসছে।

২৯। ফির'আউন বলল ঃ তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।	٢٩. قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ
৩০। মূসা বলল ঃ আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও?	٣٠. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ
৩১। ফির'আউন বলল ঃ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে তা উপস্থিত কর।	٣١. قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

৩২। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সুস্পষ্ট অজগর হল।	٣٢. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
৩৩। আর মূসা হাত বের করল, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।	٣٣. وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ
৩৪। ফির'আউন তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।	٣٤. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌ
৩৫। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার যাদুবলে বহিস্কার করতে চায়! এখন তোমরা কি করতে বল?	٣٥. يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
৩৬। তারা বলল ঃ তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও -	٣٦. قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ
৩৭। যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।	٣٧. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ

সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর ফির'আউন শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় নিল

ফির'আউন যখন বিতর্কে হেরে গেল, দলীল ও বর্ণনায় বিজয়ী হতে পারলনা, তখন সে ক্ষমতার দাপট প্রকাশ করতে লাগল এবং গায়ের জোরে সত্যকে দাবিয়ে রাখার ইচ্ছা করল। সে বলল ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ হে মূসা! আমাকে ছাড়া অন্যকে যদি তুমি মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে জেলখানায় আমি তোমাকে বন্দী করব এবং সেখানেই তোমার জীবন শেষ করব। তখন মূসা (আঃ) তাকে বললেন ঃ

أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনলেও কি তুমি বিশ্বাস করবেনা? ফির'আউন উত্তরে বলল ঃ

فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো।

মূসা (আঃ) তখন তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। মাটিতে পড়া মাত্রই লাঠিটি এক বিরাটা অজগর হয়ে গেল। অতঃপর মূসা (আঃ) তাঁর হাতটি বের করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। কিন্তু ফির'আউনের ভাগ্যে ঈমান ছিলনা বলে এমন উজ্জ্বল নিদর্শন দেখার পরেও হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যপনা পরিত্যাগ করলনা। সে তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ

إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ এ লোকটিতো এক সুদক্ষ যাদুকর। يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ এ তোমাদেরকে তার যাদুবলে তোমাদের দেশ হতে বের করে দিতে চায়। এখন তোমরা আমাকে উপদেশ দাও যে, কি করা উচিত।

قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ *তারা বলল ঃ তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।* অর্থাৎ তোমরা তাকে এবং তার ভাইকে কিছু দিনের জন্য অপেক্ষায় রাখ,

আর অন্য দিকে রাজ্যের প্রতিটি আনাচে-কানাচে লোক পাঠিয়ে দাও যারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ যাদুকরদের হাযির করবে যাতে মূসার (আঃ) চেয়েও উন্নত যাদু প্রদর্শন করার মাধ্যমে তাকে পরাজিত করে আমরা জয়ী হতে পারি। সুতরাং ফির'আউন তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করল এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কৌশলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকদেরকে যাদু দেখার জন্য মাইদানে উপস্থিত হতে বলা হল। আল্লাহ চাইলেন যে, সমবেত জনতা ঐ দিন আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করবে।

৩৮। অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল।	٣٨. فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ
৩৯। আর লোকদেরকে বলা হল ঃ তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি?	٣٩. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلۡ أَنتُم مُّجۡتَمِعُونَ
৪০। যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।	٤٠. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِينَ
৪১। অতঃপর যাদুকরেরা এসে ফির'আউনকে বলল ঃ আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?	٤١. فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرۡعَوۡنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا إِن كُنَّا نَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبِينَ
৪২। ফির'আউন বলল ঃ হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার নিকটজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٤٢. قَالَ نَعَمۡ وَإِنَّكُمۡ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ

৪৩। মূসা তাদেরকে বলল ঃ তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।	٤٣. قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ
৪৪। অতঃপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল ঃ ফির'আউনের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।	٤٤. فَأَلۡقَوۡاْ حِبَالَهُمۡ وَعِصِيَّهُمۡ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرۡعَوۡنَ إِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبُونَ
৪৫। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা ওটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।	٤٥. فَأَلۡقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ
৪৬। তখন যাদুকরেরা সাজদাহবনত হয়ে পড়ল।	٤٦. فَأُلۡقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ
৪৭। তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের রবের প্রতি -	٤٧. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
৪৮। যিনি মূসা ও হারুনেরও রাব্ব।	٤٨. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

মূসা (আঃ) এবং যাদুকরেরা মুখোমুখি হল

মূসা (আঃ) ও ফির'আউনের মধ্যে যে মৌখিক তর্ক-বিতর্ক চলছিল তা শেষ হল এবং এখন কার্যের বিতর্ক শুরু হল। এই বিতর্কের আলোচনা সূরা আ'রাফ, সূরা তা-হা এবং এই সূরায় রয়েছে। কিবতীদের ইচ্ছা ছিল আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করা, আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল নূরকে ছড়িয়ে দেয়া, যদিও কাফিরেরা তা পছন্দ করেনা। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা বিজয় লাভ করল। যেখানেই ঈমান ও কুফরীর মধ্যে মুকাবিলা হয়েছে সেখানেই ঈমান কুফরীর উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৮) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ

আর বল ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮১) এখানেও এটাই হয়েছিল। প্রতিটি শহরে লোক পাঠিয়ে বড় বড় খ্যাতনামা যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। তাদের সঠিক সংখ্যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তাদের একজন বলেছিল ঃ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ যাদুকরদের বিজয় লাভের পর আমরা তাদেরই অনুসারী হয়ে যাব। অথচ এ কথা কারও মুখ দিয়ে বের হলনা ঃ 'হক যে দিকে হবে, তা যাদুকর কিংবা মূসা (আঃ) যে'ই হোক, আমরাও সেই দিকের হয়ে যাব।' তারা সবাই ছিল তাদের বাদশাহর ধর্মের অনুসারী। যথাস্থানে ফির'আউন আমীর-ওমরাহকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে গমন করল। সাথে সৈন্য-সামন্তও ছিল। যাদুকরদেরকে সে তার সামনে ডাকিয়ে নিল। যাদুকেররা ফির'আউনকে বলল ঃ

أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? জবাবে ফির'আউন বলল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু পুরস্কার নয়, বরং তোমরা আমার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা তখন আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে মাইদানের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে তারা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ

يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟

হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৫-৬৬) অতঃপর যাদুকরেরা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল ঃ

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ফির'আউনের ইয্যাতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো। যেমন সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা যখন কোন কাজ করে তখন বলে ঃ এটা অমুকের সৎ আমলের কারণে হয়েছে। সূরা আ'রাফে রয়েছে ঃ

سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

যখন যাদুকরেরা নিক্ষেপ করল তখন লোকের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করল, তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১১৬) সূরা তা-হায় আছে ঃ

وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

যাদুকরেরা যা'ই করুক কখনও সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৯)

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ মূসার (আঃ) হাতে যে লাঠিটি ছিল তা তিনি মাইদানে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে ওটা বিরাট অজগর হয়ে যায় এবং মাইদানে যাদুকরদের যতগুলো নযরবন্দীর জিনিস ছিল সবগুলোকেই খেয়ে ফেলে।

فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ. فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ. وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ. قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হল, আর তারা যা কিছু করেছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হল। আর ফির'আউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার মাইদানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল। যাদুকরেরা তখন সাজদাহবনত হল। তারা বলল ঃ আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা ও হারূনের রবের প্রতি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১১৮-১২২)

এত বড় পরিবর্তন ফির'আউন স্বচক্ষে দেখতে পেল যে, যে যাদুকরদের মাধ্যমে সে মূসার (আঃ) উপর জয়ী হবে ভেবেছিল তারা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নিল এবং সারা জাহানের মালিক আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হল। এভাবে ফির'আউন সবার সামনে পরাজিত ও অপমানিত হল যা এর পূর্বে আর কখনও ঘটেনি। কিন্তু ঐ অভিশপ্তের ভাগ্যে ঈমান লিখিত ছিলনা বলে তখনও তার চোখ খুললনা, বরং সে মহামহিমান্বিত আল্লাহর আরও বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। আল্লাহ, তাঁর মালাইকা এবং সমস্ত মানব জাতির অভিশাপ তার উপর

বর্ষিত হোক। স্বীয় ক্ষমতা বলে সে সত্যকে দূর করে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। সে যাদুকরদেরকে বলল ঃ

إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ

সেতো দেখছি তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭১)

إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِى ٱلْمَدِينَةِ

নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৩)

৪৯। ফির'আউন বলল ঃ আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? এইতো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে; আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই।	٤٩. قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
৫০। তারা বলল ঃ কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।	٥٠. قَالُوا۟ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ
৫১। আমরা আশা করি যে, আমাদের রাব্ব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী।	٥١. إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَٰيَٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ফির'আউন এবং যাদুকরদের মধ্যে বাদানুবাদ

তাদের প্রতি ফির'আউনের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ফল উল্টা হল। আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরও বেড়ে গেল। তাদের অন্তর যে কুফরীর আবরণে আচ্ছাদিত ছিল তা দূর হল এবং ঈমানের নূরে তা পরিপূর্ণ হল। তারা এমন জ্ঞানের অধিকারী হল যা তাদের নেতা ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের অন্তর স্পর্শ করলনা। তারা বুঝতে পারল যে, মূসা (আঃ) যা করে দেখালেন তা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ওটা ছিল ঐ সত্যের নিদর্শন যা তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। অতঃপর ফির'আউন তাদেরকে বলল ঃ

آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ তোমাদের উচিত ছিল আগে আমার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া, আমি অনুমতি দিলে তোমরা তা করতে পার, আর অনুমতি না দিলে তোমরা তা করতে পারনা। কারণ আমি তোমাদের শাসক এবং আমাকে তোমাদের মেনে চলতেই হবে। তাই একটি কথা বানিয়ে নিয়ে বলল ঃ

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ *এইতো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে।* অর্থাৎ ঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা সবাই মূসার (আঃ) শিষ্য এবং সে তোমাদের গুরু। সে'ই তোমাদের সবাইকে যাদু শিখিয়েছে। এটা ছিল ফির'আউনের সম্পূর্ণরূপে বে-ঈমানী ও প্রতারণামূলক কথা। ইতোপূর্বে যাদুকরেরা না মূসাকে (আঃ) দেখেছিল, না মূসা (আঃ) যাদুকরদেরকে চিনতেন। আল্লাহর নাবী নিজেইতো যাদু জানতেননা, সুতরাং অপরকে তিনি তা শিখাবেন কি করে? ফির'আউন যাদুকরদের ধমকাতে শুরু করল এবং নিজের অত্যাচারমূলক নীতিতে নেমে এলো। সে যাদুকরদেরকে বলল ঃ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব। অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করে ছাড়ব। যাদুকরদের সবাই সমস্বরে জবাব দিল ঃ

لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ এতে কোন ক্ষতি নেই। তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পার। এটাকে আমরা মোটেই পরোয়া করিনা। আমাদেরকেতো আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতেই হবে। আমরা তাঁরই নিকট আমাদের

কাজের প্রতিদান চাই। তুমি আমাদেরকে যত কষ্ট দিবে ততই আমরা তাঁর নিকট থেকে সাওয়াব লাভ করব। সত্যের উপর বিপদ-আপদ সহ্য করাতো সাধারণ ব্যাপার, যাকে আমরা মোটেই ভয় করিনা। إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا আমাদের এখন কামনা এটাই যে, আমাদের রাব্ব আমাদের পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ *কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী*। অর্থাৎ মিসরবাসীদের মধ্যে আমরাই হলাম প্রথম মুসলিম। যাদুকরদের এ উত্তর শুনে ফির'আউন আরও চটে গেল এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলল।

৫২। আমি মূসার প্রতি অহী করেছিলাম এই মর্মে ঃ আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বহির্গত হও; তোমাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	٥٢. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ
৫৩। অতঃপর ফির'আউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল –	٥٣. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ
৫৪। এই বলে ঃ এরাতো ক্ষুদ্র একটি দল।	٥٤. إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
৫৫। তারাতো আমাদের ক্রোধের সৃষ্টি করেছে।	٥٥. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ
৫৬। এবং আমরাতো সদা সতর্ক একটি দল।	٥٦. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ
৫৭। পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠিকে বহিস্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবন হতে।	٥٧. فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ

৫৮। এবং ধন ভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে।	٥٨. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
৫৯। এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী।	٥٩. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ

বানী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ

মূসা (আঃ) তাঁর নাবুওয়াতের দীর্ঘ বছর ফির'আউন ও তার লোকদের মধ্যে কাটিয়ে দেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী ও দলীল প্রমাণাদি তাদের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু তবুও তাদের মাথা নীচু হলনা, অহংকার কমলনা এবং দেমাগীর মধ্যে কোনই পার্থক্য দেখা দিলনা। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছে গেল যে, তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ার ব্যাপারে আর কিছুই বাকী থাকলনা। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) উপর অহী করলেন ঃ

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ আমার নির্দেশ মোতাবেক তুমি বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতারাতি মিসর হতে বেরিয়ে পড়। এই সময় বানী ইসরাঈল কিবতীদের নিকট হতে বহু অলংকার ধার স্বরূপ গ্রহণ করে এবং চাঁদ ওঠার সময় তারা চুপচাপ মিসর হতে প্রস্থান করে। কেহ কেহ বলেন যে, তখন আকাশে চাঁদ উদিত হচ্ছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ঐ রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৩৫৪) আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। মূসা (আঃ) পথে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ ইউসুফের (আঃ) কাবর কোথায় আছে? বানী ইসরাঈলের একজন বৃদ্ধা তাঁর কাবরটি দেখিয়ে দেয়। মূসা (আঃ) ইউসুফের (আঃ) তাবূতটি (শবাধারটি) সাথে নেন। কথিত আছে যে, অন্যান্য জিনিসের সাথে তাবূতটি তিনি নিজেই বহন করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ইউসুফের (আঃ) অসিয়াত ছিল যে, বানী ইসরাঈল যদি মিসর ত্যাগ করে তাহলে যেন তাঁর তাবূতটি তাদের সাথে নিয়ে যায়। (তাবারী ১৯/৩৫৪)

বানী ইসরাঈলের লোকগুলিতো তাদের পথে চলতে থাকল। আর ওদিকে ফির'আউন ও তার লোকেরা সকালে দেখল যে, ইসরাঈলী শিবিরে কেহই নেই। সুতরাং ফির'আউন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্য জমা করতে লাগল। সকলকে একত্রিত করে সে তাদেরকে বলল ঃ

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ বানী ইসরাঈলতো একটি ক্ষুদ্র দল। তারা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। সদা-সর্বদা তারা আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট দিতে রয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে। حَاذِرُوْنَ এর কিরা'আতে এই অর্থ হবে। পূর্বযুগীয় বিজ্ঞজনদের একটি দল حَذِرُوْنَ পড়েছেন। তখন অর্থ হবে ঃ আমরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রয়েছি এবং ইচ্ছা করছি যে, তাদেরকে তাদের ঔদ্ধত্যপনার স্বাদ গ্রহণ করাব। তাদের সকলকে এক সাথে ঘিরে ফেলে কচুকাটা করব। আল্লাহর কি মহিমা যে, এটা তাদের উপরই ফিরে এলো। ফির'আউন ও তার কাওম লোক-লস্করসহ একই সময়ে ধ্বংস হয়ে গেল। (তার উপর ও তার অনুসারীদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম। অর্থাৎ আল্লাহর রাহমাত থেকে তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের আগুনে তাদের বাসস্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যদিও তারা পৃথিবীতে রেখে গেছে বিশাল অট্টালিকা, রাজ প্রাসাদ, ধন-সম্পদ, সম্মান-প্রতিপত্তি, লোক-লস্কর এবং অনেক ক্ষমতা। এখানে বলা হয়েছে ঃ

كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ *এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী।* অনুরূপভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭)

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫)

৬০। তারা সূর্যোদয় কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল।	٦٠. فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ
৬১। অতঃপর যখন দু' দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি!	٦١. فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ
৬২। মূসা বলল ঃ কিছুতেই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রাব্ব; সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন।	٦٢. قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ
৬৩। অতঃপর আমি মূসার প্রতি অহী করলাম ঃ তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।	٦٣. فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ
৬৪। আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে।	٦٤. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْءَاخَرِينَ
৬৫। এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে।	٦٥. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ
৬৬। অতঃপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।	٦٦. ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْءَاخَرِينَ
৬৭। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের	٦٧. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ

অধিকাংশই মু'মিন নয়।	أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
৬৮। এবং তোমার রাব্ব - তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٦٨. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

বানী ইসরাঈলীদেরকে ফির'আউনের পিছু ধাওয়া এবং সৈন্যবাহিনীসহ ফির'আউনের পানিতে ডুবে মরা

ফির'আউন তার সমস্ত লোক-লস্কর, সমস্ত প্রজা এবং মিসরের ভিতরের ও বাইরের লোক, নিজস্ব লোক ও নিজের কাওমের লোকদেরকে নিয়ে বড়ই আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে আটক করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল।

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ সূর্যোদয়ের সময় ফির'আউন তার দলবলসহ বানী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছে যায়। কাফিরেরা মু'মিনদেরকে এবং মু'মিনরা কাফিরদেরকে দেখতে পায়। হঠাৎ মূসার (আঃ) সঙ্গীদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ হে মূসা! বলুন, এখন উপায় কি? আমরাতো ধরা পড়ে যাব। সামনে রয়েছে লোহিত সাগর এবং পিছনে রয়েছে ফির'আউনের অসংখ্য সৈন্য। অতএব আমাদের এখন উভয় সংকট! মূসা (আঃ) অত্যন্ত শান্ত মনে জবাব দিলেন ঃ

كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমাদের উপর কোন বিপদ আসতে পারেনা। আমি নিজের ইচ্ছায় তোমাদেরকে নিয়ে বের হইনি, বরং আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে বের হয়েছি। তিনি কখনও ওয়াদা খেলাফ করেননা। তাদের অগ্রভাগে ছিলেন হারূন (আঃ)! তাঁর সাথেই ইউশা ইব্‌ন নূন ছিলেন এবং ফির'আউনের বংশের কোন একজন মু'মিন লোক ছিল। আর মূসা (আঃ) তাঁর দলবলের শেষাংশে ছিলেন। ভয় ও পথ না পাওয়ার কারণে বানী ইসরাঈলের সবাই হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়ায়। ইউশা ইব্‌ন নূন অথবা ফির'আউন পরিবারের মু'মিন ব্যক্তি উদ্বেগের সাথে মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ এই পথে চলারই কি আল্লাহর নির্দেশ ছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ।

ইতোমধ্যে ফির'আউনের সেনাবাহিনী তাদের একেবারে কাছেই এসে পড়ে। তৎক্ষণাৎ মূসার (আঃ) নিকট আল্লাহর অহী আসে ঃ

أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ হে মূসা! তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, তারপর আমার ক্ষমতার নিদর্শন দেখে নাও। মূসা (আঃ) তখন সমুদ্রে তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন।

فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ *ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।* অনেক উঁচু পাহাড় পানির দুই দিকে প্রাচীরের সৃষ্টি করেছিল। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৯/৩৫৮) 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হচ্ছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে তৈরী পথসমূহ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সমুদ্র ১২ ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, ঐ ১২টি পথ দিয়ে বানী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র পার হয়ে যায়। (দুররুল মানসুর ৬/২৯৯) সুদ্দী (রহঃ) আরও যোগ করেন ঃ এর মাঝে মাঝে জানালাও ছিল যার মাধ্যমে তারা একে অপরকে দেখতে পেত এবং সমুদ্রের পানিকে শক্ত দেয়ালের মত স্থির করে রাখা হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৩৫৭) আল্লাহ তা'আলা ওতে বাতাস প্রেরণ করেন যা সমুদ্রের তলদেশকে শুকিয়ে যমীনের মত শক্ত করে দিয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭৭) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ *আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ফির'আউন এবং তার সেনাবাহিনীকে সমুদ্রের কাছে একত্রিত করলেন। (তাবারী ১৯/৩৫৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ আমি মূসা এবং তার সাথে বানী ইসরাঈলকে ফির'আউনের হাত থেকে রক্ষা করেছি যারা মূসার সাথে তার ধর্মে দীক্ষিত ছিল। কিন্তু ফির'আউন এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের

সবাইকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছি এবং তাদের কেহকেই ছাড় দেইনি। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً আমি তোমাদেরকে যে ঘটনার কথা বর্ণনা করলাম তার উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, তারা যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর হিকমাত এবং ক্ষমতা অসীম, তা কখনও নিরুপণ করা সম্ভব নয়।

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ এর বিশদ বর্ণনা আমরা এ সূরার ৯ নং আয়াতে আলোচনা করেছি। তাই এর পুর্নবর্ণনা করা হলনা।

৬৯। তাদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।	٦٩. وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ
৭০। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কিসের ইবাদাত কর?	٧٠. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ
৭১। তারা বলল ঃ আমরা মূর্তি পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় রত থাকব।	٧١. قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ
৭২। সে বলল ঃ তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে?	٧٢. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ
৭৩। অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?	٧٣. أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ
৭৪। তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ-	٧٤. قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا

পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি।	كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
৭৫। সে বলল ঃ তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ -	٧٥. قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
৭৬। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা?	٧٦. أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ
৭৭। তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের রাব্ব ব্যতীত।	٧٧. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) শির্কের বিরুদ্ধে দাওয়াত

এখানে ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর উম্মাতের কাছে ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেন, যাতে তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, তাঁর ইবাদাত এবং শির্ক ও মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্টিতে তাঁর অনুসরণ করে। ইবরাহীম (আঃ) প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর একাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ তাওহীদের উপর কায়েম থাকেন।

তিনি তাঁর পিতাকে এবং কাওমকে বলেন ঃ مَا تَعْبُدُونَ তোমরা এসব কিসের ইবাদাত কর? তারা উত্তরে বলে ঃ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ আমরাতো প্রাচীন যুগ থেকেই মূর্তি-পূজা করে আসছি। ইবরাহীম (আঃ) তাদের ভুল নীতি তাদের কাছে তুলে ধরে বলেন ঃ

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ তোমরাতো তাদের কাছে প্রার্থনা করে থাক এবং দূর থেকে ও নিকট থেকে তাদেরকে ডেকে থাক, তারা তোমাদের ডাক

শোনে কি? যখন তোমরা উপকার লাভের আশায় তাদেরকে ডাক তখন তারা তোমাদেরকে কোন উপকার করতে পারে কি? কিংবা যদি তোমরা তাদের ইবাদাত ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে কি?

কাওমের পক্ষ থেকে তিনি যে উত্তর পেলেন তাতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের ঐ মা'বূদগুলো এসব কাজের কোনটাই করতে সক্ষম নয়। তথাপিও তারা শুধু তাদের বড়দের অনুকরণ করছে মাত্র। তাদের এ জবাবে ইবরাহীম (আঃ) পরিষ্কারভাবে তাদেরকে বলে দিলেন ঃ

أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা এবং তোমরা যাদের পূজা করছ তারা সবাই আমার শত্রু। আমি খাঁটি একাত্মবাদী। তোমরা ও তোমাদের মা'বূদরা আমার যে ক্ষতি করার ইচ্ছা কর করে নাও। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে এ কথাই বলেছিলেন ঃ

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের ষড়যন্ত্র মযবূত করে নাও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭১) হুদও (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ - তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬) অনুরূপভাবে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাওমকে বললেন ঃ

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ

তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে তোমরা শরীক করছ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮১) তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আন। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬-২৮) ওটাকেই অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই তিনি কালেমা বানিয়ে নেন।

৭৮। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।	٧٨. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
৭৯। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।	٧٩. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ
৮০। এবং অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।	٨٠. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

৮১। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।	٨١. وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ
৮২। এবং আশা করি, তিনি কিয়ামাত দিবসে আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।	٨٢. وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ

ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহর দয়ার বর্ণনা

এখানে ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় রবের গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ আমি এসব গুণে গুণান্বিত রবেরই ইবাদাত করি। তিনি ছাড়া আর কারও আমি ইবাদাত করবনা। তাঁর প্রথম গুণ এই যে, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর দ্বিতীয় গুণ এই যে, তিনিই হলেন প্রকৃত পথ প্রদর্শক। তিনি যাকে চান তাঁর পথে পরিচালিত করেন এবং যাকে চান ভুল পথে পরিচালিত করেন।

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ আমার রবের তৃতীয় গুণ এই যে, তিনি হলেন সৃষ্টজীবের আহারদাতা। আসমান ও যমীনের সমস্ত উপকরণ তিনিই প্রস্তুত করেছেন। মেঘ উঠানো, ছড়ানো এবং তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা, তা দ্বারা পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করা এবং এরপর যমীন হতে ফসল উৎপাদন এসব তাঁরই কাজ। তিনিই পিপাসা নিবারণকারী সুপেয় পানি আমাদেরকে দান করেন এবং তাঁর অন্যান্য সৃষ্টজীবকেও দান করে থাকেন। মোট কথা, আহার্য ও পানীয় দানকারী তিনিই।

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ সাথে সাথে আমাদেরকে সুস্থতা দানও তাঁরই কাজ। এখানে ইবরাহীম (আঃ) পূর্ণ ভদ্রতা রক্ষা করেছেন যে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্বন্ধ তিনি নিজের দিকে করেছেন, আর রোগমুক্তির সম্বন্ধ করেছেন আল্লাহ তা'আলার দিকে। অথচ রোগও তাঁরই নির্ধারণকৃত ও তৈরীকৃত। এই সৌন্দর্য ও নমনীয়তা সূরা ফাতিহায়ও রয়েছে।

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৬) ইনআম ও হিদায়াতের সম্বন্ধ রয়েছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার দিকে। আর গযবের ফায়েল বা কর্তাকে লুপ্ত রাখা হয়েছে। সূরা জিন-এ জিনদের উক্তিতেও এটাই পরিলক্ষিত হয়। তারা বলেছে ঃ

وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১০) এখানেও মঙ্গলের নিসবাত বা সম্বন্ধ রবের দিকে করা হয়েছে এবং অমঙ্গলের মধ্যে এই সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়নি। অনুরূপভাবে এই আয়াতেও রয়েছে ঃ

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। ওষুধের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি করা তাঁরই হাতে।

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ জীবন ও মরণের উপরও ক্ষমতাবান তিনিই। প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়বার তিনিই পুনরুত্থিত করবেন।

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ দুনিয়া ও আখিরাতের পাপরাশি মার্জনা করার ক্ষমতা তাঁরই। তিনি যা চান তাই করেন। ক্ষমাশীল ও দয়ালু তিনিই।

৮৩। হে আমার রাব্ব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিত করুন।	٨٣. رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ
৮৪। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন!	٨٤. وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْءَاخِرِينَ
৮৫। এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের	٨٥. وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ

অন্তর্ভুক্ত করুন!	ٱلنَّعِيمِ
৮৬। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, সেতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।	٨٦. وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ
৮৭। এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেননা পুনরুত্থান দিবসে,	٨٧. وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ
৮৮। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা।	٨٨. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
৮৯। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।	٨٩. إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

ইবরাহীমের (আঃ) নিজের এবং পিতার জন্য দু'আ করা

এটা হল ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা যে, তাঁর রাব্ব যেন তাঁকে حُكْمًا (হুক্ম) দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা (হুক্ম) হল ইলম বা জ্ঞান। (বাগাবী ৩/৩৯০)

وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন যে, তিনি যেন তাঁকে এগুলি দান করে দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ লোকদের সাথে মিলিত করেন। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ সময়ে বলেছিলেন اَللَّهُمَّ فِىْ الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى হে আল্লাহ! উচ্চ ও মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন। এ কথা তিনি তিন বার বলেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৭/৭০৩) এরপর তিনি আরও দু'আ করেন ঃ

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ আমাকে আমার পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন। লোকেরা যেন আমার পরে আমাকে স্মরণ করে এবং কাজে কর্মে আমার অনুসরণ করে। এটি নিম্নের আয়াতের অনুরূপ ঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ. سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ. كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১০৮-১১০) তিনি আরও দু'আ করেন ঃ

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ হে আমার রাব্ব! আখিরাতে আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তিনি আরও প্রার্থনা করেন ঃ

وَاغْفِرْ لِأَبِي হে আল্লাহ! আমার পথভ্রষ্ট পিতাকেও আপনি ক্ষমা করে দিন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ

হে আমার রাব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৮) পিতার জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা করা তাঁর একটি ওয়াদার কারণে ছিল।

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) কিন্তু যখন তাঁর কাছে এটা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তাঁর পিতা ছিল আল্লাহর শত্রু এবং সে কুফরীর উপরই মৃত্যু বরণ করেছে তখন তার প্রতি তাঁর মহব্বত দূর হয়ে যায় এবং এরপর তিনি তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাও ছেড়ে দেন। ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন বড়ই পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী এবং খুবই সহনশীল। তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ

وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ

যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪) এরপর ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনায় বলেন ঃ

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ হে আল্লাহ! আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করবেননা। অর্থাৎ যে দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মাখলূককে জীবিত করে একই মাইদানে দাঁড় করানো হবে সেই দিন যেন তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা না হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন ইবরাহীমের (আঃ) তাঁর পিতার সাথে

সাক্ষাৎ হবে। তিনি দেখবেন যে, তাঁর পিতার চেহারা লাঞ্ছনায় ও ধূলো-বালিতে আচ্ছন্ন রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫৭)

অন্য রিওয়ায়াতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) পিতার সাথে তাঁর দেখা হবে। ঐ সময় তিনি বলবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেননা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ জেনে রেখ যে, কাফিরদের জন্য জান্নাত সম্পূর্ণরূপে হারাম। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাত হবে। তখন মুখমণ্ডলে কালিমা ও ধূলাবালি মাখানো অবস্থায় আযরকে দেখা যাবে। পিতাকে ঐ অবস্থায় দেখে ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে বলেছিলাম না যে, তুমি আমার নাফরমানী করনা? পিতা উত্তরে বলবে ঃ আচ্ছা, আজ আর নাফরমানী করবনা। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করবেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এই দিন আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেননা। কিন্তু আজ এর চেয়ে বড় অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা আপনার রাহমাত হতে দূরে রয়েছে। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমিতো কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ হে ইবরাহীম! দেখ তো, তোমার পায়ের নীচে কি? তখন তিনি দেখবেন যে, এক কুৎসিত বেজি মল-মূত্র মাখা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫, নাসাঈ ৬/৪২২) প্রকৃতপক্ষে ওটাই হবে তাঁর পিতা যার ঐরূপ আকৃতি করে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়া হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। ঐ দিন মানুষ যদি তার ক্ষতিপূরণ ধন-সম্পদ দ্বারা আদায় করতে চায়, এমনকি যদি দুনিয়া ভর্তি সোনাও প্রদান করে তবুও তা নিষ্ফল হবে। ঐ দিন উপকার দানকারী হবে ঈমান, আন্তরিকতা এবং শির্ক ও মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্টি।

إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ যাদের অন্তর পরিষ্কার হবে, অর্থাৎ অন্তর শির্ক ও কুফরীর ময়লা আবর্জনা হতে পবিত্র থাকবে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে

সত্য জানবে, কিয়ামাতকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করবে, পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখবে, আল্লাহর একাত্মবাদকে স্বীকার করবে তারাই হবে লাভবান। (তাবারী ১৯/৩৬৬) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন ঃ নির্মল হৃদয় হল সেই হৃদয় যা পরিশুদ্ধ। (বাগাবী ৩/৩৯০) ইহা হল মু'মিন ব্যক্তির হৃদয়। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০) আবূ উসমান নিশাপুরী (রহঃ) বলেন ঃ নির্মল হৃদয় হল ওটি যা বিদ'আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সুন্নাতের পুংখানুপুংখ অনুসারী।

৯০। মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।	٩٠. وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
৯১। আর পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।	٩١. وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
৯২। তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে -	٩٢. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
৯৩। আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?	٩٣. مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ
৯৪। অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।	٩٤. فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ
৯৫। এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকেও।	٩٥. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ

৯৬। তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে -	٩٦. قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
৯৭। আল্লাহর শপথ! আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম -	٩٧. تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
৯৮। যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের রবের সমকক্ষ মনে করতাম।	٩٨. إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
৯৯। আমাদেরকে দুস্কৃতকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।	٩٩. وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ
১০০। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।	١٠٠. فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ
১০১। কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই।	١٠١. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
১০২। হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!	١٠٢. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১০৩। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মু'মিন নয়।	١٠٣. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১০৪। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٠٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

তাকওয়া অবলম্বনকারী বনাম কিয়ামাত দিবসে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাদের বাদানুবাদ ও বিপথে যাওয়ার জন্য অনুশোচনা

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ *মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।* যারা সৎ কাজ করেছিল, অসৎ কাজ হতে বিরত থেকেছিল, যারা পৃথিবীর সব আরাম আয়েশ ত্যাগ করে জান্নাত প্রাপ্তির আশায় মেহনত করেছিল। ঐ দিন জান্নাত তাদের কাছে সৌন্দর্যমণ্ডিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ পক্ষান্তরে জাহান্নাম এরূপভাবেই অসৎ লোকদের সামনে প্রকাশিত হবে। ওর মধ্য হতে একটি গ্রীবা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, যে পাপীদের দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাবে এবং এমনভাবে চীৎকার শুরু করবে যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। মুশরিকদেরকে অত্যন্ত ধমকের সুরে বলা হবে ঃ

أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ

তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব বাতিল মা'বূদের পূজা করতে তারা আজ কোথায়? তারা আজ তোমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা। অথবা তারা নিজেরাই নিজেদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা। বরং তোমরা ও তারা সবাইকে আজ জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন করা হবে। নিশ্চয়ই আজ তোমরা ওতে প্রবেশ করবে।

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ অনুসারী ও অনুসৃত সকলকে সেদিন অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদেরকে ওতে (জাহান্নামে) সজোরে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৯/৩৬৭) অন্যান্যরা বলেন ঃ অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে এবং তাদের নেতাদেরকে একজনের উপর অপরজনকে নিক্ষেপ করা হবে, যারা শির্ক করেছে।

সেখানে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দুর্বল লোকেরা দাম্ভিক লোকদের সাথে ঝগড়া করবে ও বলবে ঃ আমরা সারা জীবন তোমাদের কথামত চলেছি। সুতরাং আজ তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করছ না কেন? তখন তারা বুঝতে পারবে যে, তারা সঠিক পথ গ্রহণ করেনি। তাই তারা বলবে ঃ

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ সত্য কথা এই যে, আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। তোমাদের নির্দেশাবলীকে আমরা আল্লাহর নির্দেশাবলী মনে করে নিয়েছিলাম। বিশ্ব-রবের সাথে আমরা তোমাদেরও ইবাদাত করেছিলাম। আমরা তোমাদেরকে আমাদের রবের সমান মনে করেছিলাম।

وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পাপীরা আমাদেরকে ঐ ভুল ও বিপজ্জনক পথে পরিচালিত করেছিল। এখন আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নেই। তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ

فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ

এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৩) অতঃপর তারা বলবে ঃ

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ. وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ এখানে আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে এমন কেহকে দেখছিনা এবং কোন সত্যিকারের বন্ধুও পরিলক্ষিত হচ্ছে না যে, সে আমাদের এই দুঃখের সময় সাহায্য করবে। তারা আরও বলবে ঃ

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!* তারা চাইবে তাদেরকে একটি বারের জন্য আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হোক। তাহলে তারা তাদের রবের অত্যন্ত বাধ্য হবে এবং তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ পালন করবে। কিন্তু আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, তাদেরকে যদি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এর পূর্বে যেমন নিষিদ্ধ কাজ করত তদ্রূপই তারা পূর্বের কাজেই লিপ্ত হবে। কারণ তারা হল চরম মিথ্যাবাদী। সূরা ص এও আল্লাহ তা'আলা এই জাহান্নামীদের বিতর্কের কথা বর্ণনা করে বলেন ঃ

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ

এটা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ প্রতিবাদ। (সূরা সা'দ, ৩৮ ঃ ৬৪)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ *এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মু'মিন নয়।* ইবরাহীম (আঃ) নিজের কাওমের কাছে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং তাদের সামনে যেসব দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন ও তাদেরকে তাওহীদের ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন তাতে নিশ্চিতরূপে আল্লাহর আল্লাহ হওয়া এবং তাঁর একাত্মবাদের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তবুও অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা। স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার রাব্ব মহাপরাক্রমশালী এবং সাথে সাথে তিনি পরম দয়ালুও বটে।

১০৫। নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।	١٠٥. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ
১০৬। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٠٦. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১০৭। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٠٧. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১০৮। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٠٨. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১০৯। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা; আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।	١٠٩. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

১১০। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١١٠. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

নূহের (আঃ) কাওমের প্রতি তাঁর দা'ওয়াত এবং তাদের প্রতিক্রিয়া

ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যখন মূর্তি-পূজা শুরু হয় এবং জনগণ শাইতানী পথে চলতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীদের ধারাবাহিকতা নূহের (আঃ) দ্বারা শুরু করেন। তিনি জনগণকে মূর্তি পূজা করার কারণে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু তবুও তারা তাদের দুষ্কর্ম হতে বিরত হলনা। গাইরুল্লাহর ইবাদাত তারা পরিত্যাগ করলনা। বরং উল্টাভাবে নূহকেই (আঃ) তারা মিথ্যাবাদী বলল, তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং তাঁকে কষ্ট দিতে থাকল। নূহকে (আঃ) অবিশ্বাস করার অর্থ যেন সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করা। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ

নূহের কাওম রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা? আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আর জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাইনা। আমার পুরস্কারতো শুধু জগতসমূহের রবের নিকটই আছে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ সুতরাং তোমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার আনুগত্য করা। আমার সত্যবাদিতা, আমার শুভাকাংখা তোমাদের উপর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সাথে সাথে আমার বিশ্বস্ততাও তোমাদের কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশমান।

১১১। তারা বলল ঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?	١١١. قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

১১২। নূহ বলল ঃ তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার?	١١٢. قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
১১৩। তাদের হিসাব গ্রহণতো আমার রবেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে।	١١٣. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ
১১৪। মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়,	١١٤. وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১১৫। আমিতো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।	١١٥. إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

নূহের (আঃ) কাওমের দাবী এবং উহার প্রতিউত্তর

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ নূহের (আঃ) কাওম তাঁর দাওয়াতের উত্তর দেয় যে, কতকগুলো ইতর শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে, অতএব তাদের সাথে তারা কি করে তাঁর অনুসরণ করতে পারে? তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহর নাবী নূহ (আঃ) বলেন ঃ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ আমার এটা দায়িত্ব নয় যে, আমার আহ্বানে যে সাড়া দিবে সে কি করে বা করেছে সেই সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। আমার দায়িত্ব তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করা। আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ রাখা এবং হিসাব গ্রহণ আল্লাহ তা'আলারই কাজ। তোমাদের এ চাহিদা পূরণ করা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত যে, আমার মাজলিস হতে আমি গরীবদেরকে দূরে সরিয়ে দিই। মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমিতো শুধুমাত্র একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। যে আমাকে মানবে সে'ই আমার লোক। আর যে আমাকে মানবেনা তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। যে আমার দা'ওয়াত কবূল করবে সে আমার এবং আমি তার, সে সাধারণ লোক হোক অথবা ভদ্রই হোক এবং ধনী হোক কিংবা দরিদ্রই হোক।

১১৬। তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	١١٦. قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ
১১৭। নূহ বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে।	١١٧. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ
১১৮। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে এবং আমার সাথে যে সব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করুন।	١١٨. فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১১৯। অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই করা নৌ-যানে।	١١٩. فَأَنجَيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ
১২০। অতঃপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।	١٢٠. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ
১২১। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	١٢١. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১২২। এবং তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, দয়ালু।	١٢٢. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

নূহের (আঃ) কাওমের ভীতি প্রদর্শনের কারণে আল্লাহর কাছে নূহের (আঃ) অভিযোগ এবং কাফিরদের ধ্বংস

দীর্ঘদিন ধরে নূহ (আঃ) তাঁর কাওমের মধ্যে অবস্থান করেন। দিন-রাত তাদেরকে তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু যতই তিনি সৎ কাজের দা'ওয়াত দিতে এগিয়ে চলেন ততই তারা মন্দ কাজে এগিয়ে যায় এবং তাঁর প্রচারে বাধা দান বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা শক্তির দাপট দেখিয়ে বলে ঃ

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ তুমি যদি তোমার দা'ওয়াত দেয়া থেকে বিরত না থাক তাহলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। তিনিও তখন তাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দেন। তিনি বলেন ঃ

رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করুন। যেমন অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ

তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০)

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন এবং মানুষ, জীবজন্তু ও আসবাব-পত্রে ভরপুর নৌকায় আরোহণের নির্দেশ দেন। এরপর আসমান ও যমীন হতে প্লাবন এসে পড়ে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত কাফিরের মূলোৎপাটিত হয়। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মু'মিন নয়। আল্লাহ পরাক্রমশালী, আবার সাথে সাথে তিনি পরম দয়ালুও বটে।

১২৩। 'আদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।	١٢٣. كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ
১২৪। যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি	١٢٤. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ

সাবধান হবেনা?	هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১২৫। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٢٥. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১২৬। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٢٦. فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১২৭। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকট রয়েছে।	١٢٧. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১২৮। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে অনর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ?	١٢٨. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ
১২৯। আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে?	١٢٩. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
১৩০। এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে।	١٣٠. وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
১৩১। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٣١. فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৩২। ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই	١٣٢. وَٱتَّقُوا ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم

সমুদয় জ্ঞান যা তোমরা জান।	بِمَا تَعْلَمُونَ
১৩৩। তোমাদের দিয়েছেন পশু-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি।	١٣٣. أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ
১৩৪। উদ্যান ও প্রস্রবন।	١٣٤. وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ
১৩৫। আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিনের শাস্তির।	١٣٥. إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

'আদ জাতির প্রতি হুদের (আঃ) দা'ওয়াত

এখানে হুদের (আঃ) ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায় 'আদ জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। তারা ছিল আহকাফের অধিবাসী। আহকাফ হল ইয়ামান দেশের হায্‌রা মাউতের পার্শ্ববর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চল। হুদের (আঃ) যুগটি ছিল নূহের (আঃ) পরবর্তী যুগ। সূরা আ'রাফেও তাঁর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ بَصْۜطَةً

তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৯) 'আদ সম্প্রদায়কে বেশ স্বচ্ছলতা প্রদান করা হয়। তারা ছিল সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। জমি-জমা, বাগ-বাগিচা, ফল-মূল, নদী-প্রস্রবণ ইত্যাদির প্রাচুর্য ছিল তাদের। মোট কথা, সুখের সামগ্রী তাদের সবই ছিল। কিন্তু তারা মহান আল্লাহর নি'আমাতরাশির জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে অন্যদের উপাসনা করত। নাবীকে (আঃ) তারা অবিশ্বাস করেছিল। তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর রাসূল হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়ার পর তাঁর আনুগত্য করা এবং আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী

হওয়ার দা'ওয়াত দেন, যেমন নূহ (আঃ) দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। নূহ (আঃ) তাঁর লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ *তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ?* তাফসীরকারকগণ 'رِيعٍ' শব্দের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তবে সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, উহা হল চলাচলের প্রশস্ত জায়গায় উঁচু উঁচু স্মৃতি-স্তম্ভ তৈরী করা যাতে কেহকে কিংবা কোন বিষয়ে স্মরণে আসে। এ জন্যই তিনি বলেছেন ঃ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً অর্থাৎ এ সব স্মৃতি স্তম্ভের তোমাদের কোন প্রয়োজনই ছিলনা। এর দ্বারা লোক দেখানো এবং অপচয় ছাড়া আর কিছুই সাধিত হয়না। তাদের নাবী তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন এ কারণে যে, এতে অযথা সময় ব্যয় করার সাথে সাথে অর্থ এবং অহেতুক শারীরিক শ্রমও ব্যয় হচ্ছে এবং পরিণামে কোন উপকার লাভ হচ্ছেনা, না দুনিয়ায় আর না আখিরাতে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ তোমরা মনে করছ যে, এর দ্বারা তোমরা এবং তোমরা যাদের জন্য এসব নির্মাণ করছ তারা চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু এটা হবার নয়। তোমাদের পূর্বেও যারা এরূপ করেছে তারাও একদিন মানুষের অন্তর থেকে মুছে গেছে। এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের কাছে তোমাদের কর্মের কোনই মূল্য থাকবেনা। কেহই তোমাদের কথা আলোচনা করবেনা। এমন কি তোমাদের পূর্বের লোকদের মত তোমাদেরকেও ঘৃণার চোখে দেখবে।

আল্লাহ তা'আলা 'আদ সম্প্রদায়ের ধন-দৌলত ও ঘর-বাড়ীর বর্ণনা দেয়ার পর তাদের প্রতিপত্তি ও শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন যে, তারা ছিল বড়ই উদ্ধত, অহংকারী ও পাষাণ হৃদয়। আল্লাহর নাবী হুদ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখালেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বললেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ঐ সব নি'আমাতের কথা স্মরণ করালেন যেগুলি মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করেছিলেন। যেমন চতুস্পদ জন্তু, সন্তান-সন্ততি, উদ্যান এবং প্রস্রবণ। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন যে, তিনি তাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুখপ্রদ শান্তির সুখবর দেন এবং জাহান্নাম হতে ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু সবই বিফলে যায়।

১৩৬। তারা বলল ঃ তুমি উপদেশ দাও অথবা না'ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।	١٣٦. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ
১৩৭। এটাতো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।	١٣٧. إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ
১৩৮। আমরা শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই।	١٣٨. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
১৩৯। অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٣٩. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১৪০। এবং তোমার রাব্ব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٤٠. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

হুদের (আঃ) কাওমের সাড়া না দেয়া এবং তাদের ধ্বংসের বর্ণনা

হুদের (আঃ) হৃদয়গ্রাহী আহ্বান এবং উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনযুক্ত ভাষণ তাঁর কাওমের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হলনা। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল ঃ

سَوَاء عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ (হে হুদ)! তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও আর না'ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমরা তোমার কথা মেনে নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করতে পারিনা।

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৩) প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের অবস্থা এটাই। তাদেরকে বুঝানো ও উপদেশ দান বৃথা। সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেছিলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করছে তাদের জন্য উভয়ই সমান; তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা ঈমান আনবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬)

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ *এটাতো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।* خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ এর দ্বিতীয় কিরা'আত خَلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ও রয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন মাসউদের (রাঃ) মতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ হে হুদ! তুমি যে কথা আমাদেরকে বলছ এটাতো পূর্ববর্তীদের কথিত কথা। আলকামাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৯/৩৭৮) যেমন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ

وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫) অন্যত্র বলা রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

কাফিরেরা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা যুল্ম

ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪-৫)

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৪) প্রসিদ্ধ কিরা'আত হিসাবে অর্থ হবে ঃ 'যার উপর আমরা রয়েছি ওটাই আমাদের পূর্বপুরুষদের মাযহাব। আমরাতো তাদের পথেই চলব এবং তাদের রীতি-নীতিরই অনুসরণ করব। আর এর উপরই আমরা মৃত্যু বরণ করব। তুমি যা বলছ তা বাজে কথা। মৃত্যুর পরে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে এটা ঠিক নয়। আমাদের বিচার করা হবেনা এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা।'

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অবিশ্বাস করার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কুরআনের একাধিক জায়গায় তাদের ধ্বংসের বর্ণনা রয়েছে। প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে তাদেরকে মূলোৎপাটিত করা হয় এবং ওর সাথে সাথে ছিল তীব্র হিমবাহ। এরাই ছিল প্রথম 'আদ। এভাবে তাদের শাস্তি প্রদানের জন্য যে ধরণের মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সেই ধরণের ব্যবস্থা করেন। তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক। তাই আল্লাহ সুবহানাহু আরও শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় তাদেরকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি? (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ৬-৭) ইরাম গোত্রের প্রথম আ'দ জাতির ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ

এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫০) ঐ আ'দ জাতি ছিল ইরাম ইব্ন শাম ইব্ন নূহের বংশধর। ذَاتِ الْعِمَادِ তারা সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করত। কেহ কেহ ইরামকে একটি শহর বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়টি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত, যা কা'ব এবং অহাব বর্ণনা করেছেন, যার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَٰدِ

যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ৮) যদি ইরাম দ্বারা শহর উদ্দেশ্য হত তাহলে বলা হত ঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُبْنَ مِثْلُهَا فِىْ الْبِلاَدِ যার মত কোন শহর নির্মাণ করা হয়নি। কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ

আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

আর 'আদ' সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৭) অর্থাৎ তাদেরকে দেখা গেছে মস্তকবিহীন নিথর দেহে। কারণ প্রচন্ড বাতাস তাদের এক একজনকে উপরে তুলে আবার মাথা নিম্নমুখী করে যমীনে নিক্ষেপ করেছে। ফলে তাদের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাদের দেহ এক পাশে পড়ে রয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল যেন কোন খেজুর গাছ ওর শিকড় থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে।

তারা পাহাড়ের চূড়ায় এবং গুহায় তাদের দূর্গ নির্মাণ করেছিল। তারা আশ্রয়ের জন্য অর্ধ্ব-মানুষ সমান গভীর পরিখা খনন করেছিল। কিন্তু এসব কোন কিছুই তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ৪) তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ *অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম।*

১৪১। ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদের অস্বীকার করেছিল।	١٤١. كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৪২। যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٤٢. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১৪৩। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٤٣. إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৪৪। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٤٤. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৪৫। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।	١٤٥. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতি

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল সালিহর (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তাঁকে তাঁর কাওম ছামূদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা ছিল আরাবীয় লোক। তারা হিজর নামক শহরে বাস করত। ওটা ছিল ওয়াদি আল কুরা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল কাওমে হুদের (অর্থাৎ 'আদের) পরে এবং কাওমে ইবরাহীমের পূর্বে। শাম অভিমুখে যাওয়ার

পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এখান দিয়ে গমন করার কথা সূরা আ'রাফের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। ছামূদ সম্প্রদায়কে তাদের নাবী সালিহ (আঃ) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে বলেন ঃ 'আমি তোমাদের নিকট এক বিশ্বস্ত রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য স্বীকার কর।' কিন্তু তারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করল এবং কুফরীর উপরই কায়েম থাকল। তারা সালিহকে (আঃ) অবিশ্বাস করল এবং তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও তারা পরহেযগারী অবলম্বন করলনা। বিশ্বস্ত রাসূলের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা হিদায়াতের পথে এলোনা। অথচ নাবী (আঃ) তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বললেন ঃ আমি এ কাজের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। তারপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর নি'আমাতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যেগুলি আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন।

১৪৬। তোমাদেরকে কি এ জগতে ভোগ বিলাসের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে -	١٤٦. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَٰهُنَآ ءَامِنِينَ
১৪৭। উদ্যানে, প্রস্রবণে -	١٤٧. فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ
১৪৮। ও শস্যক্ষেতে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে?	١٤٨. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ
১৪৯। তোমরাতো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করেছ।	١٤٩. وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَٰرِهِينَ
১৫০। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٥٠. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১৫১। এবং সীমা লংঘনকারীদের আদেশ মান্য করনা -	١٥١. وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ
১৫২। যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করেনা।	١٥٢. ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

ছামূদ জাতিকে পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তারা আল্লাহর বিভিন্ন নি'আমাত ভোগ করেছে

সালিহ (আঃ) স্বীয় কাওমের মধ্যে দা'ওয়াত দিতে রয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাদের জীবিকায় প্রশস্ততা দান করেছেন, যিনি তোমাদের জন্য বাগান, প্রস্রবণ, শস্যক্ষেত, ফল-মূল ইত্যাদি সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ *এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগান।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল পাকা খেজুর এবং ধনাঢ্যতা। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩১) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হল সুবিস্তৃত ফলন্ত খেজুরের বাগান। ইসমাঈল ইব্‌ন আবী খালিদ (রহঃ) আমর ইব্‌ন আবী আমর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, যিনি সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তা পেঁকে যায় এবং নরম হয়। ইহা বর্ণনা করার পর ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন ঃ আবূ সালিহ (রহঃ) হতেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মযবূত দূর্গ, সুউচ্চ ও সুন্দর প্রাসাদে বাস করতে দিয়েছেন। তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। এসব চাকচিক্যময় প্রাসাদ তোমরা তৈরী করছ শুধুমাত্র তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি প্রকাশ করার জন্য, বসবাসের জন্য এগুলির তোমাদের প্রয়োজন নেই।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ সুতরাং এ সকল অহেতুক ব্যয় করার ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার আনুগত্য করা উচিত। তোমাদের উচিত সকাল সন্ধ্যায় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, নি'আমাতদাতা এবং অনুগ্রহকারীর ইবাদাত করা এবং তাঁর হুকুম মেনে চলা ও তাঁর একাত্মবাদ স্বীকার করে নেয়া।

وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ তোমাদের বর্তমান নেতৃবর্গকে মোটেই মেনে চলা উচিত নয়। তারা সীমালংঘন করেছে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন না করে শির্ক, নাফরমানী, পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং অন্যদেরকেও সেদিকে আহ্বান করছে। সত্যের আনুকূল্য করে নিজেদের সংশোধিত করার তারা মোটেই চেষ্টা করছেনা।

১৫৩। তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।	١٥٣. قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ
১৫৪। তুমিতো আমাদের মত একজন মানুষ, অতএব তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।	١٥٤. مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
১৫৫। সালিহ বলল ঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে।	١٥٥. قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ
১৫৬। এবং তোমরা ওর কোন অনিষ্ট সাধন করনা; তাহলে	١٥٦. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ

মহা দিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।	فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৫৭। কিন্তু তারা ওকে বধ করল, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল।	١٥٧. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَـٰدِمِينَ
১৫৮। অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٥٨. فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۖ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১৫৯। তোমার রাব্ব, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٥٩. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ছামূদ জাতির মু'জিযা চাওয়া এবং অবশেষে তাদের নিপাত হওয়া

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ঐ আচরণের কথা বর্ণনা করছেন যা ছামূদ জাতি সালিহর (আঃ) প্রতি করেছিল, যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আহ্বান করেছিলেন। قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ *তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।* মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তিনি যাদুগ্রস্ত হয়েছেন। (তাবারী ১৯/৩৮৪, ৩৮৫) অতঃপর তারা বলে ঃ

مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, তোমার দা'ওয়াতে আমরা কি করে সাড়া দিব? আমাদের কাছে আল্লাহর কোন বার্তা আসেনা, আর শুধু তোমার কাছেই কি অহী আসে, এ কি করে হয়? এটি ঐ আয়াতেরই অনুরূপ যেখানে তারা বলেছিল ঃ

أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৫-২৬) এর সাথে সাথেই তারা বলল ঃ

مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, সুতরাং আমাদের মধ্যে আর কারও উপর অহী না এসে শুধু তোমার উপর অহী আসবে এটা অসম্ভব। এটা তোমার বানানো কথা ছাড়া কিছুই নয়। তুমি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছ এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আচ্ছা, আমরা এখন বলি যে, তুমি যদি সত্যিই নাবী হও তাহলে কোন মু'জিযা দেখাওতো দেখি? ঐ সময় তাদের ছোট-বড় সবাই একত্রিত ছিল এবং একবাক্যে তারা সালিহর (আঃ) কাছে মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল। সালিহ (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি ধরণের মু'জিযা দেখতে চাও? তারা উত্তর দেয় ঃ এই যে আমাদের সামনে বিরাট পাহাড় রয়েছে এটা ফাটিয়ে দিয়ে এর মধ্য হতে দশ মাসের একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের কর। তিনি বললেন ঃ আমি যদি আমার রবের নিকট প্রার্থনা করি এবং তিনি তোমাদের আকাংখিত মু'জিযা আমার হাত দ্বারা দেখিয়ে দেন তাহলে তোমরা আমাকে নাবী বলে স্বীকার করবে তো? তারা তখন তাঁর কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করল যে, যদি তিনি এ মু'জিযা দেখাতে পারেন তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে নাবী বলে স্বীকার করবে। সালিহ (আঃ) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে সালাত আদায় করা শুরু করলেন এবং ঐ মু'জিযার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন। ঐ সময়ই ঐ পাহাড় ফেটে গেল এবং তাদের দাবী অনুযায়ী ওর মধ্য হতে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বেরিয়ে এলো। কিছু লোক তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী মু'মিন হয়ে গেল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কাফিরই রয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ খেয়াল রেখ, একদিন আমার এই উষ্ট্রীর পানি পান করার পালা এবং অপরদিন তোমাদের পানি পান করার পালা থাকল।

وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ সাবধান! তোমরা আমার এ উষ্ট্রীর কোন প্রকার অনিষ্ট করবেনা, তাহলে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হবে। কিছুদিন পর্যন্ত তারা এটা মেনে চললো। উষ্ট্রীটি তাদের মধ্যেই অবস্থান করতে থাকল। ওটা ঘাস-পাতা খেত এবং ওর পানি পানের পালার দিন সবাই ওর দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হত। কিন্তু কিছুকাল পর তাদের ধ্বংসের অনিবার্যতা হেতু দুষ্কার্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাদের এক অভিশপ্ত ব্যক্তি উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করল এবং সমস্ত শহরবাসী তাকে সমর্থন করল।

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ অতঃপর ঐ দুরাচার উষ্ট্রীটির পা কেটে ফেলে ওকে হত্যা করল। ফলে তাদেরকে কঠিনভাবে লজ্জিত হতে হল। আকস্মিকভাবে তাদের যমীণ কেঁপে উঠল। প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত হানল এবং এরপর বিকট আওয়াজ তাদেরকে আচ্ছন্ন করল এবং তারা তাদের বাসগৃহেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল এবং ঐভাবেই তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। তারা যা ভাবেনি সেই দিক থেকে বিপদ তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং তারা তাদের ভিটামাটিতে মুখ থুবরে পড়ে রইল।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তোমার রাব্ব, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।*

১৬০। লূতের সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।	١٦٠. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৬১। যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٦١. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১৬২। আমিতো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	١٦٢. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

১৬৩। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٦٣. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৬৪। আমি এ জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা, আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে	١٦٤. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

লূতের (আঃ) আহ্বান

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল লূতের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন। তাঁর নাম ছিল লূত ইব্‌ন হারান ইব্‌ন আযর। তিনি ইবরাহীমের (আঃ) ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায়ই আল্লাহ তা'আলা লূতকে (আঃ) অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির উম্মাতের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ লোকগুলো সাদুম এবং ওর আশে পাশে বসবাস করত। তাদের দুষ্কর্মের কারণে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয় এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের বসতির জায়গাটি একটি ময়লাযুক্ত দুর্গন্ধময় পানির বিলে পরিণত হয়েছে। ওটা এখনো 'বিলাদে গাওর' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যা যেরুজালেমের পাহাড়ী ও সমতল ভূমির এলাকা 'বিলাদে কারক' ও 'শাওবাকের' মধ্যভাগে অবস্থিত। ঐ লোকগুলোও আল্লাহর রাসূল লূতকে (আঃ) অবিশ্বাস করে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর সাথে শরীক না করা এবং তিনি তাদের প্রতি যে নাবী প্রেরণ করেছেন তাঁর আনুগত্য করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম যে জঘন্যতম অনাসৃষ্টি শুরু করেছ তা থেকে বিরত থাক। অর্থাৎ নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে যেওনা। কিন্তু তারা তাঁর কথা মানলনা, বরং তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করল।

১৬৫। সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে?	١٦٥. أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

১৬৬। আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	١٦٦. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
১৬৭। তারা বলল ঃ হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।	١٦٧. قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ
১৬৮। লূত বলল, আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি।	١٦٨. قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ
১৬৯। হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে, তারা যা করে তা হতে রক্ষা কর।	١٦٩. رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ
১৭০। অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার পরিজনের সবাইকে রক্ষা করলাম -	١٧٠. فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ
১৭১। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	١٧١. إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ
১৭২। অতঃপর অন্যদেরকে ধ্বংস করলাম।	١٧٢. ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ
১৭৩। তাদের উপর শাস্তি মূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই	١٧٣. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا

বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট!	فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ
১৭৪। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٧٤. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১৭৫। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٧٥. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

লূতের (আঃ) কাওমের কার্যাবলীর প্রতি ধিক্কার, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং তাদের জন্য শাস্তি

লূত (আঃ) তাঁর কাওমকে এই বিশেষ নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশে পুরুষদের নিকট যেওনা, বরং তোমরা তোমাদের হালাল স্ত্রীদের কাছে গিয়ে তোমাদের কাম বাসনা চরিতার্থ কর, যাদেরকে মহান আল্লাহ তোমাদের জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কাওমের লোকেরা তাঁকে বলল ঃ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ হে লূত! তুমি যদি এ কাজ হতে বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর, এরাতো এমন লোক যারা অতি পবিত্র সাজতে চায়। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫৬) তাদের এ অবস্থা দেখে লূত (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন ঃ

إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ আমি তোমাদের এ জঘন্য কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি এ কাজ মোটেই পছন্দ করিনা। তোমাদের এই অপকর্মের

ব্যাপারে আমি নির্দোষ। আমি মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে এসব কাজ হতে মুক্তরূপে প্রকাশ করছি।

অতঃপর লূত (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট বদ দু'আ করেন এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্য মুক্তির প্রার্থনা করেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর কাওমের সাথে যোগ দিয়েছিল। তাই সেও তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যেমন সূরা আ'রাফ (৭ ঃ ৮০-৮১), সূরা হুদ (১১ ঃ ৭৭) এবং সূরা হিজরে (১৫ ঃ ৫৮-৭৬) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

লূত (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে রাতে ঐ জনপদ হতে সরে পড়লেন। অতঃপর পিছনে ফেলে আসা সবারই উপর আযাব এসে পড়ে এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়। তাদের জন্য এই প্রস্তর বৃষ্টি ছিল কতই না নিকৃষ্ট! তাদের এ ঘটনাটিও একটি শিক্ষামূলক বিষয়। এতে সবারই জন্য উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তবে আল্লাহ যে মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

১৭৬। আইকাবাসীরা রাসূল-দেরকে অস্বীকার করেছিল -	١٧٦. كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৭৭। যখন শু'আইব তাদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা কি সাবধান হবেনা?	١٧٧. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ
১৭৮। আমিতো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।	١٧٨. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৭৯। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	١٧٩. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
১৮০। আমি তোমাদের নিকট এ জন্য কোন প্রতিদান চাইনা;	١٨٠. وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

আমার পুরস্কারতো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে।	أَجْرِيَ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

আইকাবাসীদের প্রতি শু'আইবের (আঃ) দা'ওয়াত

এ লোকগুলো মাদইয়ানের অধিবাসী ছিল। শু'আইবও (আঃ) তাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁকে তাদের ভাই না বলার কারণ শুধু এই যে, তারা আইকার পূজা করত। আর এই আইকার সাথেই তাদেরকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আইকা ছিল একটি গাছ। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, উহা ছিল গাছের সমষ্টি যে গাছসমূহের শাখা থেকে ছড়া বের হয়ে মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারণেই অন্যান্য নাবীদেরকে বংশগত সম্পর্কের কারণে যেমন তাঁদের উম্মাতের ভাই বলা হয়েছে, শু'আইবকে (আঃ) তাঁর উম্মাতের ভাই বলা হয়নি, যদিও বংশগত হিসাবে তিনিও তাদের ভাই ছিলেন। যাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি তাঁরা বলেন যে, আইকাবাসী এবং মাদইয়ানবাসী এক নয়। তারা অন্য কাওম ছিল। তারা দাবী করেন যে, শু'আইবকে (আঃ) তাঁর নিজের কাওমের নিকটও পাঠানো হয়েছিল এবং ঐ কাওমের নিকটও তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। আবার অন্যান্যরা বলেন যে, তিনি তৃতীয় একটি কাওমের নিকটও প্রেরিত হয়েছিলেন।

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (*আইকাবাসী*) ইসহাক ইব্‌ন বিশরের (রহঃ) মতে আইকাবাসী ছিল শু'আইবের (আঃ) কাওম। (দুররুল মানসুর ৬/৩১৮) অন্যান্যদের মধ্যে যুআইবির (রহঃ) বলেন ঃ আইকা এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা মূলতঃ একই লোক। (তাবারী ১৯/৩৯০) আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

যদিও আর একটি মন্তব্য পাওয়া যায় যে, আইকাবাসী এবং মাদইয়ানবাসী দু'টি ভিন্ন জাতি, কিন্তু সঠিক মতামত হচ্ছে এই যে, তারা ছিল একই জাতি। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণনা করার কারণে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলে অনেকের কাছে মনে হয়েছে। শু'আইব (আঃ) তাদের প্রতি আল্লাহর বাণী প্রচার করেন এবং তাদেরকে উপদেশ দেন যে, তারা যেন মাপে এবং ওযনে কম না করে। তিনি মাদইয়ানবাসীদের প্রতিও একই দা'ওয়াত দেন। এতে প্রমাণ হয় যে, তারা একই জাতি ছিল।

১৮১। তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যারা মাপে কমতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	١٨١. أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ
১৮২। এবং তোমরা ওযন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।	١٨٢. وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ
১৮৩। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবেনা এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফিরনা।	١٨٣. وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
১৮৪। এবং তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।	١٨٤. وَٱتَّقُوا ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ

সঠিক মাপে ওযন করার আদেশ

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ শু'আইব (আঃ) ওযন ও মাপ ঠিক করার হিদায়াত করছেন। মাপে কম করতে তিনি নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন ঃ যখন তোমরা কেহকে কোন জিনিস মেপে দিবে তখন পূর্ণমাত্রায় দিবে, তার প্রাপ্য হতে কম দিবেনা। অনুরূপভাবে কারও নিকট থেকে যখন কোন জিনিস নিবে তখন বেশী নেয়ার চেষ্টা করনা। অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে নেয়ার সময় যেমন সঠিক নিচ্ছ তেমনি অন্যকে দেয়ার সময়েও সঠিক মাপে দিবে।

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ দাঁড়ি-পাল্লা সঠিক রাখবে যাতে ওযন সঠিক হয়। ন্যায়ের সাথে ওযন করবে, ফাঁকি দিবেনা। কেহকে তার জিনিস কম দিবেনা।

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ চুরি-ডাকাতি এবং লুটপাট করবেনা। লোকদেরকে ভয় দেখিয়ে তাদের মাল-ধন ছিনিয়ে নিবেনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ

আর (জীবনের) প্রতিটি পথে এমনিভাবে দস্যি হয়ে যেওনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৬)

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ঐ আল্লাহর শাস্তিকে তোমরা ভয় কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত লোককে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তোমাদের ও তোমাদের বড়দের রাব্ব। এটি একই ধরণের আয়াত যাতে মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ الْأَوَّلِينَ

তিনি তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও রাব্ব। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সুফিয়ান ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ 'وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ' এর অর্থ করেছেন ঃ তিনি পূর্ববর্তী জাতিকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর ইব্ন যায়িদ (রহঃ) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬২)

১৮৫। তারা বলল ঃ তুমিতো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।	١٨٥. قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ
১৮৬। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বলে আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।	١٨٦. وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

১৮৭। তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।	١٨٧. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
১৮৮। সে বলল ঃ আমার রাব্ব ভাল জানেন, যা তোমরা কর।	١٨٨. قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
১৮৯। অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।	١٨٩. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৯০। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।	١٩٠. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
১৯১। তোমার রাব্ব! তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	١٩١. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

শু'আইবকে (আঃ) তাঁর কাওমের অস্বীকার করা এবং শাস্তির আগমন বার্তার হুশিয়ারী

ছামূদ সম্প্রদায় তাদের নাবীকে (আঃ) যে উত্তর দিয়েছিল ঐ উত্তরই এই লোকগুলোও তাদের নাবী শু'আইবকে (আঃ) দিল। তারাও তাদের নাবীকে বলল ঃ

إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ তোমাকে কেহ যাদু করেছে। তোমার জ্ঞান ঠিক নেই। তুমিতো

আমাদের মতই একজন মানুষ। আর আমাদের বিশ্বাস যে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমাদের কাছে নাবী রূপে প্রেরণ করেননি।

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ তুমি যদি সত্যিই নাবী হয়ে থাক তাহলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও দেখি? আসমানী শাস্তি আমাদের উপর নিয়ে এসো। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আকাশ থেকে শাস্তি পতিত হোক। যেমন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদীনালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও মালাইকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯০-৯২) এমনকি তারা এ কথাও বলেছিল ঃ অথবা তুমি আকাশের একটা খণ্ড আমাদের উপর নিক্ষেপ করবে যেমন তুমি ধারণা করছ অথবা আল্লাহ কিংবা তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সরাসরি আমাদের সামনে নিয়ে আসবে। অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ

আর যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) অনুরূপভাবে ঐ কাফির অজ্ঞ লোকেরা বলেছিল ঃ

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। নাবী (আঃ) উত্তরে বলেন ঃ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ তোমরা যা কর আমার রাব্ব তা ভালরূপে অবগত আছেন। তোমরা যা হওয়ার যোগ্য তিনি তোমাদেরকে তা'ই করবেন। তিনি কারও প্রতি অন্যায় করেননা। যদি তোমরা তাঁর কাছে আসমানী শাস্তির যোগ্য হয়ে থাক তাহলে তিনি অনতিবিলম্বে তোমাদের উপর ঐ শাস্তি অবতীর্ণ করবেন।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ শেষ পর্যন্ত যে শাস্তি তারা কামনা করেছিল সেই শাস্তিই তাদের উপর এসে পড়ে। তারা কঠিন গরম অনুভব করে। সাত দিন পর্যন্ত যমীন যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে। কোন জায়গায়, কোন ছায়ায় ঠাণ্ডা ও শান্তি তারা প্রাপ্ত হয়নি। তারা চরম অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। সাত দিন পর তারা দেখতে পায় যে, একখণ্ড কালো মেঘ তাদের নিকট চলে আসছে। ঐ মেঘখণ্ড এসে তাদের মাথার উপর ছেয়ে যায়। তারা গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিল। ঐ মেঘ দেখে তারা ওর নীচে জমায়েত হয়। যখন সবাই ওর নীচে এসে যায় তখন ঐ মেঘ হতে অগ্নি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথে যমীন প্রচণ্ডভাবে তার দিকে টানতে শুরু করে এবং এমন ভীষণ শব্দ করে যে, তাদের অন্তর ফেটে যায় এবং একই সাথে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।* কুরআনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বর্ণনার প্রেক্ষিত অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। সূরা আ'রাফে তিনি বলেন যে, তাদেরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তারা তাদের বাসগৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছিল। এর কারণ ছিল এই যে, তারা তাদের নাবী শু'আইবকে (আঃ) বলেছিল ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا

আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিস্কার করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৮) তারা আল্লাহর নাবীকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিল। পরিণামে তাঁর কাওমকেই বরং আল্লাহ তা'আলা ভূমিকম্পের মাধ্যমে বাড়ী ছাড়া করলেন। সূরা হুদে রয়েছে ঃ

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নাবীকে (আঃ) বিদ্রূপ করে বলেছিল ঃ

أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ

তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃ-পুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে বল যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড় সহিষ্ণু, সদাচারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৭)

তারা এসব বলেছিল হাসি-তামাসা এবং বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে। সুতরাং শু'আইবকে (আঃ) তাদের কার্যকলাপের জবাব দেয়া যরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তাদের আচরণের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানও অবশ্যম্ভাবী ছিল। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'ই করলেন। তিনি বলেন ঃ

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ

অতঃপর মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭৩)

وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ

এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৪)

তারা বলেছিল ঃ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ *তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।* তারা অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী ও দুর্দমনীয় ভাষায় সালিহকে (আঃ) এ কথা বলেছিল। ফলে তাদের জন্য এমন শাস্তি অবধারিত হয়েছিল যা তারা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।* মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইয়াযীদ ইব্‌ন বাহিলি (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

আমি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ *পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল* - এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি

উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বজ্রপাত এবং ঠান্ডা বাতাস প্রেরণ করেন যা তাদেরকে অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল ও আতংকগ্রস্ত করে তোলে। ফলে তারা তাদের গৃহকোণে আশ্রয় নেয় যাতে বজ্রধ্বনি এবং ওর বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হচ্ছিলনা। তারা আবার সবাই খোলা মাঠে জড় হল। আল্লাহ তা'আলা তখন সূর্যের নিচে মেঘ জমা করেন। তারা ওর নিচে ছায়া এবং শীতলতা অনুভব করে এবং আরাম বোধ করে। তাই একজন অপর জনকে ডাকতে থাকে এবং এক এক করে সবাই ওর নিচে জমা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আগুন বর্ষণ করেন। ফলে সবাই পুড়ে মারা যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উহাই ছিল 'ছায়া দানের শাস্তির দিন', আসলে ওটা ছিল শাস্তির ভয়ংকর দিন। (তাবারী ১৯/৩৯৪)

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তোমার রাব্ব, তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৮-৯)

নিঃসন্দেহে এ ঘটনা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মহাশক্তির একটি বড় নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে মহাপরাক্রমশালী। কেহই তাঁর উপর বিজয় লাভ করতে পারেনা। তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের প্রতি পরম করুণাময়।

১৯২। নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত।	١٩٢. وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১৯৩। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে -	١٩٣. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ
১৯৪। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।	١٩٤. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ
১৯৫। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায়।	١٩٥. بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ

কুরআন আল্লাহ কর্তৃক নাযিল হয়েছে

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّهُ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ

যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫)

لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ *ওটি (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে।* রূহুল আমীন দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী নিয়ে আসতেন। রূহুল আমীন দ্বারা যে জিবরাঈল (আঃ) উদ্দেশ্য এটা পূর্বযুগীয় বহু বিজ্ঞজন হতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যুহরী (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) প্রমুখ। (তাবারী ১৯/৩৯৬) যুহরী (রহঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

তুমি বল ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ হে নাবী! এই মর্যাদা সম্পন্ন মালাক, যে মালাইকা/ফেরেশতাদের নেতা, তোমার হৃদয়ে আল্লাহর ঐ পবিত্র ও উত্তম কথা অবতীর্ণ করে যা সর্ব প্রকারের মলিনতা, হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বক্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, যেন তুমি পাপীদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার পথ প্রদর্শন করতে পার। আর যাতে তুমি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের

তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিতে পার। এটা সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায় অবতারিত যাতে সবাই এটা বুঝতে এবং পড়তে পারে, তাদের যেন ওজর-আপত্তি করার কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। আর যাতে এ কুরআনুল কারীম সরল সঠিক পথে চলার ব্যাপারে প্রত্যেকের উপর দলীল হতে পারে।

১৯৬। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে।	١٩٦. وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ
১৯৭। বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়?	١٩٧. أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
১৯৮। আমি যদি ইহা কোন আজমীর (অনারাবের) প্রতি অবতীর্ণ করতাম -	١٩٨. وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ
১৯৯। এবং ওটা সে তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে তারা তাতে ঈমান আনতনা।	١٩٩. فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ

পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থেও কুরআনের কথা উল্লেখ আছে

মহান আল্লাহ বলেন যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলির মধ্যেও এই শেষ পবিত্র কিতাব আল-কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী, এর সত্যতা এবং গুণগান বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ববর্তী নাবীরাও এর সুসংবাদ দিয়েছেন, এমনকি এ সমস্ত নাবীর (আঃ) শেষ নাবী, যাঁর পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আর কোন নাবী ছিলেননা, অর্থাৎ ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে একত্রিত করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বলল ঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত

রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদদাতা। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৬)

زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ শব্দের বহুবচন। زَبُوْرٌ দাউদের (আঃ) কিতাবের নাম। زبر শব্দটি এখানে কিতাবসমূহের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ

তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে 'আমলনামায়। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫২) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ যদি তারা বুঝে ও হঠকারিতা না করে তাহলে এটা কি কুরআনুল হাকীমের সত্যতার জন্য অনেক বড় দলীল নয় যা স্বয়ং বানী ইসরাঈলের আলেমরাও পাঠ করে? যারা সত্যবাদী ও যারা হঠকারী নয় তারা তাওরাতের ঐ আয়াতগুলি জনগণের সামনে প্রকাশ করছে যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেরিত কুরআনের উল্লেখ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার সংবাদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) এবং তাদের ন্যায় সত্য উক্তিকারী মহোদয়গণ দুনিয়ার সামনে তাওরাত ও ইঞ্জীলের ঐ সমুদয় আয়াত দেখিয়ে দেন যেগুলি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও গুণাবলী প্রকাশ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যে পড়তে কিংবা লিখতে জানেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

কুরাইশদের ছিল কঠিন অবিশ্বাস

অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে যে, দীনের ব্যাপারে কুরাইশদের অস্বীকৃতি কত গভীর ছিল এবং কুরআনের প্রতি বাধা দানের ব্যাপারে তারা কতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ আমি যদি এই কালাম কোন আজমীর উপর অবতীর্ণ করতাম এবং সে ওটা মুশরিকদের নিকট পাঠ করত তাহলে তখনও তারা এতে ঈমান আনতনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا۟ فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوٓا۟ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَٰرُنَا

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে, তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪-১৫) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত তবুও তারা ঈমান আনতনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১)

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬)

২০০। এভাবে আমি পাপীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।	٢٠٠. كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ
২০১। তারা এতে ঈমান আনবেনা যতক্ষণ না তারা মর্মন্তদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।	٢٠١. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ
২০২। অতঃপর এটা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবেনা।	٢٠٢. فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
২০৩। তখন তারা বলবে ঃ আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে?	٢٠٣. فَيَقُولُوا۟ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ

২০৪। তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?	٢٠٤. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
২০৫। তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই,	٢٠٥. أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ
২০৬। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে -	٢٠٦. ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ
২০৭। তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?	٢٠٧. مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ
২০৮। আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলনা।	٢٠٨. وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ
২০৯। এটা উপদেশ স্বরূপ, আর আমি অত্যাচারী নই।	٢٠٩. ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত অবিশ্বাসী কাফিরেরা ঈমান আনবেনা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ অবিশ্বাস, কুফরী, অস্বীকার ও অমান্যকরণ এই অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। তারা যে পর্যন্ত স্বচক্ষে শাস্তি প্রত্যক্ষ না করবে ততক্ষণে ঈমান আনবেনা। ঐ সময় যদি তারা ঈমান আনে তাহলে তা বিফলে যাবে। সেই সময়

তারা অভিশপ্ত হয়েই যাবে। না অনুশোচনা করে কোন কাজ হবে, আর না ওজর করে কোন উপকার হবে। فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً তাদের অজ্ঞাতে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব চলে আসবে।

وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ঐ সময় তারা কামনা করবে যে, যদি তাদেরকে ক্ষণিকের জন্য অবকাশ দেয়া হত তাহলে তারা সৎ হয়ে যেত! শুধু তারা কেন, প্রত্যেক যালিম, পাপী, ফাসিক, কাফির ও বদকার ব্যক্তি শাস্তি প্রত্যক্ষ করা মাত্রই সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকবে, কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪)

যখন কোন পাপী এবং অন্যায় আচরণকারী শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তখন সে বুঝতে পারে যে, তার অস্বীকৃতির ফল কি হতে যাচ্ছে। মূসা (আঃ) যখন ফির'আউনের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন ঃ

رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا

হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির'আউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্ত

রসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮-৮৯)

ফির'আউন যখন মূসার (আঃ) ফরিয়াদের জবাবে শাস্তি প্রত্যক্ষ করছিল তখন তার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল।

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ. ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল ঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯০-৯১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) বলা হয়েছে ঃ

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ *তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?* মূসা (আঃ) দীন অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। কাফিরেরা মনে করত যে, তা কখনও সংঘটিত হবেনা। তাদের ঐ অস্বীকৃতির জবাবে ভয় প্রদর্শন করে আবার তাদের প্রতি এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। যেমন তারা বলেছিল ঃ

ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ

আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৯) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ. يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩-৫৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ *তুমি ভেবে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?* অর্থাৎ আল্লাহ যদি তাদের অপরাধের শাস্তি কিছু দিনের জন্য অথবা অনেক দিন পিছিয়ে দেন তাহলে তারা যেন না ভাবে যে, ওটা থেকে তারা বেঁচে গেছে। তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েই গেছে। তাদের চাকচিক্যময় জীবন কোনই কাজে আসবেনা।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ

তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৬)

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ

এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১১) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ সেদিন তাদের কোন উপকারে আসবেনা। সেই দিন যখন তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের শক্তি ও দাপট সব হারিয়ে যাবে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন কাফিরকে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে দেয়ার পর উঠানো হবে এবং বলা হবে ঃ তুমি কখনও সুখ ও নি'আমাত পেয়েছিলে কি? সে উত্তরে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার শপথ! আমি কখনোই সুখ-শান্তি পাইনি। অপর একটি লোককে নিয়ে আসা হবে যে সারা জীবনে কখনও সুখ-শান্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি, তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে বের করে আনার পর জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি জীবনে কখনও দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলে কি? সে জবাবে বলবে ঃ আপনার সত্তার শপথ! আমি জীবনে কখনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিনি। (আহমাদ ৩/২০৩, মুসলিম ২৮০৭)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের ন্যায়পরায়ণতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করেননি যার জন্য তিনি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেননি। তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন এবং সতর্ক করে থাকেন যাতে অজুহাত দেখানোর কোন সুযোগ না থাকে। এরপরেও যারা অমান্য করে তাদের উপর তিনি বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ. ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ এরূপ কখনও হয়নি যে, নাবীদেরকে প্রেরণ না করেই আমি কোন উম্মাতের উপর শাস্তি পাঠিয়েছি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

তোমার রাব্ব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেননা, ওর কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ওর বাসিন্দারা যুল্ম করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৯)

২১০। শাইতানরা ইহাসহ অবতীর্ণ হয়নি।	٢١٠. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ
২১১। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা।	٢١١. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ
২১২। তাদেরকে শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।	٢١٢. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

জিবরাঈল (আঃ) কুরআনের বাণী বহন করে নিয়ে আসতেন, শাইতান নয়

মহান আল্লাহ বলেন যে, এটি এমন এক পবিত্র কিতাব যার আশে পাশে মিথ্যা আসতে পারেনা। এটি (আল-কুরআন) মহাবিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত।

وَمَا تَنَزَّلَتْ به الشَّيَاطِينُ এটিকে শক্তিশালী মালাক/ফেরেশতা রূহুল আমীন (জিবরাঈল (আঃ) বহন করে এনেছেন, শাইতান আনয়ন করেনি।

অতঃপর শাইতান যে এটি আনয়ন করেনি তার তিনটি কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সে এর যোগ্যতাই রাখেনা। তার কাজ হল মাখলূককে পথভ্রষ্ট করা, সরল-

সঠিক পথে আনয়ন করা নয়। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এই কিতাবের বৈশিষ্ট্য। অথচ শাইতানের কাজ হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কিতাব হল জ্যোতি ও হিদায়াত এবং এটি হল মযবূত দলীল। আর শাইতানরা এই তিনটিরই উল্টা। তারা অন্ধকার-প্রিয়। তারা ভ্রান্তপথ প্রদর্শক এবং অজ্ঞতার অনুসন্ধানী। সুতরাং এই কিতাব ও শাইতানদের মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। কোথায় ওরা এবং কোথায় এই কিতাব! দ্বিতীয় কারণ এই যে, সেতো এটি বহন করার যোগ্যতাই রাখেনা এবং ওদের মধ্যে এ শক্তিও নেই।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ

যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২১)

এরপর তৃতীয় কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এই কুরআন অবতীর্ণ করার সময় শাইতানদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা ওটা শুনতেই পায়নি। আকাশের চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত ছিল। শোনার জন্য যখনই তারা আকাশে উঠতে যাচ্ছিল তখনই তাদের উপর আগুনের তারকা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এর একটি অক্ষরও শোনার ক্ষমতা কোন শাইতানের ছিলনা। এর ফলে আল্লাহর কালাম নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবস্থায় তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর মাখলূকের কাছে এটা পৌঁছে। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ তাদেরকে শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। যেমন তিনি স্বয়ং জিনদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْءَانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন

হয়। আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ৮-১০)

২১৩। অতএব তুমি অন্য কোন মা'বূদকে আল্লাহর সাথে ডেকনা, তাহলে তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٢١٣. فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ
২১৪। তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।	٢١٤. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ
২১৫। এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও।	٢١٥. وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
২১৬। তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল ঃ তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই।	٢١٦. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
২১৭। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর।	٢١٧. وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ
২১৮। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য)।	٢١٨. ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ
২১৯। এবং দেখেন সাজদাহ-কারীদের সাথে তোমার উঠা বসা।	٢١٩. وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ

২২০। তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٢٢٠. إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন ঃ তুমি শুধু আমারই ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। আর যে এরূপ করবে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে সে অবশ্যই শাস্তির যোগ্য হবে। তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিবে যে, ঈমান ও আমল ছাড়া অন্য কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু থেকে মুক্তিদাতা নয়। এরপর তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ একাত্মবাদী ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হবে। আর যে কেহই আমার আদেশ ও নিষেধ অমান্য করবে সে যে'ই হোক না কেন তার সাথে কোনই সম্পর্ক রাখবেনা এবং তার প্রতি স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করবে।

বিশেষ লোককে এই ভয় প্রদর্শন সাধারণ লোককে ভয় প্রদর্শন করার বিপরীত নয়। কেননা এটা তার একটা অংশ। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَٰفِلُونَ

যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

তুমি এর (কুরআন) সাহায্যে ঐ সব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫১) আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯)

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্যে যার কানে আমার খবর পৌঁছেছে, সে ইয়াহুদী হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, অতঃপর আমার উপর সে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/১৩৪) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আমরা ঐগুলি বর্ণনা করছি ঃ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন আল্লাহ তা'আলা وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতের উপর উঠে يَاصَبَاحَاهْ [১] বলে উচ্চ স্বরে ডাক দেন। এ ডাক শুনে লোকেরা তাঁর নিকট একত্রিত হয়। যারা আসতে পারেনি তারা লোক পাঠিয়ে দেয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ হে বানী আবদুল মুত্তালিব! হে বানী ফিহর! হে বানী লুওয়াই! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে তোমাদের শত্রু-সেনাবাহিনী রয়েছে এবং তারা ওঁৎ পেতে বসে আছে, সুযোগ পেলেই তোমাদেরকে হত্যা করবে, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই এক বাক্যে উত্তর দেয় ঃ হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা সত্য বলেই বিশ্বাস করব। তিনি তখন বলেন ঃ

[১] আকস্মিক কোন বিপদের সময় আরাবের লোকেরা বিপদ সংকেত হিসাবে এরূপ শব্দ উচ্চারণ করত। রাসূল (সঃ) ঐ প্রচলিত প্রথারই অনুসরণ করেছিলেন।

তাহলে জেনে রেখ যে, সামনের কঠিন শাস্তি হতে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি। তাঁর এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলে ওঠে ঃ তুমি ধ্বংস হও। এটা শোনানোর জন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে? তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা 'মাসাদ' (তাব্বাত ইয়াদা) অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ১/৩০৭)

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (সূরা মাসাদ, ১১১ ঃ ১) (আহমাদ ১/৩০৭, ফাতহুল বারী ৮/২০৬, মুসলিম ১/১৯৩, তিরমিযী ৯/২৯৬, নাসাঈ ৬/৫২৬)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা! হে আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে সুফিয়া! হে বানী আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের জন্য কোন (উপকারের) অধিকার রাখবনা। তবে হ্যাঁ, আমার কাছে যে সম্পদ আছে তা হতে তোমরা যা চাওয়ার তা চেয়ে নাও। (আহমাদ ৬/১৮৭, মুসলিম ১/১৯২)

কাবিসাহ ইব্‌ন মুখারিক (রাঃ) এবং যুহাইর ইব্‌ন আমর (রাঃ) বলেন, যখন وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন যার চূড়ার উপর একটি পাথর ছিল। সেখান থেকে তিনি ডাক দিয়ে বলতে শুরু করেন ঃ হে বানী আবদে মানাফ! আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমার ও তোমাদের উপমা ঐ লোকটির মত যে শত্রু দেখল এবং দৌড়ে নিজের লোকদেরকে সতর্ক করতে এলো যাতে শত্রুরা তার আগে সেখানে পৌঁছে আক্রমণ করতে না পারে এবং তিনি তাদেরকে ডাকতে থাকেন ঃ হে লোকসকল! (আহমাদ ৫/৬০, মুসলিম ১/১৯৩, নাসাঈ ৬/৪২৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ তুমি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তিনিই তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। তিনিই তোমাকে শক্তি যোগাবেন এবং তোমার কথাকে সমুন্নত করবেন। তাঁর দৃষ্টি সব সময় তোমার উপর রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৮)

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তুমি আমার চোখের সামনে থাক। (কুরতুবী ১৩/১৪৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি সালাতে দন্ডায়মান হও, রুকূ কর ও সাজদাহ কর। (তাবারী ১৯/৪১২) হাসান (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ যখন তুমি একাকী সালাত আদায় কর। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি শু'য়ে থাক অথবা বসে থাক। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাক, বসে থাক এবং অন্যান্য অবস্থায়ও। (আবদুর রায্‌যাক ৩/৭৭) অর্থাৎ তুমি একাকী সালাত আদায় করলেও আমি দেখতে পাই এবং জামা'আতে আদায় করলেও তুমি আমার সামনেই থাক। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩১, তাবারী ১৯/৪১৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা খুবই শুনে থাকেন এবং তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

২২১। তোমাদেরকে কি জানাব, কার নিকট শাইতানরা অবতীর্ণ হয়?	٢٢١. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ
২২২। তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।	٢٢٢. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
২২৩। তারা কান পেতে	٢٢٣. يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ

থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।	وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ
২২৪। এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত।	٢٢٤. وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ
২২৫। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?	٢٢٥. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
২২৬। এবং যা তারা করেনা তা বলে।	٢٢٦. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
২২৭। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়?	٢٢٧. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

ধর্মীয় পুস্তক রদ-বদল করার জন্য মূর্তি পূজকদের প্রতি নিন্দাবাদ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মুশরিকরা বলত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন নিয়ে আগমন করেছেন তা সত্য নয়। তিনি এটা স্বয়ং রচনা করেছেন। অথবা তাঁর কাছে জিনদের নেতা এসে থাকে যে তাঁকে শিখিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে এই আপত্তিকর কথা হতে পবিত্র করেছেন এবং প্রমাণ করছেন যে, তিনি যে কুরআন আনয়ন করেছেন তা আল্লাহর কালাম এবং তাঁর নিকট হতেই এটা অবতারিত। সম্মানিত, বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী মালাক জিবরাঈল (আঃ) এটি বহন করে এনেছেন। এটি কোন শাইতান বা জিন আনয়ন করেনি। শাইতানরাতো কুরআনের শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ বিমুখ। তাদের শিক্ষাতো কুরআনুল হাকীমের শিক্ষার একেবারে বিপরীত। সুতরাং কি করে তারা কুরআনের ন্যায় পবিত্র ও সুপথ প্রদর্শনকারী কালাম আনয়ন করে মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করতে পারে? তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। কেননা তারা নিজেরাও চরম মিথ্যাবাদী ও পাপী। তারা চুরি করে আকাশ থেকে যে এক আধটি কথা শুনে নেয়, ওর সাথে বহু শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে তাদের কমরেড জ্যোতিষীদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। ঐ জ্যোতিষীরা তখন ওর সাথে নিজেদের পক্ষ হতে আরও বহু মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে লোকদের মধ্যে প্রচার করে। শাইতান লুকিয়ে যে সত্য কথাটি আকাশে শুনেছিল ওটা সত্যরূপেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু লোকেরা ঐ একটি সত্য কথার উপর ভিত্তি করে জ্যোতিষী/ভবিষ্যদ্বক্তার আরও শত শত মিথ্যা কথাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে। এভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভবিষ্যদ্বক্তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ তারা কিছুই না। জনগণ বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা এমনও কথা বলে যা সত্য হয়ে থাকে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, এটা ঐ কথা যা জিনেরা চুরি করে আকাশ হতে শুনে আসে এবং তা ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা বন্ধুদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। অতঃপর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা নিজের পক্ষ হতে শত মিথ্যা কথা ওর সাথে মিলিয়ে বলে দেয়। (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন কাজের ফাইসালা করেন তখন মালাইকা বিনয়ের সাথে নিজেদের পালক ঝুকিয়ে দেন। কোন পাথরে শিকল বাজানো হলে যেরূপ শব্দ হয় ঐরূপ শব্দ ঐ সময় আসতে থাকে। যখন ঐ বিহ্বলতা দূর হয় তখন মালাইকা/ফেরেশতারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন (কি হুকুম করেছেন)? উত্তরে বলা হয় ঃ তিনি সত্য বলেছেন (সঠিক হুকুম করেছেন)। তিনি সমুন্নত ও মহান। কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলার ঐ হুকুম চুরি করে শ্রবণকারী কোন জিনের কানে পৌঁছে যায়

যা এভাবে একের উপর এক মাধ্যম হয়ে ঐ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী সুফিয়ান (রহঃ) স্বীয় হাতের অঙ্গুলীগুলি বিছিয়ে দিয়ে ওর উপর অপর হাত ঐভাবেই রেখে ওগুলিকে মিলিত করে বলেন ঃ এইভাবে। এখন উপরের জন নীচের জনকে, সে তার নীচের জনকে ঐ কথা বলে দেয়। শেষ পর্যন্ত সর্ব নীচের জন ঐ কথা ভবিষ্যদ্বক্তার কানে পৌঁছিয়ে থাকে। কখনও কখনও এমনও হয় যে, ঐ কথা পৌঁছানোর পূর্বেই শ্রোতা জিনকে অগ্নিশিখা ধ্বংস করে ফেলে, সুতরাং শাইতান ঐ কথা পৌঁছাতে পারেনা। আবার কখনও কখনও অগ্নিশিখা পৌঁছার পূর্বেই শাইতান ঐ কথা পৌঁছিয়ে থাকে। ঐ কথার সাথে যাদুকর নিজের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে প্রচার করে। ঐ একটি কথা সত্যরূপে প্রকাশিত হওয়ায় জনগণ সবগুলোকেই সত্য মনে করে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯৮)

আয়িশা (রাঃ) হতে সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এও আছে যে, আল্লাহর মালাইকা পৃথিবী বিষয়ক কথা-বার্তা মেঘের উপর বলে থাকেন যা শাইতান শুনে নিয়ে ভবিষ্যদ্বক্তাদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। আর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা/জ্যোতিষী/যাদুকর একটি সত্যের সাথে শতটি মিথ্যা মিলিয়ে দেয়। (বুখারী ৩২৮৮)

রাসূলকে (সাঃ) কবি বলায় নিন্দা জ্ঞাপন

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত*। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ অবিশ্বাসী কাফিরেরা মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে বিপদগামী লোকদের কথাকে মেনে চলে। (তাবারী ১৯/৪১৬) মুজাহিদ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৯/৪১৫, ৪১৬) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ দুই কবি তাদের কবিতার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা আবৃত্তি করছিল এবং লোকদের মধ্যে এক দল এক কবিকে এবং অপর দল অন্য কবিকে সমর্থন/উৎসাহ যোগাচ্ছিল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (দুররুল মানসুর ৬/৩২৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ *তুমি কি দেখ না যে, তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?* প্রত্যেক বাজে বিষয় তারা তাদের কবিতায়

উল্লেখ করে থাকে। তারা কারও প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে দেয়। মিথ্যা প্রশংসা করে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। তারা হয় কথার সওদাগর, কিন্তু কাজে অলস। তারা নিজেরা যা করেনা তা বলে থাকে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা সমস্ত ধরনের অসার বাক্য দিয়ে কথার মালা গাঁথে। (তাবারী ১৯/৪১৮) যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মুখে যা আসে তা'ই তারা বলে, কোন কিছুই তাদের বলতে আটকায়না। (দুররুল মানসুর ৬/৩৩৪) মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা তার এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ১৯/৪১৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ *এবং যা তারা করেনা, তা বলে*। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় দুই লোক কবিতার মাধ্যমে একে অপরের নিন্দা করছিল। তাদের একজন ছিল আনসার এবং অপর জন ছিল অন্য গোত্রভুক্ত। তাদের উভয়কেই দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দল উৎসাহ যোগাচ্ছিল, যারা ছিল অশিক্ষিত ও মূর্খ। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং যা তারা করেনা তা বলে*। (তাবারী ১৯/৪১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিও নন, যাদুকরও নন, ভবিষ্যদ্বক্তাও নন এবং মিথ্যা আরোপকারীও নন। তাঁর বাহ্যিক অবস্থাই তাঁর এসব দোষ হতে মুক্ত হওয়ার বড় সাক্ষী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহাতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬৯) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪০-৪৩)

ইসলামী কবিদের ব্যাপারে ব্যতিক্রম

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কুসাইদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তামিম আদ দারীর (রাঃ) মুক্ত করা দাস আবুল হাসান সালিম আল বাররাদ (রাঃ) বলেন যে, যখন وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত।* এ আয়াত নাযিল হয় তখন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাহ (রাঃ) এবং কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলেতো কবিদের অবস্থা খুবই খারাপ। আল্লাহতো নিশ্চয়ই জানেন যে, আমরাও কবি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ *কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে।* অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল তোমরাই এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণকারীও তোমরা। তোমরাই অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। সুতরাং তোমরা এদের হতে স্বতন্ত্র। (তাবারী ১৯/৪২০, আবূ দাঊদ ৫০১৬)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে শুধু আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার (রাঃ) কথা আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিওতো কবি? তাঁরই এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ... الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা এটা মাক্কী সূরা। আর আনসার কবিরা সবাই ছিলেন মাদীনায়। অতএব তাঁদের ব্যাপারে এ সূরা অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভবই বটে। যে হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে ওগুলো মুরসাল। সুতরাং এগুলোর উপর ভরসা করা যায়না। তবে এ আয়াতটি যে

স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আর এই স্বাতন্ত্র্য শুধু এই আনসার কবিদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোন কবি তার অজ্ঞতার যুগে যদি ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে কবিতা লিখে থাকে, অতঃপর মুসলিম হয়ে তাওবাহ করে এবং পূর্বের দুষ্কর্মের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে তারাও নিন্দনীয় কবিদের হতে স্বতন্ত্র হবে। কেননা সৎ কার্যাবলী দুষ্কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেয়। যখন সে মুসলিমদের ও ইসলামের প্রশংসা করল তখন ঐ দুষ্কর্ম সৎকর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেল। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাব'আরী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খুবই প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যখন খারাপ লোক ছিলাম তখন আমার এই জিহ্বা শাইতানের প্ররোচনায় বিপদগামী হয়ে অনেক কথা উচ্চারণ করেছে। এখন আমি তা থেকে পরিত্রান পাবার জন্য আমার জিহ্বাকে ব্যবহার করব। নিশ্চয়ই যে শাইতানের পথে ঝুকে পড়ে সে হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। অনুরূপভাবে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একজন বড় শত্রু ছিলেন এবং তাঁর খুবই দুর্নাম ও উপহাস করতেন। কিন্তু যখন তিনি মুসলিম হলেন তখন এমন পাকা মুসলিম হলেন যে, সারা দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা বড় প্রিয়জন তার কাছে আর কেহই ছিলনা। প্রায়ই তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর সাথে গভীর ভালবাসা রাখতেন। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا তারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে তারা কাফিরদের নিন্দামূলক কবিতার জবাব দিয়ে থাকেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা ঐ সমস্ত লোকের নিন্দা করে যারা অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষ হয়ে মু'মিন ব্যক্তিদের নিন্দা করে। (তাবারী ১৯/৪২০) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মত পোষণ করতেন। (তাবারী ১৯/৪১৯, ৪২০) সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসসানকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ তুমি কাফিরদের নিন্দা করে কবিতা রচনা কর; অথবা বলেছিলেন ঃ তুমি কাফিরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা কর এবং জিবরাঈল (আঃ) তোমার সঙ্গে আছেন। (ফাতহুল বারী ৬/৩৫১)

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি কুরআনুল কারীমে কবিদের নিন্দা জ্ঞাপনের কথা শোনেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (কবিদের সম্পর্কে) যা নাযিল করার তাতো নাযিল করেছেন (তাহলে আমিও কি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত?)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ (না, না, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। জেনে রেখ যে,) মু'মিন তরবারী ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে থাকে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের কবিতাগুলি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) মুজাহিদের তীরের ন্যায় আক্রমণ করেছে। (আহমাদ ৬/৩৮৭)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ অত্যাচারীদের গন্তব্যস্থল কোথায় তা তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ

যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫২) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যুল্‌ম হতে বেঁচে থাক। কারণ কিয়ামাতের দিন যুল্‌ম অন্ধকারের কারণ হবে। (আহমাদ ২/১০৬)

কাতাদাহ ইব্‌ন দি'আমাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ উক্তিটি আম বা সাধারণ, কবি হোক বা অন্য কেহ হোক, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা শু'আরা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২৭ ঃ নাম্‌ল, মাক্কী

(আয়াত ৯৩, রুকূ ৭)

٢٧ – سورة النمل، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٩٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। তা সীন; এগুলি আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের।	١. طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ
২। পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।	٢. هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
৩। যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং যারা আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।	٣. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
৪। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকে আমি শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্তি তে ঘুরে বেড়ায়।	٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ
৫। এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	٥. أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ

৬। নিশ্চয়ই তোমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।	٦. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

মু'মিনদের জন্য কুরআন হল পথ নির্দেশ ও সুখবার্তা এবং কাফিরদের জন্য সতর্ক বাণী

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ আলোচনা সূরা বাকারাহর শুরুতে করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ওগুলির পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ এগুলি হল উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত। هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ এগুলি হল মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ। যারা এগুলিকে বিশ্বাস করে এগুলির অনুসরণ করে তারা কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং ওর উপর আমল করে থাকে।

এরাই তারা যারা সঠিকভাবে ফার্‌য সালাত আদায় করে এবং অনুরূপভাবে ফার্‌য যাকাত প্রদানের ব্যাপারেও কোন ত্রুটি করেনা। আর তারা পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এরপরে পুরস্কার ও শাস্তিকেও তারা স্বীকার করে। জান্নাত ও জাহান্নামকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا

যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভনীয় করেছি। তাদের কাছে তাদের মন্দ কাজও ভাল মনে হয়। তাই তারা ঔদ্ধত্য ও বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

(এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত) তাদের জন্য এ শাস্তি দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও। মানব সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক অপরাধীকেই একত্রিত করা হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবেনা কোন ধন-সম্পদ এবং হৃদয়ের প্রশান্তি। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ হে নাবী! নিশ্চয়ই তোমাকে আল-কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে। তাঁর আদেশ ও নিষেধের মধ্যে কি নিপুণতা রয়েছে তা তিনিই ভাল জানেন। ছোট-বড় সমস্ত কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত। সুতরাং কুরআনুল হাকীমের সবকিছুই নিঃসন্দেহে সত্য। এর মধ্যে যেসব আদেশ ও নিষেধ রয়েছে সবই ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫)

৭। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল ঃ আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি সেখান হতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনব অথবা	٧. إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ

তোমাদের জন্য আনব জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।	لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
৮। অতঃপর সে যখন ওর নিকট এলো তখন ঘোষিত হল ঃ ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুস্পার্শ্বে। জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত।	٨. فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৯। হে মূসা! আমিতো আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٩. يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
১০। তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালনা। বলা হল ঃ হে মূসা! ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায়না।	١٠. وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ
১১। তবে যারা যুল্‌ম করার পর মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١١. إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১২। তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে; এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	١٢. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ۖ فِى تِسْعِ ءَايَـٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ
১৩। অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত এলো তখন তারা বলল ঃ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।	١٣. فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَـٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ
১৪। তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল!	١٤. وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

মূসার (আঃ) ঘটনা এবং ফির'আউনের ধ্বংস

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রিয় পাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মূসার (আঃ) ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি মূসাকে (আঃ) মর্যাদাসম্পন্ন নাবী বানিয়েছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন, তাঁকে বড় বড় মু'জিযা দান করেছিলেন এবং ফির'আউন ও তার লোকদের কাছে তাঁকে নাবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ কাফিরের দল তাঁকে অস্বীকার করে। তারা কুফরী ও অহংকার করার মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

মূসা (আঃ) যখন নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে চলছিলেন তখন তিনি পথ ভুলে যান। রাত্রি এসে পড়ে এবং চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ঐ সময় এক দিকে তিনি অগ্নিশিখা দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বলেন ঃ

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আলো দেখতে পাচ্ছি এবং ঐ আলোর দিকে যাচ্ছি। হয়ত সেখানে কেহ রয়েছে, তার কাছে পথ জেনে নিব, অথবা সেখান হতে কিছু আগুন নিয়ে আসব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। হলও তাই। সেখান হতে তিনি একটি বড় খবর আনলেন এবং বড় একটা নূর (জ্যোতি) লাভ করলেন। এরপর বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا যখন মূসা (আঃ) ঐ আলোর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি সেখানকার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। তিনি একটি সবুজ রংয়ের গাছ দেখলেন যার উপর আগুন জড়িয়ে রয়েছে। অগ্নিশিখা যত প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, গাছের শ্যামলতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পান যে, ঐ নূর আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে ওটা আগুন ছিলনা, বরং ওটা ছিল জ্যোতি। ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে ওটি ছিল বিশ্বরাব্ব এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর জ্যোতি। মূসা (আঃ) অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তিনি কোন কিছুই বুঝতে পারছিলেননা। হঠাৎ শব্দ এলো ঃ

نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুস্পার্শ্বে (অর্থাৎ মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী)। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যারা নূরের স্পর্শে এসেছে তাদের জন্য রয়েছে সৌভাগ্য। (তাবারী ১৯/৪২৮)

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। তিনি যা চান তা'ই করেন। তাঁর সৃষ্টের মধ্যে তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেহই নেই। তিনি সমুচ্চ ও মহান। তিনি সমুদয় সৃষ্টি হতে পৃথক। যমীন ও আসমান তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারেনা। তিনি এক, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি মাখলূকের সঙ্গে তুলনীয় হওয়া হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এরপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে মূসা! আমিতো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ সুবহানাহু তাঁকে (মূসাকে) বলেন যে, যিনি আহ্বান করছেন তিনিই তাঁর রাব্ব, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পৃথিবীর সবকিছু, যাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে রয়েছে প্রজ্ঞা। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَأَلْقِ عَصَاكَ হে মূসা! তুমি তোমার হাতের লাঠিখানা যমীনে ফেলে দাও যাতে তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাও যে, আল্লাহ তা'আলা স্বেচ্ছাচারী এবং তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ শ্রবণ মাত্রই মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দেন। তৎক্ষণাৎ লাঠিখানা এক বিরাট ভয়ংকর সাপ হয়ে যায় এবং অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও খুব দ্রুত চলতে ফিরতে শুরু করে। লাঠিকে এরূপ বিরাট জীবন্ত সাপ হতে দেখে মূসা (আঃ) ভীত হয়ে পড়েন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ *ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায়না।* কুরআনুল কারীমে **جان** শব্দ রয়েছে। এটা হল এক প্রকার সাপ যা অতি দ্রুত চলতে পারে এবং খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে।

وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ মূসা (আঃ) ঐ সাপ দেখে ভীত হয়ে পড়েন এবং ভয়ের কারণে স্থির থাকতে পারেননি, বরং পিছন ফিরে সেখান হতে পালাতে শুরু করেন। তিনি এত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, একবার মুখ ঘুরিয়েও দেখেননি। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বললেন ঃ

لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ হে মূসা! ভীত হয়োনা। আমিতো তোমাকে আমার মনোনীত রাসূল ও মর্যাদা সম্পন্ন নাবী বানাতে চাই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ তবে যারা যুল্‌ম করার পর মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এই আয়াতে মানুষের জন্য বড়ই সুসংবাদ রয়েছে। যে কেহই কোন অন্যায় ও মন্দ কাজ করবে, অতঃপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ঐ কাজ ছেড়ে দিবে

ও খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ

এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবাহ করে, ঈমান আনে, সৎ কাজ করে ও সৎ পথে অবিচল থাকে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮২) অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) এই বিষয়ের বহু আয়াত রয়েছে। লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া একটি মু'জিযা, এর সাথে সাথে মূসাকে (আঃ) আর একটি মু'জিযা দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও, তাহলে এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত, যেগুলি দ্বারা আমি বিভিন্ন সময়ে তোমার পৃষ্ঠপোষকতা করব, যাতে তুমি সত্যত্যাগী ফির'আউন ও তার কাওমের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পার।

ঐ নয়টি মু'জিয়া এগুলিই ছিল যেগুলির বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে যার পূর্ণ তাফসীর ওখানেই গত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ... الخ

আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০১)

যখন এই সুস্পষ্ট ও প্রকাশমান মু'জিযাগুলি ফির'আউন ও তার লোকদেরকে দেখানো হল তখন তারা হঠকারিতা করে বলল ঃ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا *তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।* অর্থাৎ তারা মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করত যে, এসব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু তাদের ঔদ্ধত্যতা ও অবাধ্যতা সত্য স্বীকার করা থেকে বিরত রাখছে। তাদের এ অবাধ্যতা ও ভুল পথে চলার কারণ এই যে,

তাদের অভ্যাসই হল সবকিছুতেই অবজ্ঞা প্রকাশ করা এবং তাদের ঔদ্ধত্যতার কারণ এই যে, সত্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ হে মুহাম্মাদ! দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কতই না বিস্ময়কর ও শিক্ষামূলক হয়েছিল। একই সাথে সবাই তারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং হে শেষ নাবীকে বিশ্বাসকারী দল! তোমরা এই নাবীকে অবিশ্বাস করে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করনা। কেননা এই নাবীতো মূসা (আঃ) অপেক্ষাও উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর। তাঁর দলীল প্রমাণাদি ও মু'জিযাগুলিও মূসার (আঃ) মু'জিযাগুলি অপেক্ষা বড় এবং মযবূত। স্বয়ং তাঁর ঐ অস্তিত্ব, তাঁর স্বভাব চরিত্র, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং পূর্ববর্তী নাবীদের (আঃ) তাঁর সম্পর্কে শুভ সংবাদ ও তাঁদের নিকট হতে তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা/অঙ্গীকার গ্রহণ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে না মেনে নির্ভয়ে থাকবে এটা মোটেই উচিত নয়।

১৫। আমি অবশ্যই দাউদকে ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।	١٥. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১৬। সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল ঃ হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু হতে প্রদান করা হয়েছে; এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।	١٦. وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ ۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ

	ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ
১৭। সুলাইমানের সামনে সমবেত করা হল তার বাহিনীকে, জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে।	١٧. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
১৮। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপীলিকা বলল ঃ হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।	١٨. حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْا۟ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
১৯। সুলাইমান ওর উক্তিতে মৃদু হাস্য করল এবং বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তজ্জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং	١٩. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ

আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎ কর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন।	ٱلصَّٰلِحِينَ

সুলাইমান (আঃ) এবং তাঁর বাহিনীর পিপীলিকার বাসস্থানের পাশ দিয়ে পদযাত্রা

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলার ঐ নি'আমাতরাশির বর্ণনা রয়েছে যেগুলি তিনি তাঁর দুই বান্দা দাঊদ (আঃ) ও সুলাইমানকে (আঃ) দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে দান করেছিলেন উভয় জগতের সম্পদ। এই নি'আমাতগুলি দান করার সাথে সাথে তিনি তাঁদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও তাওফীক দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদেরকে প্রদত্ত নি'আমাতরাজির কারণে সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ সুলাইমান হয়েছিল দাঊদের (আঃ) উত্তরাধিকারী। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী নয়। বরং রাজত্ব ও নাবুওয়াতের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য। যদি সম্পদের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য হত তাহলে শুধুমাত্র সুলাইমানের (আঃ) নাম আসতনা। কেননা দাঊদের (আঃ) একশ' জন স্ত্রী ছিল। আর নাবীদের (আঃ) সম্পদের মীরাস হয়না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীদের দল কেহকেও (সম্পদের) উত্তরাধিকারী করিনা। আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ (রূপে পরিগণিত) হয়। (তিরমিযী ৫/২৩৪, বুখারী ৬৭২৭)

সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ *হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু হতে প্রদান করা হয়েছে।* এখানে আল্লাহ সুবহানাহু সুলাইমানকে (আঃ) জিন ও মানব সন্তানের উপর যে বিশেষ ক্ষমতা ও পরিচালনার নি'আমাত দান করেছেন সেই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) পশু-পাখির ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন যা অন্য কোন নাবী কিংবা মানুষকে আর শিক্ষা দেয়া হয়নি। পাখিরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যাওয়ার সময় যখন একে অপরের সাথে কথা বলত কিংবা পশুরা

তাদের নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করত তা সবই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) বুঝতে পারার জ্ঞান দান করেছিলেন। সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর নি'আমাতরাজি স্মরণ করে বলেন ঃ

عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ হে লোকসকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা আমার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ যা অন্য কেহকেও দেয়া হয়নি। **إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ** এটা অবশ্যই তাঁর সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

فَهُمْ يُوزَعُونَ সুলাইমানের (আঃ) সৈন্য একত্রিত হল যাদের মধ্যে মানুষ, জিন, পাখী ইত্যাদি সবই ছিল। তাঁর নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তারপর জিন। পাখী তাঁর মাথার উপর থাকত। গরমের সময় তারা তাঁকে ছায়া দিত। সবাই নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যার জন্য যে জায়গা নির্ধারিত ছিল সে সেই জায়গায়ই থাকত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক দলের প্রধানকে তার দলের লোকদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর জন্য নিয়োজিত রাখা হত যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেমনটি বর্তমান শাসকরাও তাদের সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখে। (তাবারী ১৯/৫০০, ৫০১)

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ এই সেনাবাহিনীকে নিয়ে সুলাইমান (আঃ) চলছিলেন। পথিমধ্যে তাঁদেরকে এমন জায়গা দিয়ে গমন করতে হল যেখানে পিপীলিকার বাহিনী ছিল। সুলাইমানের (আঃ) সেনাবাহিনীকে দেখে একটি পিপীলিকা অন্যান্য পিপীলিকাকে বলল ঃ

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান (আঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনী তাঁদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ পিপীলিকাটির এ কথা শুনে সুলাইমানের (আঃ) হাসি এলো এবং তৎক্ষণাৎ তিনি দু'আ করলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ এই যে, আপনি আমাকে পাখী ও জীব-জন্তু ইত্যাদির ভাষা শিখিয়েছেন এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনার ইনআম এই যে, তাঁরা মু'মিন ও মুসলিম ছিলেন ইত্যাদি।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ আর আমাকে তাওফীক দিন যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমার মৃত্যু ঘটানোর পর আপনার মু'মিন বান্দাদের এবং আপনার নিকটতর বন্ধুদের সাথে মিলিত করুন।

২০। সুলাইমান পক্ষীকুলের সন্ধান নিল এবং বলল ঃ ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছিনা যে! সে অনুপস্থিত না কি?	٢٠. وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ
২১। সে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবাহ করব।	٢١. لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ

হুদহুদ পাখির অনুপস্থিতি

মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদহুদ পাখিটি এতটাই পারদর্শী ছিল যে, সুলাইমান (আঃ) যখন তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন এবং তখন যদি সেখানে পানির প্রয়োজন হত তাহলে হুদহুদ পাখি জানিয়ে দিত যে, কোথায় পানি পাওয়া যাবে। বিভিন্ন অনুসন্ধানী দল যেমন নানা বিষয়ের অন্বেষনে পৃথিবী ঘুরে বেরিয়ে বিভিন্ন জিনিস আবিস্কার করে, হুদহুদ পাখিও অনুরূপভাবে বলে দিতে পারত যে, কোথায়, মাটির কত নিম্ন স্তরে পানি পাওয়া

যাবে। হুদহুদ পাখি ঐ পানি প্রাপ্তির জায়গা খুঁজে পেয়ে সুলাইমানকে (আঃ) দেখিয়ে দিলে তিনি জিনদেরকে হুকুম করতেন যে, তারা যেন ঐ স্থানের মাটি খুঁড়ে পানির স্তরে পৌঁছে তা সংগ্রহ করে। এভাবে একদিন তিনি এক জঙ্গলে অবস্থান ছিলেন এবং পানির খোঁজ নেয়ার জন্য হুদহুদ পাখীর সন্ধান নেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় হুদহুদ উপস্থিত ছিলনা। তাকে দেখতে না পেয়ে সুলাইমান (আঃ) বলেন ঃ

مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ আমি আজ হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছিনা। সে কি পাখীদের মধ্যে কোন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে বলেই আমার চোখে পড়ছেনা, নাকি আসলেই সে অনুপস্থিত রয়েছে?

একদা ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট এই তাফসীর শুনে নাফি ইবনুল আযরাক খারেজী প্রতিবাদ করে বসে। এই বাজে উক্তিকারী লোকটি প্রায়ই আবদুল্লাহর (রাঃ) কথার প্রতিবাদ করত। সে বলল ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)! আপনিতো আজ হেরে গেলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ এটা তুমি কেন বলছ? উত্তরে সে বলল ঃ আপনি বলছেন যে, হুদহুদ যমীনের নীচের পানি দেখতে পেত। কিন্তু কি করে এটা সত্য হতে পারে? ছেলেরা জাল বিছিয়ে ওকে মাটি দ্বারা ঢেকে ওর উপর দানা নিক্ষেপ করে হুদহুদ পাখীকে শিকার করে থাকে। যদি সে যমীনের নীচের পানি দেখতে পায় তাহলে যমীনের উপরের জাল সে দেখতে পায়না কেন? তখন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) উত্তর দেন ঃ তুমি মনে করবে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হেরে যাওয়ার ফলে নিরুত্তর হয়ে গেছেন, এরূপ ধারণা আমি না করলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করতামনা। জেনে রেখ যে, যখন মৃত্যু এসে যায় তখন চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় এবং জ্ঞান লোপ পায়। এ কথা শুনে নাফি নিরুত্তর হয়ে যায় এবং বলে ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনও কুরআনের বিষয়ে আপনার কথার কোন প্রতিবাদ করবনা। (কুরতুবী ১৩/১৭৭, ১৭৮)

সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا যদি সত্যিই সে অনুপস্থিত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব। আল আমাশ (রহঃ) মিনহাল ইব্‌ন আমর (রহঃ) থেকে, তিনি সাঈদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান (আঃ) যে শাস্তির কথা বুঝাতে চেয়েছিলেন তা হল হুদহুদ পাখির পালক উপড়ে ফেলবেন। (তাবারী ১৯/৪৪৩) আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রহঃ) বলেন ঃ তার পালক উপড়ে ফেলে সূর্যের তাপে দাঁড় করিয়ে রাখার মাধ্যমে। (তাবারী ১৯/৪৪৩) একাধিক

সালাফও বলেছেন যে, হুদহুদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তার পালক তুলে ফেলা এবং সূর্যের তাপে ফেলে রাখা যাতে পিপীলিকারা তাকে খেয়ে ফেলে।

أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ (*অথবা যবাহ করব*) অথবা যবাহ করেই ফেলবো। আর যদি সে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে।

সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াইনাহ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রহঃ) বলেন ঃ কিছুক্ষণ পর হুদহুদ এসে গেল। জীব-জন্তুগুলো তাকে বলল ঃ আজ তোমার রক্ষা নেই। বাদশাহ সুলাইমান (আঃ) তোমাকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হুদহুদ তখন তাদেরকে বলল ঃ বাদশাহ কি শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন বল দেখি? তারা তা বর্ণনা করল। তখন সে খুশী হয়ে বলল ঃ তাহলে আমি রক্ষা পেয়ে যাব।

২২। অনতি বিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল ঃ আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং 'সাবা' হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।	٢٢. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ
২৩। আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।	٢٣. إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
২৪। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে	٢٤. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ

নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না -	عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
২৫। তারা নিবৃত্ত রয়েছে আল্লাহকে সাজদাহ করা হতে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।	٢٥. أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
২৬। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি মহাআরশের অধিপতি। [সাজদাহ]	٢٦. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩

হুদহুদ পাখির সুলাইমানের (আঃ) কাছে আগমন এবং সাবাবাসীর তথ্য প্রদান

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ হুদহুদ তার অনুপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই এসে পড়ল এবং আরয করল ঃ হে আল্লাহর নাবী (আঃ)! যে সংবাদ আপনি এবং আপনার বাহিনী অবগত নন সেই সংবাদ নিয়ে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আমি সাবা (একটি দেশের নাম যা ইয়ামানে অবস্থিত) হতে এলাম এবং সেখান থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। একজন নারী সেখানে রাজত্ব করছেন।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তার নাম ছিল বিলকিস বিন্‌ত শারাহীল। তিনি ছিলেন সাবা দেশের সম্রাজ্ঞী। (দুররুল মানসুর ৬/৩৫১)

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ পার্থিব প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবই তাকে দেয়া হয়েছে। তার একটি সুদৃশ্য ও বিরাট সিংহাসন রয়েছে। ঐ সিংহাসনে তিনি বসেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, সিংহাসনটি স্বর্ণ দ্বারা মুণ্ডিত ছিল এবং দামী পাথর দ্বারা কারুকার্য খচিত। ওটা

অনেক উঁচু ছিল। ওর পূর্ব অংশে তিনশ' ষাটটি জানালা ছিল। অনুরূপ সংখ্যক জানালা পশ্চিম অংশেও ছিল। ওটাকে এমন শিল্পচাতুর্যের সাথে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, প্রত্যহ সূর্য যখন উদিত হত তখন উহার এক দিকের জানালা দিয়ে আলোকিত হত এবং যখন অস্ত যেত তখন উহার বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে আলোকিত হত। দরবারের লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যকে সাজদাহ করত।

এ জন্যই হুদহুদ পাখি বলল ঃ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ *আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে।* রাজ্যের রানী, প্রজা সবাই ছিল সূর্যপূজক। আল্লাহর উপাসক তাদের মধ্যে একজনও ছিলনা। শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভনীয় করে তুলত। সে তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করত। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ফলে তারা সৎ পথে আসেনি। তারা জানতনা যে, সত্য পথ কোন্‌টি। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের কেহকেই যে সাজদাহ করা যাবেনা এ দা'ওয়াতও তাদের কাছে কেহ পৌঁছে দেননি। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৭) ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ তোমরা যা গোপন কর এবং যা ব্যক্ত কর তিনি সবই জানেন। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই তাঁর কাছে সমান। যেমন বলা হয়েছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ। তিনি একাই প্রকৃত মা'বূদ। তিনিই মহান আরশের অধিপতি, যার চেয়ে বড় আর কোন কিছুই নেই।

যেহেতু হুদহুদ কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী, এক আল্লাহর ইবাদাতের হুকুমদাতা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সাজদাহ করতে বাধাদানকারী, সেই হেতু তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ উঠিয়ে নেয়া হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো হল ঃ পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ এবং সুরদ্ অর্থাৎ লাটূরা। (আহমাদ, ১/৩৩২, আবূ দাঊদ ৫/৪১৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৭৪)

২৭। সুলাইমান বলল ঃ আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছ, না কি তুমি মিথ্যাবাদী?	٢٧. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ
২৮। তুমি যাও আমার এই পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পন কর; অতঃপর তাদের নিকট হতে দূরে সরে থেক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কি?	٢٨. ٱذْهَب بِّكِتَٰبِى هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ
২৯। সেই নারী বলল ঃ হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে।	٢٩. قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ

৩০। ইহা সুলাইমানের নিকট হতে এবং ইহা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।	٣٠. إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
৩১। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা, এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।	٣١. أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ

বিলকিসকে সুলাইমানের (আঃ) পত্র প্রদান

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ হুদহুদের খবর শ্রবণ মাত্রই সুলাইমান (আঃ) এর সত্যতা নিরূপণ শুরু করলেন যে, যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে সে ক্ষমার যোগ্য হবে, আর যদি সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয় তাহলে সে হবে শাস্তির যোগ্য। তাই তিনি তাকেই বললেন ঃ

اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ

তুমি আমার এ চিঠিখানা বিলকিসকে দিয়ে এসো যে সেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। তখন ঐ চিঠিখানা চঞ্চুতে করে অথবা পালকের সাথে জড়িয়ে হুদহুদ উড়ে চললো। সেখানে পৌঁছে সে বিলকিসের প্রাসাদে প্রবেশ করল। ঐ সময় বিলকিস নির্জন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। হুদহুদ একটি জানালার মধ্য দিয়ে ঐ চিঠিখানা তার সামনে রেখে দিল এবং ভদ্রতার সাথে একদিকে সরে গেল। এতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিতা হন এবং সাথে সাথে কিছুটা ভয়ও তার অন্তরে অনুভূত হল। চিঠিখানা তুলে নিয়ে ওর মোহর ছিঁড়ে ফেলে পড়তে শুরু করলেন। ওতে লিখা ছিল ঃ

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ. أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ *ইহা সুলাইমানের নিকট হতে এবং ইহা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।* ওর বিষয়বস্তু অবগত হয়ে বিলকিস নিজের সভাষদবর্গকে একত্রিত করলেন এবং বললেন ঃ

إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। ঐ পত্রটি যে সম্মানিত ছিল এটা তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। কারণ একটি পাখী ওটাকে নিয়ে এসেছে, অতি সতর্কতার সাথে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং তার সামনে আদবের সাথে রেখে দিয়ে এক দিকে সরে দাঁড়িয়েছে! তাই তিনি বুঝে নিলেন যে, নিঃসন্দেহে চিঠিটি সম্মানিত এবং কোন মর্যাদা সম্পন্ন লোকের পক্ষ হতে প্রেরিত।

তারপর তিনি পত্রটির বিষয়বস্তু সকলকে শুনিয়ে দিলেন। শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা রয়েছে এবং সাথে সাথে মুসলিম হওয়ার ও তাঁর অনুগত হওয়ার আহ্বান রয়েছে।

সুতরাং তারা সবাই বুঝে নিল যে, এটা আল্লাহর নাবীরই দা'ওয়াতনামা। তারা এটাও বুঝতে পারল যে, তাঁর সাথে মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই।

অতঃপর পত্রটির সুন্দর বাচনভঙ্গী, সংক্ষেপণ, অথচ গভীর ভাব তাদের সকলকেই বিস্ময়াভিভূত করল। অল্প কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ *অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করনা*। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে আমার সাথে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করনা। وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (*এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও*) (দুররুল মানসুর ৬/৩৫৪) আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, আমার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করনা অথবা আমার পথে ফিরে আসতে ঔদ্ধত্যতা প্রদর্শন করনা। বরং وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও। (তাবারী ১৯/৪৫৩)

সুলাইমানের (আঃ) পত্রের বিষয়বস্তু শুধু নিম্নরূপই ছিল ঃ আমার সামনে হঠকারিতা করনা, আমাকে বাধ্য করনা, আমার কথা মেনে নাও, অহংকার করনা, বরং খাঁটি একাত্মবাদী ও অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো।

৩২। সেই নারী বলল ঃ হে পরিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও; আমি যা সিদ্ধান্ত নিই তাতো তোমাদের	٣٢. قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

উপস্থিতিতেই নিই।	حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ
৩৩। তারা বলল ঃ আমরাতো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন।	٣٣. قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ
৩৪। সে বলল ঃ রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তি-দেরকে অপদস্থ করে; এরাও এ রূপই করবে।	٣٤. قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
৩৫। আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি দূতেরা কি বার্তা নিয়ে ফিরে আসে!	٣٥. وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ

বিলকিস তার রাজন্যবর্গদের সাথে পরামর্শ করলেন ঃ রাজা-বাদশাহ যে জনপদে প্রবেশ করে সেখানেই ধ্বংস যজ্ঞ চালায়

বিলকিস তার সভাষদবর্গকে সুলাইমানের (আঃ) পত্রের বিষয়বস্তু শুনিয়ে তাদের কাছে পরামর্শ চেয়ে বললেন ঃ

أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ তোমরাতো জান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ না করি এবং তোমরা উপস্থিত না থাক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত একা গ্রহণ করিনা। অতএব এই ব্যাপারেও আমি তোমাদের নিকট পরামর্শ চাচ্ছি যে, তোমাদের মতামত কি? সবাই সমস্বরে জবাব দিল ঃ

نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ আমাদের যুদ্ধের শক্তি যথেষ্ট রয়েছে এবং আমাদের ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। আপনি আমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনি যা হুকুম করবেন তা আমরা পালন করার জন্য প্রস্তুত আছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বিলকিসের সভাষদবর্গ ও সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধের প্রতি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করল বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী। তাই তিনি তার মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টাদেরকে বললেন ঃ

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً রাজা-বাদশাহদের নিয়ম এই যে, যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে। এরাও এরূপই করবে। এবং আল্লাহও তাই বলেন ঃ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (*এরাও এ রূপই করবে*) (তাবারী ১৯/৪৫৫)

অতঃপর তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন যে, সুলাইমানের (আঃ) সাথে সন্ধি করা যাক। সুতরাং তিনি তার কৌশলপূর্ণ কথা সভাষদবর্গের সামনে পেশ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ এখন আমি তাঁর কাছে এক মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখা যাক, দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে? খুব সম্ভব তিনি এটা কবূল করবেন এবং ভবিষ্যতেও প্রতি বছর আমরা এটা জিযিয়া হিসাবে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকব। সুতরাং তাঁর আমাদের দেশকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হবেনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এভাবে উপঢৌকন পাঠিয়ে তিনি বড়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। একজন মুসলিম হিসাবে এবং এর পূর্বে মুশরিক অবস্থায়ও তিনি জানতেন যে, উপঢৌকন এমনই জিনিস যা লোহাকেও নরম করে দেয়। আর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার কাওমকে বলেছিলেন ঃ যদি তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ করেন তাহলে বুঝবে যে, তিনি একজন বাদশাহ, অতএব তার সাথে যুদ্ধ করা যাবে। আর যদি গ্রহণ না করেন তাহলে বুঝবে যে, তিনি একজন নাবী। সুতরাং তখন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হবে। (তাবারী ১৯/৪৫৫)

৩৬। অতঃপর যখন দূত সুলাইমানের নিকট এলো তখন সুলাইমান বলল ঃ তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে উৎকৃষ্ট। অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে আনন্দ বোধ করছ।	٣٦. فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ
৩৭। তাদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান হতে বহিস্কার করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অপমানিত।	٣٧. ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ

বিলকিসের উপঢৌকন পাঠানো এবং সুলাইমানের (আঃ) প্রতিক্রিয়া

সালাফগণের একাধিক ব্যক্তি বলেছেন যে, বিলকিস খুবই মূল্যবান উপঢৌকন যেমন সোনা, মণি-মাণিক্য ইত্যাদি সুলাইমানের (আঃ) নিকট প্রেরণ করলেন। কেহ কেহ বলেন যে, কিছু ছেলেকে মেয়ের পোশাকে এবং কতগুলি মেয়েকে ছেলের পোশাকে পাঠিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন ঃ যদি সুলাইমান (আঃ) তাদেরকে চিনে নিতে পারেন তাহলে তাঁকে নাবী বলে মেনে নেয়া হবে।

সুলাইমান (আঃ) ঐ রাণীর (বিলকিসের) উপঢৌকনের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলেননা। বরং তা দেখা মাত্রই বলেছিলেন ঃ

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ ঘুষ দিয়ে নিজেদেরকে শিরকের উপর

প্রতিষ্ঠিত রাখার ইচ্ছা করছ? এটা কখনও সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বহু কিছু দিয়েছেন। রাজ্য-রাজত্ব, ধন-সম্পদ, সৈন্য-সামন্ত সবকিছুই আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। যে কোন দিক দিয়েই আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম অবস্থায় রয়েছি।

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً

তোমরা এগুলো নিয়ে তোমাদের লোকদের নিকট ফিরে যাও। জেনে রেখ যে, আমি অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তোমাদের নেই। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তোমরা হবে অবনমিত।

দূতেরা যখন উপঢৌকনগুলি ফিরিয়ে নিয়ে বিলকিসের নিকট পৌঁছল এবং শাহী পয়গাম তাকে জানিয়ে দিল তখন সুলাইমানের (আঃ) নাবুওয়াত সম্পর্কে তার আর কোন সন্দেহ থাকলনা। সুতরাং সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও প্রজাসহ তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন এবং তিনি তার সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে সুলাইমানের (আঃ) নিকট হাযির হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যখন সুলাইমান (আঃ) বিলকিসের সংকল্পের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

৩৮। সুলাইমান আরও বলল ঃ হে আমার পরিষদবর্গ! তারা আমার নিকট এসে আত্মসমর্পন করার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?	٣٨. قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ
৩৯। এক শক্তিশালী জিন বলল ঃ আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বে আমি ওটা আপনার নিকট এনে দিব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।	٣٩. قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ

৪০। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল ঃ আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিব। সুলাইমান যখন ওটা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল তখন সে বলল ঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে তার নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জেনে রাখুক যে, আমার রাব্ব অভাবমুক্ত, মহানুভব।	٤٠. قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ

মুহূর্তের মধ্যে যেভাবে বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসা হল

ইয়াযিদ ইব্‌ন রূমান (রহঃ) থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ দূতেরা যখন বিলকিসের নিকট ফিরে আসে এবং পুনরায় তার কাছে নাবুওয়াতের পয়গাম পৌঁছে তখন তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারেন যে, সুলাইমান (আঃ) একজন নাবী। তাই তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তিনি একজন নাবী এবং নাবীদের সঙ্গে কখনও মুকাবিলা করা যায়না। তৎক্ষণাৎ তিনি পুনরায় দূত পাঠিয়ে বললেন ঃ আমি আমার কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকজনসহ আপনার দরবারে হাযির হচ্ছি, যাতে স্বয়ং আপনার সাথে সাক্ষাত করে দীনী জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং আপনার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পেতে পারি। এ কথা বলে দূত পাঠিয়ে দিলেন এবং একজনকে তার দরবারে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে তার দায়িত্বে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার ভার দিয়ে নিজের মণি-মাণিক্য খচিত স্বর্ণের মহামূল্যবান সিংহাসনটি একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। ঐ কক্ষটি আর একটি কক্ষের মধ্যে এবং সেই কক্ষটি আর একটি কক্ষের মধ্যে এমনিভাবে সাতটি কক্ষের অভ্যন্তরে রেখে প্রত্যেকটি কক্ষ তালাবদ্ধ করে দেয়া হল এবং

প্রতিনিধিকে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন যে, তার ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন তার সিংহাসন এবং লোকজনের প্রতি খেয়াল রাখে। অতঃপর বারো হাজার ইয়ামানী সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে সুলাইমানের (আঃ) রাজ্যাভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। ঐ বারো হাজার সেনাধ্যক্ষের প্রত্যেকের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য ছিল। জিনেরা বিলকিস ও তার লোকজনের প্রতিক্ষণের খবর সুলাইমানের (আঃ) নিকট পৌঁছে দিচ্ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তারা নিকটবর্তী হয়ে গেছেন তখন তিনি তাঁর রাজসভায় বিদ্যমান মানব ও জিনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ বিলকিস (তার মুসলিম হওয়ার পূর্বে) ও তার লোক-লস্কর এখানে পৌঁছে যাওয়ার পূর্বেই তার সিংহাসনটি আমার নিকট হাযির করে দিতে পারে এমন কেহ তোমাদের মধ্যে আছে কি? (তাবারী ৯/৫২০) কেননা যখন সে এখানে এসে পৌঁছবে এবং ইসলাম কবূল করে নিবে তখন তার ধন-সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তাঁর এ কথা শুনে একজন শক্তিশালী জিন, সে ছিল এক বিরাট পাহাড়ের মত, বলল ঃ **أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ** আপনার দরবারে আজকের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিতে পারি। (দুররুল মানসুর ৬/৩৫৯, বাগাবী ৩/৪২০)

সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ সুলাইমান (আঃ) জনগণের বিচার মীমাংসার জন্য সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত সাধারণ দরবারে বসতেন। জিনটি বলল ঃ

وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ এই সময়ের মধ্যেই আমি বিলকিসের সিংহাসনটি আপনার নিকট নিয়ে আসতে সক্ষম। আর আমি আমানাতদারও বটে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ ওটা বহন করে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ওতে যে মনি-মানিক্য রয়েছে তা হিফাযাত করার ব্যাপারেও আমি উত্তম আমানাতদার। সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ আমি চাই যে, এরও পূর্বে যেন তার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছে যায়। (বাগাবী ৩/৪২০) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, সুলাইমান ইব্‌ন দাঊদের (আঃ) ঐ সিংহাসনটি নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) যে একটি বড় মু'জিযা ও পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান করেছেন তার প্রমাণ বিলকিসকে প্রদর্শন করা। সুলাইমানকে (আঃ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন ক্ষমতা প্রদান

করেছিলেন যা তাঁর পূর্বে এবং পরে এখন পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির অন্য কেহকে প্রদান করেননি। বিলকিস এবং তার সাথের লোকদেরকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সুলাইমান (আঃ) এটা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহর তরফ থেকে তিনি নাবুওয়াত প্রাপ্ত এবং বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, যার ফলে বিলকিস তার দেশ হতে রওয়ানা দিয়ে সুলাইমানের (আঃ) প্রাসাদে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন এনে উপস্থিত করা হয়েছে। অথচ বিলকিস ঐ সিংহাসনটি অনেক কক্ষ এবং তালাবদ্ধ করার মাধ্যমে অত্যন্ত নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এসেছেন। সুলাইমান (আঃ) যখন বললেন ঃ আমি ওটা এর চেয়েও দ্রুত এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা চাই তখন **قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ** *কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল*। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সে ছিল আসিফ, সুলাইমানের (আঃ) লিপিকার (লেখক)। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার নাম ছিল আসিফ ইব্‌ন বারখিইয়া এবং সে ছিল একজন মু'মিন ব্যক্তি যার আল্লাহর বড়ত্বের নামসমূহ (ইসমে আযম) জানা ছিল। (বাগাবী ৩/৪২০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ সে ছিল মানুষের মধ্য থেকে মু'মিন ব্যক্তি এবং তার নাম ছিল আসিফ।

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ *আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিব*। অর্থাৎ আপনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকুন এবং আপনার দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে চোখের পলক পড়ার আগেই আপনি ওটা আপনার সামনে দেখতে পাবেন। অতঃপর সে উঠে দাঁড়ালো, অযূ করল এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, সে বলেছিল ঃ

يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ঃ হে মহিমাময়, মহানুভব! (তাবারী ১৯/৪৬৬) সুলাইমান (আঃ) যখন ওটা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেন ঃ **هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ** এটা আমার রবের অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, নাকি অকৃতজ্ঞ হই? যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যই এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আমার রাব্ব অভাবমুক্ত ও মহানুভব। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৪) وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (*এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জেনে রাখুক যে, আমার রাব্ব অভাবমুক্ত, মহানুভব*) তাঁর কোন বান্দা যদি তাঁকে আহ্বান (সালাত আদায়) না করে তাতে তাঁর কিছুই আসে যায়না। كَرِيمٌ তিনি প্রাচুর্যময়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। কেহ যদি তাঁর ইবাদাত না করে তাহলে তাতে তাঁর মর্যাদা এতটুকুও কমে যাবেনা। যেমন মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ

إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮)

সহীহ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের এবং তোমাদের মানব ও দানব সবাই তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ও সৎ লোকটির মত হয়ে যায় তবুও আমার রাজত্ব ও মান-মর্যাদা একটুও বৃদ্ধি পাবেনা। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব সবাই তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে বেশি পাপী ও অবাধ্য লোকটির মত হয়ে যায় তবুও আমার আধিপত্য ও মান-মর্যাদা একটুও হ্রাস পাবেনা। এগুলিতো তোমাদের আমল মাত্র, যেগুলি লিখিত আকারে থাকবে এবং তোমরা যা করছ তার প্রতিদান লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কেহ কল্যাণ দেখতে পেলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, আর কোন অকল্যাণ ও অনিষ্ট দেখতে পেলে যেন সে নিজেকেই তিরস্কার করে। (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৪১। সুলাইমান বলল ঃ তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে	٤١. قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ

দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না কি সে বিভ্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়।	أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ
৪২। ঐ নারী যখন এলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমার সিংহাসন কি এইরূপই? সে বলল ঃ এটাতো যেন ওটাই। আমাদেরকে ইতোপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পনও করেছি।	٤٢. فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ
৪৩। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা'ই তাকে সত্য হতে নিবৃত করেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।	٤٣. وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَٰفِرِينَ
৪৪। তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওটা দেখল তখন সে ওটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করল। সুলাইমান বলল ঃ স্বচ্ছ স্ফটিক মন্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি	٤٤. قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِى ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ

যুল্‌ম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি।	سُلَيْمَـٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

বিলকিসকে পরীক্ষা করা হল

বিলকিস এবং তার সাথের লোকেরা সুলাইমানের (আঃ) দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসার পর সুলাইমান (আঃ) আদেশ করেন যে, সিংহাসনের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করা হোক যাতে পরীক্ষা করা যায় যে, বিলকিস তার সিংহাসনটি চিনতে পারেন কিনা এবং এর মাধ্যমে তার ভিতর কি প্রতিক্রিয়া হয় তাও লক্ষ্য করা যাবে। আরও জানা যাবে যে, তিনি কি সিংহাসনটি দেখা মাত্রই বলেন যে, ওটাই তার সিংহাসন নাকি অন্য কোন মন্তব্য করেন। সুলাইমান (আঃ) বললেন ঃ

نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ *তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না কি সে বিভ্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ সিংহাসনের অলংকরণের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করে ফেল। (তাবারী ১৯/৪৬৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি এ আদেশ করেন যে, এর লাল রংকে হলুদ রংয়ে পরিবর্তন কর, সবুজ রংকে লাল রংয়ে পরিবর্তন কর ইত্যাদি। এভাবে সবকিছুই পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা ওতে কিছু কিছু যোগ করেছিল এবং কিছু অংশ ফেলে দিয়েছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ওর সম্মুখের কারুকাজ পিছনের দিকে এবং পিছনের কারুকাজ সামনের দিকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এ ছাড়া কোন কোন অংশ ফেলে দিয়ে ওখানে নতুন কিছু যোগ করা হয়েছিল। (তাবারী ১৯/৪৬৯) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ *ঐ নারী যখন এলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমার সিংহাসন কি এইরূপই।* যোগ-বিয়োগ করার মাধ্যমে পরিবর্তন করা বিলকিসের সিংহাসনটি তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হল ঃ এটি দেখতে কি আপনার সিংহাসনের মত? বিলকিস ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, তরিৎকর্মা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি এর উত্তর তৎক্ষণাৎ প্রদান করলেননা যে,

ওটাই তার সিংহাসন। কারণ ওটিতো তার থেকে তখন দূরে থাকার কথা। তিনি এ কথাও বললেননা যে, ওটাই তার সিংহাসন, যেহেতু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ওতে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই তিনি বললেন ঃ كَأَنَّهُ هُوَ মনে হচ্ছে যেন ওটাই। এই উত্তর দ্বারা তার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এটাই বুদ্ধিমান/বুদ্ধিমতিদের জন্য প্রকৃত উত্তর হওয়া উচিত। কেননা তিনি দেখেছেন যে, সিংহাসনটি সম্পূর্ণরূপে তার সিংহাসনেরই মত। কিন্তু ওটা সেখানে পৌঁছা অসম্ভব বলেই তিনি এইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, সুলাইমানের (আঃ) উক্তি ছিল ঃ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ এর পূর্বেই আমাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পনও করেছি। (তাবারী ১৯/৪৭১) বিলকিসকে তার কুফরী আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করতে এবং আল্লাহর একাত্মবাদ হতে ফিরিয়ে রেখেছিল। অথবা এও হতে পারে যে, সুলাইমান (আঃ) বিলকিসকে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা হতে বিরত রেখেছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রথম উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা এ বিষয়টিও করছে যে, রাণী বিলকিস তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রাসাদে প্রবেশের পরে করেছিলেন। যেমন এটা সত্বরই আসছে।

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا *তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ করুন। যখন সে ওটা দেখল তখন সে ওটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করল।* সুলাইমান (আঃ) জিনদের দ্বারা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন যা শুধু কাঁচ দ্বারা নির্মিত ছিল। কাঁচ ছিল খুবই স্বচ্ছ। সেখানে আগমনকারী ওটাকে কাঁচ বলে চিনতে পারতনা, বরং মনে করত যে, ওগুলি পানি ছাড়া কিছুই নয়। অথচ আসলে পানির উপরে কাঁচের আবরণ ছিল।

'সারহুন' এবং 'কাওয়ারির' এর বর্ণনা

صَرْحٌ বলা হয় প্রাসাদকে এবং প্রত্যেক উচ্চ ইমারাতকে। যেমন অভিশপ্ত ফির'আউন তার উযীর হামানকে বলেছিল ঃ

يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا

হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৩৬) ইয়ামানের একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সুউচ্চ প্রাসাদের নামও صَرْحٌ ছিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ ভিত্তি যা খুবই দৃঢ় ও মযবূত। সুলাইমানের (আঃ) ঐ প্রাসাদটি কাঁচ ও স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত ছিল। বিলকিস যখন সুলাইমানের (আঃ) এই শান-শওকত ও জাঁক-জমক অবলোকন করলেন এবং সাথে সাথে তাঁর উত্তম চরিত্র ও গুণ স্বচক্ষে দেখলেন তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তৎক্ষণাৎ তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي *হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছিলাম।* নিজের পূর্ব জীবনের শির্‌ক ও কুফরী হতে তাওবাহ করে দীনে সুলাইমানীর (আঃ) অনুগত হয়ে গেলেন। এরপর তিনি ঐ আল্লাহর ইবাদাত করতে শুরু করলেন যিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, ব্যবস্থাপক এবং যিনি তার আদেশ বাস্তবায়নে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী।

৪৫। আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল।	٤٥. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ
৪৬। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছনা, যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার?	٤٦. قَالَ يَٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৪৭। তারা বলল ঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল ঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।	٤٧. قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতি

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমের কাছে এলেন এবং আল্লাহর রিসালাত আদায় করতে গিয়ে তাদেরকে তাওহীদের দা'ওয়াত দিলেন তখন তাদের মধ্যে দু'টি দল হয়ে যায়। একটি মু'মিনদের দল এবং অপরটি কাফিরদের দল। এ দু'টি দল পরস্পরের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ

তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা তাদের মধ্যকার দুর্বল ও উৎপীড়িত মু'মিনদেরকে বলল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৭৫-৭৬) সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ হে আমার কাওম! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা রাহমাত চাওয়ার পরিবর্তে শাস্তি চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছনা, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার? তারা উত্তরে বলল ঃ

اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যেহেতু তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত তাই যখনই তাদের কারও প্রতি কোন বিপদ আপতিত হত তখনই তারা বলত ঃ সালিহ (আঃ) এবং তাঁর লোকদের কারণেই এরূপ হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা সালিহ (আঃ) এবং তাঁর লোকদেরকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করত। (দুররুল মানসুর ৬/৩৬৯) এ কথাই ফির'আউন ও তার লোকেরা মূসার (আঃ) ব্যাপারে বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩১) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল ঃ সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮)

আল্লাহ তা'আলা জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন, যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন তখন ঃ

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ

তারা বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।

তারা বলল ঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১৮-১৯) এখানে রয়েছে যে, সালিহ (আঃ) বললেন ঃ

بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর ইখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ পরীক্ষা করা হচ্ছে তিরস্কার দ্বারা এবং বিপদ-আপদ দ্বারাও। তবে এখানে তোমাদেরকে অবকাশ দেয়া হচ্ছে। এর পরে পাকড়াও করা হবে।

৪৮। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা।	٤٨. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
৪৯। তারা বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলব ঃ তার ও তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।	٤٩. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
৫০। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।	٥٠. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
৫১। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে-	٥١. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।	عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ
৫২। এইতো তাদের ঘরবাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছেঃ এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।	٥٢. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
৫৩। এবং যারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।	٥٣. وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ

ছামূদ জাতির দুস্কৃতকারীরা কু-পরামর্শ করল এবং ধ্বংস হল

এখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ছামূদ জাতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা লোকদেরকে কুফরী ও ঘৃণ্য কাজে আহ্বান করত এবং সালিহকে (আঃ) অস্বীকার করত। মু'জিযা স্বরূপ যে উষ্ট্রী পাঠানো হয়েছিল তারা ওটিকে হত্যা করল এবং সালিহকেও (আঃ) হত্যা করার পরিকল্পনা করল। তারা যুক্তি করল যে, রাতে পরিবারের লোকদের সাথে ঘুমন্ত অবস্থায় তারা সালিহকে (আঃ) হত্যা করবে এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে বলবে যে, ঐ হত্যার ব্যাপারে তারা কিছুই জানেনা। এ কথা বলা তাদের জন্য সহজ হবে এ কারণে যে, রাতের আঁধারে হত্যা করলে তা কেহ দেখতে পাবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা। ঐ নয় ব্যক্তি ছামূদ জাতির লোকদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করল। কারণ তারা ছিল তাদের বিভিন্ন গোত্রের নেতা অথবা গোত্র প্রধান। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ওরাই

ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছিল। অর্থাৎ তাদের প্ররোচনায়ই উষ্ট্রীটিকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের সবার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ

অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৯)

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا

তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। (সূরা শাম্‌স, ৯১ ঃ ১২) আবদুর রাযযাক (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহইয়া ইব্‌ন রাবিয়াহ আস সানা'নী (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন ঃ আমি শুনেছি যে 'আতা (অর্থাৎ ইব্‌ন আবী রাবিয়াহ) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা রৌপ্য মুদ্রাকে ভেঙ্গে টুকরা করত। (আবদুর রাযযাক ৩/৮৩) তারা রৌপ্য মুদ্রা ভেঙ্গে টুকরা করে ওর দ্বারা ব্যবসায়ের লেন-দেন করত। ঐ সময় মুদ্রার ওযন না করে মুদ্রার সংখ্যার পরিমান দ্বারা লেন-দেন হত এবং ঐ নিয়ম তখন আরাবে প্রচলিত ছিল।

ইমাম মালিক (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা থেকে কিছু অংশ কেটে রেখে দেয়াও পৃথিবীতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর। এর অর্থ হল অবিশ্বাসী কাফিরেরা পৃথিবীতে যে কোন প্রকারে যে কোন বিষয় অবলম্বন করার মাধ্যমে দুর্নীতি ও অপরাধ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে।

تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ঐ অপবিত্র দল একত্রিত হয়ে পরামর্শ গ্রহণ করল ঃ ঐ রাতে সালিহকে (আঃ) যে'ই প্রথম দেখতে পাবে সে তাকে হত্যা করবে। এতে তারা সবাই একমত হয়ে দৃঢ়ভাবে শপথ ও প্রতিজ্ঞা করল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কিন্তু তারা সালিহর (আঃ) নিকট পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হল এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। (তাবারী ১৯/৪৭৮) আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, উষ্ট্রীকে হত্যা করা হয়েছে শোনার পর সালিহ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিন দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৫) তারা বলাবলি করল ঃ সালিহ (আঃ) আমাদের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে ৩ দিন সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কিন্তু তার আগেই আমরা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করব। সালিহর (আঃ) গৃহের কাছে একটি পাহাড় ছিল এবং ঐ পাহাড়ের একটি শিলাখণ্ডে বসে তিনি আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। সুতরাং তারা ঐ পাহাড়ের একটি গুহায় লুকিয়ে থাকার জন্য বের হল। উদ্দেশ্য এই যে, সালিহ (আঃ) যখন শিলাখণ্ডে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন তখন তারা তাঁকে হত্যা করে তাদের বাসগৃহে ফিরে আসবে। অতঃপর তারা সালিহর (আঃ) বাড়ী গিয়ে তাঁর পরিবারের লোকদেরকেও হত্যা করবে। তারা যখন পাহাড়ে আরোহণ করে তখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় পাহাড়ের উপর থেকে একটি শিলাখণ্ড তাদের দিকে গড়িয়ে আসছিল। শিলাখণ্ডটি তাদেরকে পিষে ফেলবে এই ভয়ে তারা দৌড়ে গিয়ে একটি গুহার ভিতর আশ্রয় নেয়। তৎক্ষণাৎ ঐ শিলাখণ্ডটি তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল ঐ গুহার মুখে থেমে গিয়ে গুহা থেকে তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। তাদের লোকেরা জানতেও পারলনা যে, তারা কোথায় আছে কিংবা তাদের ব্যাপারে কি ঘটেছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের কেহকে পাহাড়ের গুহায় এবং অন্যদেরকে তাদের আবাসস্থলে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন এবং সালিহ (আঃ) ও তাঁর ধর্মাদর্শে বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এইতো তাদের ঘর-বাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ তাদের যুল্‌ম ও বাড়াবাড়ির কারণে তাদের জাঁকজমকপূর্ণ শহর

ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা জ্ঞানী লোকেরা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

৫৪। স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ?	٥٤. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
৫৫। তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরাতো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।	٥٥. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
৫৬। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর, এরাতো এমন লোক যারা অতি পবিত্র সাজতে চায়।	٥٦. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
৫৭। অতঃপর তাকে ও তার পরিজনবর্গকে আমি উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।	٥٧. فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ
৫৮। তাদের উপর ভয়ঙ্কর	٥٨. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا

বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।	فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ

লূত (আঃ) এবং তাঁর জাতি

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল লূতের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তিনি তাঁর উম্মাত অর্থাৎ তাঁর কাওমকে তাদের এমন জঘন্যতম কাজের জন্য ভীতি প্রদর্শন করেন যে কাজ তাদের পূর্বে কেহই করেনি অর্থাৎ কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হওয়া। সমস্ত কাওমের অবস্থা এই ছিল যে, পুরুষ লোকেরা পুরুষ লোকদের দ্বারা এবং মহিলারা মহিলাদের দ্বারা তাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ (সমকামীতা) করত। সাথে সাথে তারা এত বেহায়া হয়ে গিয়েছিল যে, ঐ জঘন্য কাজ গোপনে করাও প্রয়োজন মনে করতনা।

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ *তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ।* প্রকাশ্যে তারা এই বেহায়াপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত। মহিলাদেরকে ছেড়ে তারা পুরুষ লোকদের কাছে আসত। এ জন্যই লূত (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ

بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ তোমরা তোমাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ হতে ফিরে এসো। তোমরা এমনই মূর্খ হয়ে গেছ যে, শারীয়াতের পবিত্রতার সাথে সাথে তোমাদের স্বাভাবিক পবিত্রতাও বিদায় নিতে শুরু করেছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে? আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৬৫-১৬৬) মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা উত্তরে বলেছিল ঃ

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ তোমরা লূতের পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, তারাতো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়। অর্থাৎ তোমরা যে কাজ করছ তাতে তারা বিব্রত বোধ করছে

এবং যেহেতু তোমরা তোমাদের কাজকে ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত মনে করছ তাই তোমাদের উচিত তাদেরকে তোমাদের সমাজ থেকে উৎখাত করা। কারণ তারা তোমাদের সাথে তোমাদের শহরে বাস করার যোগ্য নয়। সুতরাং তারা সবাই এ বিষয়ে একমত হল। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকেই সমূলে ধ্বংস করলেন। আর সব অবিশ্বাসী কাফিরদের জন্য এরূপ ধ্বংসই অপেক্ষা করছে।

যখন কাফিরেরা লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারকে দেশান্তর করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সবাই একমত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন এবং লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাদের হতে এবং যে শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তা হতে রক্ষা করেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রী, যে তাঁর কাওমের সাথেই ছিল এবং ঐ ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম হতেই তার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সে বাকী রয়ে যায় এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা সে'ই লূতের (আঃ) অতিথিদের খবর তাঁর কাওমের নিকট পৌঁছে দিয়েছিল। তবে এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সে তাদের অশ্লীল কাজে শরীক ছিলনা। আল্লাহর নাবীর স্ত্রী বদকার হবে এটা নাবীর মর্যাদার পরিপন্থী।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ঐ কাওমের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়, যে পাথরগুলির উপর তাদের নাম লিখিত ছিল। প্রত্যেকের উপর তার নামেরই পাথর পড়েছিল এবং তাদের একজনও বাঁচেনি। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বিরোধিতাকরণ, অবিশ্বাসকরণ ও বেঈমানীর উপর অটল ছিল। তারা আল্লাহর নাবী লূতকে (আঃ) কষ্ট দিয়েছিল, এমনকি তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ তাই ঐ মন্দ প্রস্তর-বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

৫৯। বল ঃ প্রশংসাহ আল্লাহই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করা হয়?	٥٩. قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ হে রাসূল! তুমি বলে দাও যে, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন। তিনি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর নাম উচ্চ ও পবিত্র। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও হুকুম করছেন ঃ তুমি আমার মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম (শান্তি) পৌঁছে দাও। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তাঁরা হলেন তাঁর রাসূল ও নাবীগণ। তাঁদের সবারই প্রতি উত্তম দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতই ঃ

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

তোমার রাব্ব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৮০-১৮২)

আশ শাউরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রায় একই রূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের উভয়ের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তারাও আল্লাহর বান্দা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন, যদিও এ বর্ণনা নাবী/রাসূলগণের জন্যই বেশি উপযুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু কাফিরদেরকে প্রশ্ন করছেন ঃ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ বল ঃ এক ও শরীকবিহীন আল্লাহকে বিশ্বাস করা উত্তম, নাকি তোমরা যাদেরকে আল্লাহর অংশী করছ তারা উত্তম?

উনবিংশ পারা সমাপ্ত।

٦٠. أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ	৬০। বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি ওটা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। ওর বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে বিচ্যুত।

তাওহীদের আরও কিছু দলীল

বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সারা বিশ্বের সবকিছুই নির্ধারণকারী, সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই আহারদাতা একমাত্র আল্লাহ। বিশ্ব জগতের সব কিছুর ব্যবস্থাপক তিনিই। أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ঐ সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী এবং ঐ উজ্জ্বল তারকারাজি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই কঠিন ও ভারী যমীন, এই সুউচ্চ শৃংগবিশিষ্ট পর্বতরাজি এবং এই বিস্তীর্ণ মাঠ সৃষ্টি করেছেন তিনিই। এই ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, ফল-মূল, নদ-নদী, জীব-জন্তু, দানব-মানব এবং নৌ ও স্থল ভাগের সাধারণ প্রাণীসমূহের তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী। এর দ্বারা স্বীয় সৃষ্টজীবের জীবিকার ব্যবস্থা তিনিই করেছেন।

فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ মনোরম উদ্যান ও বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তাঁর ছাড়া আর কারও নেই। এগুলি হতে ফল-মূল বের করেন তিনিই, যেগুলি চক্ষু জুড়ায় এবং খেতেও সুস্বাদু ও আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا হে মুশ্‌রিক ও কাফিরের দল! তোমাদের বাতিল মা'বূদদের কেহই না কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, আর না বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার শক্তি রাখে। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র আহারদাতা। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই যে রিয্‌কদাতা তা মুশ্‌রিকরাও স্বীকার করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭, সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৫) অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ওকে সঞ্জীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই। (সূরা 'আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৩) মোট কথা, তারা জানে ও মানে যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র আল্লাহই বটে। কিন্তু তাদের জ্ঞান-বিবেক লোপ পেয়েছে যে, তারা ইবাদাতের সময় আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে। অথচ তারা জানে যে, তাদের মা'বূদরা না পারে সৃষ্টি করতে এবং না পারে রুযী দিতে। আর প্রত্যেক জ্ঞানী লোক সহজেই এ কথার ফাইসালা করতে পারে যে, ইবাদাতের যোগ্য তিনিই যিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও রিয্‌কদাতা। এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে প্রশ্ন করেন ঃ

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ আল্লাহর সাথে অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য আছে কি? মাখলূককে সৃষ্টি করার কাজে এবং তাদেরকে খাদ্য দান করার কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেহ শরীক আছে কি? মুশরিকরা সৃষ্টিকর্তা ও আহারদাতা রূপে একমাত্র আল্লাহকেই স্বীকার করত, অথচ ইবাদাতে অন্যদেরকেও শরীক করত। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ বরং তারা এমন কাওম যারা আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপন করছে।

৬১। বলত, কে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তাকে স্থির রাখার জন্য স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানেনা।	٦١. أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا আল্লাহ সুবহানাহুই পৃথিবীকে স্থির থাকার ব্যবস্থা করেছেন। ইহা কোন দিকে সরে যায়না এবং কোন দিকে হেলেও পড়েনা। যদি তা হত তাহলে কোন মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হতনা। তাঁর মহানুভবতা ও দয়ার কারণে পৃথিবী হয়েছে সমতল এবং নীরব। ওর নিজের কোন শব্দ নেই, কোন দিকে চলাচলও করছেনা কিংবা অনবরত ঝাঁকুনি দিচ্ছেনা। এ বিষয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً

আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪)

وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন যা দেশে দেশে পৌঁছে যমীনকে উর্বর করে দিচ্ছে, যার দ্বারা বাগ-বাগিচায় বীজ উদ্‌গত হয় এবং ফসল উৎপন্ন হতে পারে।

মহান আল্লাহ যমীনকে দৃঢ় করার জন্য ওর উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন নড়াচড়া ও হেলা-দোলা না করে। তাঁর কি অপূর্ব ক্ষমতা যে, একটি লবণাক্ত পানির সমুদ্র এবং আর একটি মিষ্টি পানির সমুদ্র, দু'টিই প্রবাহিত হচ্ছে।

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا এ দু'টি সমুদ্রের মাঝে কোন দেয়াল বা পর্দা নেই। তথাপি মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহ এ দু'টিকে পৃথক পৃথক করে

রেখেছেন। না লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির সাথে মিশ্রিত হতে পারে, আর না মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিলিত হতে পারে। লবণাক্ত পানি নিজের উপকার পৌঁছাতে রয়েছে এবং মিষ্টি পানিও নিজের উপকার পৌঁছাচ্ছে। এর নির্মল ও সুপেয় পানি মানুষ নিজেরা পান করে এবং নিজেদের পশুগুলোকে পান করায়। শস্যক্ষেত, বাগান ইত্যাদিতেও এ পানি পৌঁছিয়ে থাকে। লবণাক্ত পানি দ্বারাও মানুষ উপকার লাভ করে। এটা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত রয়েছে যাতে বাতাস খারাপ না হয়। অন্য আয়াতেও এ দু'টির বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৩) এ জন্যই তিনি এখানে বলেন ঃ أَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি যে এসব কাজ করতে পারে? এসব কাজ তারা করতে পারলেতো ইবাদাতের যোগ্য তাদেরকে মনে করা যেত? بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ প্রকৃতপক্ষে মানুষ শুধু অজ্ঞতাবশতঃই গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে থাকে। অথচ ইবাদাতের যোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

৬২। কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূর করেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক।	٦٢. أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ তা'আলা অবহিত করছেন যে, বিপদ-আপদের সময় তাঁর সত্তাই আহ্বানের যোগ্য। আর্ত ও অসহায়দের সহায় ও আশ্রয়স্থল তিনিই। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাঁকেই ডেকে থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ

অতঃপর যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৩) এখানে তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ তাঁর সত্তা এমনই যে, প্রত্যেক আশ্রয়হীন ব্যক্তি তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করে থাকে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ তিনি ছাড়া আর কেহই দূর করতে পারেনা।

বাল হাযীম থেকে আগত একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কোন জিনিসের দিকে আহ্বান করছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে আহ্বান করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার দিকে যিনি এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। যিনি ঐ সময় তোমার কাজে এসে থাকেন যখন তুমি কোন বিপদ-আপদে পতিত হও। যখন তুমি জঙ্গলে ও মরুপ্রান্তরে পথ ভুলে যাও তখন তুমি যাঁকে ডাকো এবং তিনি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে তোমাকে পথ-প্রদর্শন করেন। যদি খরা হয়, আর তুমি তাঁর নিকট প্রার্থনা কর তাহলে ফসল উৎপাদনের জন্য তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কিছু উপদেশ দিন! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ কেহকেও অপবাদ দিওনা, সাওয়াবের কোন কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করনা যদিও সেই কাজ মুসলিমের সাথে হাসি মুখে মিলিত হওয়া হয় এবং নিজের পাত্র খালি করে অন্যের পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করে দাও যদি সে তা চায়। আর স্বীয় লুঙ্গীকে পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত রাখবে। এর চেয়ে বেশি চাইলে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত লটকাবে। এর চেয়ে নীচে লটকানো হতে বেঁচে থাকবে। কেননা এটা ফখর ও গর্ব। আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেননা। (আহমাদ ৫/৬৪)

জিহাদে অংশ নেয়া এক মুজাহিদের বিস্ময়কর ঘটনা

ফাতিমাহ বিনতুল হাসান উম্ম আহমাদ আল আলিয়াহর (রহঃ) জীবনী গ্রন্থে হাফিয ইব্‌ন আসাকির (রহঃ) একটি খুবই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফাতিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ মুসলিমদের এক সেনাবাহিনী এক যুদ্ধে কাফিরদের নিকট পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন বড়ই দানশীল ও সৎ লোক। তার দ্রুতগামী ঘোড়াটি হঠাৎ থেমে যায়। ঐ দানশীল লোকটি বহুক্ষণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঐ ঘোড়াটি একটি কদমও উঠালনা। শেষে অপারগ হয়ে ঘোড়াটিকে লক্ষ্য করে আফসোস করে তিনি বলেন ঃ তুমিতো বেঁকে বসলে, অথচ এইরূপ সময়ের জন্যই আমি তোমার খিদমাত করেছিলাম এবং তোমাকে অত্যন্ত ভালবেসে লালন-পালন করেছিলাম! সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াটিকে বাক-শক্তি দান করলেন। সে বলল ঃ আমার থেমে যাওয়ার কারণ এই যে, আপনি আমার জন্য যে ঘাস ও দানা আমাকে দেখা-শোনাকারীর হাতে সমর্পণ করতেন, ওর মধ্য হতে সে কিছু কিছু চুরি করে নিত। আমাকে সে খুব কমই খেতে দিত এবং আমার উপর যুল্‌ম করত। ঘোড়ার এ কথা শুনে ঐ সৎ ও আল্লাহভীরু লোকটি ওকে বললেন ঃ এখন তুমি চলতে থাক। আমি আল্লাহকে সামনে রেখে তোমার সাথে ওয়াদা করছি যে, এখন থেকে আমি সদা-সর্বদা তোমাকে নিজের হাতে খাওয়াব। মনিবের এ কথা শোনা মাত্রই ঘোড়াটি দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করল এবং তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী লোকটি ঘোড়াটিকে নিজের হাতেই খাওয়াতে থাকলেন। জনগণ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন এক লোকের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন সাধারণভাবে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং জনগণ এ ঘটনা শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে তার নিকট আসতে লাগল। বাইজান্টিয়ামের বাদশাহ এ খবর পেয়ে যে কোনভাবে এই দরবেশ লোকটিকে তার শহরে নিয়ে আসার ইচ্ছা করল। বাদশাহ বলল ঃ এমন লোক যে শহরে থাকবে সেই শহরে কোন বিপদ আসতে পারেনা। বহু চেষ্টা করেও কিন্তু সে তাকে তার শহরে নিয়ে আসতে সক্ষম হলনা। অবশেষে সে একটি লোককে পাঠালো যে, সে যেন কোন রকম কৌশল অবলম্বন করে তাকে তার কাছে পৌঁছে দেয়। প্রেরিত লোকটি পূর্বে মুসলিম ছিল, কিন্তু পরে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। সে সম্রাটের নির্দেশক্রমে দরবেশ লোকটির নিকট এলো এবং নিজের মুসলিম হওয়ার কথা প্রকাশ করল। সে তাওবাহ করে অত্যন্ত সৎ সেজে তাঁর নিকট থাকতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ঐ সৎ লোকটির নিকট বেশ বিশ্বাসভাজন হয়ে গেল।

একদিন তারা সমুদ্র তীরে হাঁটাহাঁটি করার জন্য বের হল। কিন্তু ঐ মুরতাদ তার একজন সঙ্গীকে নিয়ে, যে ছিল বাইজান্টাইনের অনুসারী, ঐ মুজাহিদকে আটক করে জেলে ঢুকানোর চক্রান্ত করে। তখন ঐ সৎ লোকটি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে প্রার্থনা করলেন ঃ হে আল্লাহ! এ লোকটি আমাকে আপনার নাম করে ধোঁকা দিয়েছে। এখন আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আপনি যেভাবেই চান আমাকে এ দু'জন হতে রক্ষা করুন! তৎক্ষণাৎ দু'টি হিংস্র জন্তু এসে ঐ দুই ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। আর আল্লাহর ঐ মু'মিন বান্দা নিরাপদে সেখান হতে ফিরে এলেন। (তারিখ দিমাস্‌ক ১৯/৪৮৯)

পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করার কারা হকদার

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণার মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। একজন একজনের পিছনে আসতে রয়েছে। ক্রমান্বয়ে এটা চলতেই রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ

তাঁর ইচ্ছা হলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৩) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ

আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

এবং যখন তোমার রাব্ব মালাইকা/ফেরেশতাদের বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩০) এ আয়াতের তাফসীরে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানকার এই আয়াতেরও ভাবার্থ

এটাই যে, একের পরে এক, এক যুগের পরে দ্বিতীয় যুগ এবং এক কাওমের পরে অপর কাওম প্রতিনিধিত্ব করবে।

সুতরাং এটা হল আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা এবং এতে মাখলূকের কল্যাণ রয়েছে। কারণ তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকেই একই সাথে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে এই নিয়ম রেখেছেন যে, একজন মারা যাবে এবং আর একজন জন্মগ্রহণ করবে। তিনি আদমকে (আঃ) মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর বংশাবলী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি এমন এক পন্থা রেখেছেন যে, যেন দুনিয়াবাসীদের জীবিকার পথ সংকীর্ণ না হয়। অন্যথায় হয়ত সমস্ত মানুষ একই সাথে জন্ম নিলে তাদেরকে পৃথিবীতে খুবই সংকীর্ণতার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে হত। সুতরাং বর্তমান পদ্ধতি মহান আল্লাহ তা'আলার নিপুণতারই পরিচায়ক। সবারই জন্ম, মৃত্যু এবং আগমন ও প্রস্থানের সময় তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে। সবকিছুই তাঁর অবগতিতে আছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নেই। তিনি এমনই একটা দিন আনয়নকারী যে দিন সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের কার্যাবলীর বিচার করবেন। সেই দিন তিনি পাপ ও সাওয়াবের প্রতিদান প্রদান করবেন। মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ক্ষমতার বর্ণনা দেয়ার পর প্রশ্ন করছেন ঃ

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ এসব কাজ করতে পারে এমন অন্য কেহ আছে কি? অর্থাৎ অন্য কারওই এসব কাজের কোন ক্ষমতা নেই। তাদের ক্ষমতা যখন নেই তখন তারা ইবাদাতেরও যোগ্য হতে পারেনা।

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ কিন্তু মানুষ অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

৬৩। কে তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে বহু উর্ধ্বে।	٦٣. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি এমন কতগুলি দিক নির্দেশনা রেখে দিয়েছেন যে, নৌপথে ও স্থলে কেহ পথ ভুলে গেলে ওগুলি দেখে সঠিক পথে আসতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

আর পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও; এবং নক্ষত্রের সাহায্যেও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার স্থল ভাগে এবং সমুদ্রে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৭)

وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করার পূর্বে বৃষ্টির সুসংবাদবাহী ঠাণ্ডা বাতাস প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, এখন রাহমাতের বারিধারা বর্ষিত হবে।

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ ছাড়া এসব কাজ করার ক্ষমতা আর কারও নেই। তিনি সমস্ত শরীক হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি এদের হতে বহু উর্ধ্বে।

৬৪। বলতো, কে আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ওর পুনরাবৃত্তি করবেন, এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? বল ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।	٦٤. أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তিনিই যিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে সৃষ্টজীবকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন ও করতে রয়েছেন। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ

তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১২-১৩)

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা, জমি হতে ফসল উৎপাদন করা এবং আকাশ ও পৃথিবী হতে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করা তাঁরই কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ. وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ

শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি এবং শপথ যমীনের যা বিদীর্ণ হয়। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১১-১২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২) সুতরাং মহিমান্বিত আল্লাহই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী, ওটাকে যমীনে এদিক হতে ওদিকে প্রেরণকারী এবং এর মাধ্যমে নানা প্রকারের ফল, ফুল, শস্য এবং ঘাস-পাতা উদ্‌গতকারী, যা মানুষের নিজেদের ও তাদের জন্তুগুলোর জীবিকা।

كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ

তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা নিজের এসব শক্তি এবং এসব মূল্যবান অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার পর প্রশ্নের সুরে বলেন ঃ

أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ এসব কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেহ শরীক আছে কি, যার ইবাদাত করা যেতে পারে?

هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা'বূদ রূপে মেনে নেয়ার দাবীকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে পার তাহলে দলীল পেশ কর। কিন্তু তাদের নিকট কোনই দলীল নেই বলে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৭)

৬৫। বল ঃ আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেনা এবং তারা জানেনা তারা কখন পুনরুত্থিত হবে।	٦٥. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
৬৬। বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে; তারাতো এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।	٦٦. بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ

গাইবের খবর জানেন একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন সারা জগতবাসীকে জানিয়ে দেন যে, অদৃশ্যের খবর কেহ

জানেনা। এখানে اسْتِثْنَاء مُنْقَطِع হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মানব, দানব এবং মালাক/ফেরেশতা গাইব বা অদৃশ্যের খবর জানেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪) এই বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ তারা জানেনা তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে তা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের কেহই জানেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে। অন্যেরা بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ পড়েছেন। অর্থাৎ আখিরাতের সঠিক সময় না জানার ব্যাপারে সবারই জ্ঞান সমান। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলের (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ঃ যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানেননা। (মুসলিম ১/৩৬)

কাফিরেরা তাদের রাব্ব থেকে অজ্ঞ বলে তারা আখিরাতকেও অস্বীকারকারী! সেখান পর্যন্ত তাদের জ্ঞান পৌঁছেনি। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا বরং তারাতো এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। এর দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا

আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮) উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের মধ্যে কাফিরেরা এটা মনে করত।

সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতে যদিও ضَمِيْر টি جِنْس এর দিকে ফিরেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কাফিরই বটে! এ জন্যই শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُوْنَ বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। তারা চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে।

৬৭। কাফিরেরা বলে ঃ আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষরা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?	٦٧. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ
৬৮। এ বিষয়েতো আমাদেরকে এবং পূর্ব-পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটাতো পূর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।	٦٨. لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
৬৯। বল ঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।	٦٩. قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ

৭০। তাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।	٧٠. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

সংশয়বাদীদের পুনর্জীবনের অমূলক ধারণার জবাব

এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদেরকে তাদের মৃত্যু হওয়া ও গলে-পচে যাওয়া এবং মাটি ও ভস্ম হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় কিভাবে সৃষ্টি করা হবে এটা এখন পর্যন্ত তাদের বোধগম্যই হয়না। তারা এটাকে বড়ই বিস্ময়কর মনে করে। তারা বলে ঃ

لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

পূর্ব যুগ হতেই আমরা এটা শুনে আসছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহকেও আমরা মৃত্যুর পর জীবিত হতে দেখিনি। এটা শুধু শোনা কথা। এক যুগের লোক তাদের পূর্বযুগীয় লোকদের হতে, তারা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের হতে শুনেছে এবং এভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু এ সবকিছুই অযৌক্তিক ও বিবেক বুদ্ধি বহির্ভূত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব বলে দিচ্ছেন ঃ

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ তুমি বল ঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমন করে দেখ, যারা রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল ও কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে! তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে নাবীদেরকে ও মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন। এটা নাবীদের সত্যবাদীতারই দলীল। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ

وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ এই কাফির ও মুশরিকরা তোমাকে ও আমার কালামকে অবিশ্বাস করছে বলে তুমি দুঃখ করনা ও মনঃক্ষুণ্ন হয়োনা। তারা তোমার ব্যাপারে যে ষড়যন্ত্র করছে তা আমার অজানা নেই। আমিই তোমার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোমাকে ও তোমার দীনকে জয়যুক্ত রাখব এবং দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তোমাকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করব।

৭১। তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?	٧١. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
৭২। বল ঃ তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।	٧٢. قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ
৭৩। নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।	٧٣. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
৭৪। তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার রাব্ব অবশ্যই জানেন।	٧٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
৭৫। আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।	٧٥. وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা কিয়ামাতকে স্বীকার করতনা বলে সাহসিকতা ও বাহাদুরির সাথে সত্বর এর আগমন কামনা করত এবং বলত ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল দেখি এটা আসবে কখন? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ

عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ খুবই সম্ভব যে, ওটা সম্পূর্ণরূপে নিকটবর্তী হয়েই গেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যে ব্যাপারে ত্বরান্বিত করতে বলছ তাতো তোমাদের কাছে প্রায় এসেই গেছে অথবা তার কিছু কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে। (তাবারী ১৯/৪৯২) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৯/৪৯২, দুররুল মানসুর ৬/৩৭৫) নিম্নের আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا

সম্ভবতঃ ওটার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫১) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৪) لَكُمْ এর لام অক্ষরটি رَدِفَ শব্দের عَجِلَ (তাড়াতাড়ি করা)-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আনা হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ মানুষের উপর আল্লাহর বহু দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে এবং রয়েছে তাদের উপর তাঁর অসংখ্য নি'আমাত। তথাপি তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে তা তিনি অবশ্যই জানেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) অন্যত্র আছে ঃ

يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই তিনি জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭)

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। তিনি অদৃশ্যের সব খবরই রাখেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭০)

৭৬। বানী ইসরাঈল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।	٧٦. إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
৭৭। আর নিশ্চয়ই এটি মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত।	٧٧. وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
৭৮। তোমার রাব্ব নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।	٧٨. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ

৭৯। অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর কর; তুমিতো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।	٧٩. فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ
৮০। মৃতকে তুমি কথা শোনাতে পারবেনা, বধিরকেও পারবেনা আহ্বান শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়।	٨٠. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ
৮১। তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবেনা। তুমি শোনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম)।	٨١. وَمَآ أَنتَ بِهَـٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ

কুরআনে বানী ইসরাঈলের মতাদর্শ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর ফাইসালা

আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাব সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, কুরআন যেমন রাহমাত স্বরূপ তেমনই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী ফুরকানও বটে। বানী ইসরাঈল অর্থাৎ যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের বাহক তাদের মতভেদের ফাইসালা এই কিতাবে রয়েছে। যেমন ঈসার (আঃ) উপর ইয়াহুদীরা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এবং খৃষ্টানরা তাঁকে তাঁর সীমার চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কুরআন এর ফাইসালা করে দিয়েছে এবং ইফরাত (বাহুল্য) এবং তাফরীতকে (অত্যল্প) ছেড়ে দিয়ে সত্য কথা প্রকাশ করেছে। কুরআন বলেছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর হুকুমে তিনি সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র ও সতী-সাধ্বী। সঠিক ও সন্দেহহীন কথা এটাই।

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ

এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৪)

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ এই কুরআন মু'মিনদের অন্তরের হিদায়াত এবং তাদের জন্য সরাসরি রাহমাত। إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের ফাইসালা করবেন যিনি বদলা নেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং বান্দাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং দা'ওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকার আদেশ

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তুমিতো স্পষ্টভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা তোমার বিরোধিতা করছে তারা তাদের নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্যই এমন করছে। আর বিরুদ্ধবাদীরা চিরন্তন রূপে হতভাগ্য। তাদের উপর তোমার রবের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং তাদের ভাগ্যে ঈমান নেই। তুমি যদি তাদের সমস্ত মু'জিযা প্রদর্শন কর তবুও তারা ঈমান আনবেনা।

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى তারা মৃতের ন্যায়। আর তুমিতো মৃতকে কথা শোনাতে পারবেনা এবং পারবেনা তুমি বধিরকে তোমার ডাক শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। আর যারা চোখ থাকতেও অন্ধ সাজে তাদেরকে তুমি পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে সক্ষম হবেনা।

إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا তুমি শোনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করে এবং তারাইতো আত্মসমর্পণকারী। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমল করে যায়।

৮২। যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহ্বর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।	٨٢. وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ

পৃথিবীতে হিংস্র প্রাণীর আবির্ভাবের বর্ণনা

যে জীবের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে তা শেষ যুগে প্রকাশিত হবে যখন মানুষ আল্লাহর দীনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে, যখন তারা সত্য দীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে। কেহ কেহ বলেন যে, এটা মাক্কা মুকাররামা হতে বের হবে। আবার অন্য কেহ বলেন যে, এটা অন্য স্থান হতে বের হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ এখনই আসবে ইনশাআল্লাহ। সে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে এবং বলবে যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, এ ছাড়া আলী (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, সে কথা বলবে অর্থাৎ সে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে। (তাবারী ১৯/৫০০) এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা এখানে ওর কয়েকটি উল্লেখ করছি।

হুযাইফা ইব্‌ন আসিদ আল গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কক্ষ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আগমন করেন। আমাদেরকে এই আলোচনায় লিপ্ত দেখে বলেন ঃ কিয়ামাত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা দশটি নিদর্শন দেখতে পাবে। ওগুলি হল পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, ধূম্র, দাব্বাতুল আরদ্, ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হওয়া, ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) আগমন, দাজ্জাল বের হওয়া, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরাব উপদ্বীপে তিনটি খাসফ (মাটিতে প্রোথিত হওয়া) এবং মধ্য ইয়ামান হতে এক আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে চালনা করবে বা তাদেরকে একত্রিত করবে। তাদের সাথেই রাত্রি কাটাবে এবং তাদের সাথেই দুপুরে বিশ্রাম করবে। (আহমাদ ৪/৬, মুসলিম ৪/২২২৫, ২২২৬, আবূ দাঊদ ৪/৪৯১, তিরমিযী ৬/৪১৩, নাসাঈ ৬/৪৫৬, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৪১)

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জায (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি একটি হাদীস মুখস্ত করেছি যা আমি কখনও ভুলে যাইনি। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের প্রথম লক্ষণ হবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বেই দাব্বাতের (ভয়ংকর প্রাণীর) মানব সমাজে আবির্ভাব। এর যেটি আগে হবে তার পরেরটিও এর পরপর দেখা যাবে। (মুসলিম ৪/২২৬০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছ'টি জিনিসের আগমনের পূর্বেই তোমরা জলদি করে বেশিবেশি সৎ কাজ করে নাও। ওগুলি হল সূর্যের পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, ধূম্র নির্গত হওয়া, দাজ্জালের আগমন ঘটা, দাব্বাতুল আর্‌য আসা এবং তোমাদের প্রত্যেকের প্রিয়জন মারা যাওয়া অথবা সর্বত্র দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়া। (মুসলিম ৪/২২৬৭)

মুসলিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছয়টি বিষয় প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই উত্তম আমল করার জন্য তোমরা অগ্রগামী হও। তা হল দাজ্জাল, কালো ধূয়া, দাব্বাতুল আর্‌দ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং (তোমাদের কারও প্রিয়জনের মৃত্যু) অথবা সাধারণ বিপর্যয়। (মুসলিম ৪/২২৬৭)

অপর একটি হাদীসে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা খুব বেশি বেশি উত্তম আমল করবে। তা হল পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়, ধূম্র প্রকাশ পাওয়া, দাব্বাত, দাজ্জাল এবং সাধারণ বিপর্যয়। এ হাদীসটি একমাত্র ইব্‌ন মাজাহই (রহঃ) তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৪৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দাব্বাতুল আর্‌দ বের হবে এবং তার সাথে থাকবে মূসার (আঃ) লাঠি ও সুলাইমানের (আঃ) আংটি। লাঠি দ্বারা কাফিরের নাকের উপর মোহর লাগানো হবে এবং আংটি দ্বারা মু'মিনের চেহারা উজ্জ্বল করা হবে। জনগণ যখন খাবার খাওয়ার জন্য দস্তরখানার কাছে একত্রিত হবে তখন তারা মু'মিন ও কাফিরকে পৃথকভাবে চিনে নিবে এবং তারা একে অপরকে সম্বোধন করে ডাকবে 'ওহে মু'মিন, ওহে কাফির। (তায়ালেসী ৩৩৪)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের নাকের উপর আংটি দ্বারা আঘাত করা হবে এবং মু'মিনদের চেহারা লাঠির ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল হয়ে যাবে।

তারা যখন খাবার খাওয়ার জন্য দস্তরখানার কাছে একত্রিত হবে তখন মু'মিন ও কাফিরকে পৃথকভাবে চিনে নিবে এবং তারা একে অপরকে সম্বোধন করে ডাকবে 'ওহে মু'মিন, ওহে কাফির।' (আহমাদ ২/২৯৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৫১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ভূমি থেকে দাব্বাতুল আর্‌দ বের হবে। ওর মাথা হবে বলদের মাথার মত, চোখ হবে শূকরের চোখের মত, কান হবে হাতীর কানের মত এবং শিং হবে পুরুষ হরিনের শিংয়ের মত। ওর ঘাড় হবে উটপাখীর মত, বক্ষ হবে সিংহের মত, রং হবে বাঘের মত, ওর পাঁজর হবে বিড়ালের মত, লেজ হবে ভেড়ার মত এবং পা হবে উটের মত। প্রত্যেক দুই জোড়ের মাঝে বার গজের ব্যবধান থাকবে। ওর সাথে থাকবে মূসার (আঃ) লাঠি এবং সুলাইমানের (আঃ) আংটি। এমন কোন মু'মিন বান্দা বাদ থাকবেনা যার মুখমণ্ডলে সাদা দাগ অংকিত হবেনা যা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হতে থাকবে এবং সমস্ত মুখমণ্ডল সাদা আলোয় আলোকিত হবে। অন্যদিকে এমন কোন অবিশ্বাসী কাফির অবশিষ্ট থাকবেনা যার মুখে ওর দ্বারা কালো দাগ দেয়া হবেনা এবং এর ফলে তার সমস্ত মুখমণ্ডল কালিমাযুক্ত হয়ে যাবে। এরপর লোকেরা যখন তাদের সাথে ব্যবসায়িক লেন-দেন করবে তখন একে অপরকে (তাদের চিহ্ন দেখে) বলবে ঃ ওহে মু'মিন! এটা কত? অথবা ওহে কাফির! এটা কত? পরিবারের সদস্যরা সবাই যখন একত্রে খেতে বসবে তখন তারাও বুঝতে পারবে যে, তাদের মধ্যে কে মু'মিন এবং কে কাফির। দাব্বাতুল আর্‌দ বলবে ঃ ওহে অমুক এবং অমুক! তোমরা আনন্দ করতে থাক, তোমরা হচ্ছ জান্নাতের অধিবাসী। এবং ওহে অমুক এবং অমুক! তোমরা হচ্ছ জাহান্নামের অধিবাসী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ *যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহ্বর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।* (বাগাবী ৩/৪২৯)

৮৩। স্মরণ কর সেই দিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে	٨٣. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ

এক একটি দলকে, যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করত এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।	فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ
৮৪। যখন তারা সমবেত হবে তখন (আল্লাহ তাদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ ওটা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে?	٨٤. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৮৫। সীমা লংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবেনা।	٨٥. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ
৮৬। তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আমি রাত সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকপ্রদ? এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।	٨٦. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

কিয়ামাত দিবসে বদ আমলকারীদেরকে একত্রিত করা হবে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর নিদর্শনকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে এবং তাঁর বাণীকে স্বীকার করেনা তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তাঁর সামনে একত্রিত করা হবে। সেখানে তাদেরকে শাসন-গর্জন করা হবে যাতে তারা লাঞ্ছিত হয় এবং হেয় প্রতিপন্ন হয়। وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا প্রত্যেক

কাওমের মধ্য হতে প্রত্যেক যুগের এ ধরনের মানুষের দলকে পৃথক পৃথকভাবে পেশ করা হবে। যেমন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ

দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে। (সূরা তাকউয়ির, ৮১ ঃ ৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের প্রত্যেককে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ১৯/৫০১) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ১৯/৪৩৮) অতঃপর তাদের সবাইকেই আল্লাহ তা'আলার সামনে হাযির করা হবে। তাদের হাযির হওয়া মাত্রই ঐ প্রকৃত প্রতিশোধ গ্রহণকারী আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় তাদেরকে পুংখানুপুংখরূপে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবেন এবং হিসাব নিবেন।

قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ *তখন (আল্লাহ তাদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ ওটা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে।* যেমন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২) সুতরাং ঐ সময় তাদের উপর তাদের অপরাধের প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তারা কোন অজুহাতই পেশ করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফুর্তি হবেনা এবং তাদেরকে ওয্‌র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩৫-৩৬) অনুরূপভাবে এখানে তিনি বলেন ঃ

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ সীমা লংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবেনা। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। নিজেদের যুল্‌মের প্রতিফল তারা পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হবে। দুনিয়ায় তারা যালিম ছিল। এখন তারা যাঁর সামনে দাঁড়াবে তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সব খবর রাখেন। কোন কথা তাঁর সামনে লুকিয়ে রাখলে কিংবা বানিয়ে বললে তা টিকবেনা।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং স্বীয় সমুন্নত মাহাত্ম্যের কথা বলছেন, যে বিষয়ে কারও অবাধ্য হওয়া চলবেনা। আর তিনি নিজের বিরাট সাম্রাজ্য প্রদর্শন করছেন যা তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য হওয়া, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যে নির্দেশাবলী জারী করা হয়েছিল তা মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য হওয়া এবং নাবীদেরকে বিশ্বাস করার মূলের উপর সুস্পষ্ট দলীল।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ তিনি মানুষের বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আর দিবসকে তিনি করেছেন উজ্জ্বল ও আলোকময়, যাতে তারা জীবিকার অনুসন্ধানে বের হতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সফর যেন তাদের জন্য সহজ হয়। এ সবের মধ্যে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই যথেষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় নিদর্শন রয়েছে।

৮৭. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ	৮৭। আর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।
৮৮. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا	৮৮। তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, কিন্তু

সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান, এটা আল্লাহরই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সব কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।	جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ
৮৯। যে কেহ সৎ কাজ নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা শংকা হতে নিরাপদ থাকবে।	٨٩. مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ
৯০। আর যে কেহ অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে (এবং তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।	٩٠. وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা, সৎ আমলকারীদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং বদ আমলকারীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে

আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন মানুষের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হবে। হাদীসে শিংগা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উহা হল এমন একটি জিনিস যাতে আল্লাহর আদেশে ইসরাফীল মালাক (ফেরেশতা) ওতে ফুঁক দিবেন। ওতে তিনি প্রথমবার অনেক সময় ধরে ফুঁক দিবেন। এটি হল পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আলামত। তখন পৃথিবীতে খারাপ লোক ছাড়া আর কেহ বসবাস করবেনা। আকাশে ও যমীনে তখন যারা বেঁচে থাকবে তারা সবাই ভীত

সন্ত্রস্ত অবস্থায় পতিত হবে। إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ *আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ব্যতীত*। একমাত্র শহীদগণের উপর এর কোন প্রভাব পড়বেনা, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবে এবং তাদেরকে খাদ্য প্রদান করা হবে।

ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জায (রহঃ) বর্ণনা করেন, উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বলেন যে, তাঁর নিকট একটি লোক এসে তাকে বলে ঃ আপনি এটা কি কথা বলেন যে, এরূপ এরূপ লোকের উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে? উত্তরে তিনি সুবহানাল্লাহ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা এ ধরনের কোন কালেমা উচ্চারণ করে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ আমার সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমি কারও কাছে কোন হাদীসই বর্ণনা করবনা। আমি এ কথা বলেছিলাম যে, সত্তরই তোমরা বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে। বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করা হবে এবং এই হবে, ঐ হবে ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে, অতঃপর চল্লিশ (চল্লিশ দিন, মাস কিংবা বছর) অবস্থান করবে, চল্লিশ দিন, কি চল্লিশ মাস, কি চল্লিশ বছর তা আমার জানা নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) অবতরণ করাবেন। তিনি দেখতে উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) মত হবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এরপর সাতটি বছর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, সারা দুনিয়ায় দু'জন লোক এমন থাকবেনা যাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করবেন, এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠে যারই অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে সে'ই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনকি কেহ যদি কোন পাহাড়ের গর্তেও ঢুকে পড়ে তাহলে সেই গর্তেও বায়ু প্রবেশ করে তার মৃত্যু ঘটিয়ে দিবে। তখন ভূ-পৃষ্ঠে শুধু দুষ্ট লোকেরাই অবস্থান করবে। তারা পাখীর মত হাল্‌কা ও চতুস্পদ জন্তুর মত জ্ঞান-বুদ্ধিহীন হবে। তাদের মধ্য হতে ভাল ও মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা উঠে যাবে। তাদের কাছে শাইতান এসে বলবে ঃ কে তা করবে যা আমি করতে বলব? তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তুমি কি করতে আদেশ করতে চাও? তখন সে মূর্তি পূজা করতে আদেশ করবে এবং তারা মূর্তি পূজা শুরু করে দিবে। তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করতেই থাকবেন এবং তাদেরকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে রাখবেন। এমতাবস্থায় ইসরাফীলকে (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। যার কানেই এই শব্দ পৌঁছবে সে'ই সেখানেই কান পেতে আরও পরিস্কারভাবে শুনতে চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম এই শব্দ ঐ

লোকটি শুনতে পাবে যে তার উটগুলোর জন্য পানির হাউয ঠিক ঠাক করার কাজে লিপ্ত থাকবে। এই শব্দ শোনা মাত্রই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে এবং সব লোকই এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শিশিরের মত বারিবর্ষণ করবেন। ফলে দেহ অঙ্কুরিত বা উত্থিত হতে থাকবে। এরপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। এর ফলে সবাই কাবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে। তখন বলা হবে ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের সমীপে চল। তারা সেখানে উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। কারণ তাদের সওয়াল-জবাব হবে। তারপর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ঃ জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর। প্রশ্ন করা হবে ঃ কতজনের মধ্য হতে কতজনকে? উত্তরে বলা হবে ঃ প্রতি হাযারের মধ্য হতে নয় শত নিরানব্বই জনকে। এটা হবে ঐ দিন যে দিন ছোটদের চুলও ধূসর বর্ণের হয়ে যাবে। ওটা হবে ঐ দিন যে দিন হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হবে। (মুসলিম ৪/২২৫৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ তারা তাদের মুখমণ্ডল এদিক ওদিক ফিরাতে থাকবে যাতে তারা আরও পরিস্কারভাবে শুনতে পায় যে, আকাশের কোন্ প্রান্ত থেকে শব্দ আসছে। অর্থাৎ ওটিই প্রথম শব্দ যা সবাইকে ভয়ার্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলবে। অতঃপর আর একটি ফুঁক দেয়া হলে তখন সবার মৃত্যু ঘটবে। এর পরের ফুৎকারে সবাইকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং সবাই তাদের কাবর থেকে উত্থিত হয়ে তাদের রবের সম্মুখে তাদের কৃতকর্মের ফাইসালার জন্য উপস্থিত হবে।

وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়) এ আয়াতের هَمْزَة টিকে মদ দিয়েও পড়া হয়েছে। সবাই নিরুপায়, অসহায়, অধীনস্থ এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে হাযির হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুম রোধ করার ক্ষমতা কারও হবেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

সুর বা শিংগার হাদীসে রয়েছে যে, তৃতীয় ফুৎকারে (তাফসীরকারকের এ বর্ণনা সঠিক নয়। অধিকাংশ আলেমের মতে দুইবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, যা সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে সমস্ত রূহকে শিংগার ছিদ্রে রাখা হবে এবং দেহ কাবর হতে উদ্‌গত হতে শুরু করবে। তখন ইসরাফীল (আঃ) আবার শিংগায় ফুৎকার দিবেন। তখন রূহগুলি উড়তে থাকবে। মু'মিনদের রূহ জ্যোতির্ময় হবে এবং কাফিরদের রূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ আমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের শপথ! অবশ্যই প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে ফিরে যাবে। তখন রূহগুলি তাদের দেহগুলির মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমনভাবে গরল বা বিষ শিরার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। অতঃপর লোকেরা তাদের মাথা হতে কাবরের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ, অথচ সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৮) অর্থাৎ ঐ দিন পর্বতমালাকে মেঘপুঞ্জের ন্যায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে এবং টুকরা টুকরা হতে দেখা যাবে। ঐ টুকরাগুলির চলাচল শুরু হবে এবং শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا. وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا

যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৯-১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫-১০৭)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ এটা আল্লাহরই সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। তাঁর সর্বময় ক্ষমতার বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরতে পারেনা। তিনি তাঁর বান্দাদের ভাল-মন্দ সমস্ত কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাদের প্রতিটি কাজের তিনি শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করবেন। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর মহান আল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا যে কেহ সৎ কাজ করে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা হল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা উত্তম আমল। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, তিনি তাদের প্রত্যেকের সৎ (উত্তম) আমলের প্রতিদান দশগুণ বাড়িয়ে দেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ কিয়ামাতের মাইদানের উৎকণ্ঠা এবং ভয়াবহতা থেকে তারা মুক্ত থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩)

أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ

শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪০)

وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ

আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৭)

وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ পক্ষান্তরে যে কেহ অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল কি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি?

৯১। আমিতো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রবের ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পন-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।	٩١. إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
৯২। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি কুরআন আবৃত্তি করতে। অতঃপর যে ব্যক্তি সৎ পথ অনুসরণ করে, সে তা অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বল ঃ আমিতো শুধু সর্তককারীদের মধ্যে একজন।	٩٢. وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ
৯৩। আর বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর সেই সম্বন্ধে তোমাদের রাব্ব গাফিল নন।	٩٣. وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

আল্লাহর পথে কুরআনের মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

হে রাসূল! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি এই মাক্কা শহরের প্রভুর ইবাদাত ও আনুগত্য করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যিনি একে পবিত্র করেছেন এবং যিনি সব কিছুর মালিক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ

বলে দাও ঃ হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও তাহলে আমি সেই মা'বূদদের ইবাদাত করিনা, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর; কিন্তু আমি সেই আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৪)

এখানে মাক্কা মুকাররামার দিকে মহান রবের সম্বন্ধ শুধুমাত্র ওর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণেই লাগানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ৩-৪)

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, তিনি এই শহরকে সম্মানিত করেছেন। যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এই শহরকে সম্মানিত করেছেন সেই দিন হতে যে দিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহর সম্মান দানের কারণে এটা কিয়ামাত পর্যন্ত সম্মানিতই থাকবে। না এর কাঁটাযুক্ত ঝোপ-ঝাড় কেটে ফেলা যাবে, না এর শিকারকে তাড়া করা যাবে এবং না এখানে পতিত কোন জিনিস উঠানো যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি এটা এর মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ঘোষণা করে প্রচার করা হয় তাহলে

তার জন্য এটা জায়িয হবে এবং এর ঘাসও কেটে নেয়া যাবেনা (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬, আবূ দাঊদ ২/৫১৭, নাসাঈ ৫/২০৩, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৩৮, আহমাদ ১/২৫৩)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই বিশেষ বিষয়ের অধিকারের বর্ণনা দেয়ার পর নিজের সাধারণ অধিকারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ সব কিছুরই উপর আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মালিক ও মা'বূদ নেই। প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও অধিপতি তিনিই।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ তুমি আরও বলে দাও ঃ আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন আবৃত্তি করি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْءَايَٰتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ

আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও নিদর্শনাবলী হতে এটা আবৃত্তি করছি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৮) অন্য জায়গায় আছে ঃ

نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ

আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩)

فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন বলছেন ঃ যদি তোমরা আমার কথা মেনে নিয়ে সৎপথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা নিজেরাই কল্যাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা আমার কথা অমান্য করে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন কর তাহলে তোমরা নিজেদেরই অকল্যাণ ডেকে আনবে। আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি আল্লাহ তা'আলার কালাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়ে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। সুতরাং তোমাদের কাজের জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। পূর্ববর্তী রাসূলগণও এরূপই করেছিলেন। তাঁরাও আল্লাহর কালাম জনগণের নিকট পৌঁছে দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০) তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ

তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় বান্দাদের উপর তাদের বে-খবর অবস্থায় শাস্তি নাযিল করেননা। বরং প্রথমে তাদের কাছে দা'ওয়াত পাঠিয়ে দেন, স্বীয় করণীয় সমাপ্ত করেন এবং ভাল ও মন্দ বুঝিয়ে দেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

আমি শীঘ্র তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই সত্য। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ তোমরা যা করছ সেই সম্বন্ধে তোমার রাব্ব গাফিল নন। বরং ছোট-বড় সব জিনিসকেই তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে আছে।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) প্রায়ই নিম্নের ছন্দ দু'টি পাঠ করতেন, যা তাঁর নিজের রচিত অথবা অন্য কারও রচিত ঃ

যদি কোন এক দিন তুমি নির্জনে থাক তখন তুমি বলনা ঃ আমি একা, বরং তুমি বল ঃ আমাকে একজন দেখতে রয়েছেন। তুমি কখনও ধারণা করনা যে, আল্লাহ এক মুহূর্ত উদাসীন রয়েছেন বা কোন গোপনীয় জিনিস তাঁর জ্ঞানের বাইরে রয়েছে।

সূরা নাম্‌ল এর তাফসীর সমাপ্ত।